প্রমেয়-রত্নাবলী।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রণীতা।

কান্তিমালা টীকা সহিতা।

শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামিনা

অনুবাদিতা।

পরিশোধিতা প্রকাশিতা চ।

৪৪৮৪

কলিকাতা,—৬৬ নং বীডন্ ষ্ট্রীট।

বীডন্ যন্ত্রে

শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিতা।

সন ১২৮৪।

বিজ্ঞাপন।

"প্রমেয় রত্নাবলী," মহানুভব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক গ্রথিত। বিদ্যাভূষণ মহাশয়, বেদান্ত সূত্রের গোবিন্দ ভাষ্য প্রণয়নানন্তর, ভাষ্যে যে সকল প্রমেয় নির্ণীত হইয়াছে, সেই সকল প্রমেয় রত্নই ইহাতেও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। "প্রমেয়-রত্নাবলী" অতি ক্ষুদ্রাকার হইলেও সার ও গৌরবাদি সদ্‌গুণ পরিপূরিত। ইহার সদ্‌গুণের পরিচয় অধিক কি বলিব। যে এক একটি প্রমেয়রত্ন সঞ্চয় করিতে হইলে, অত্যন্ত দুরূহ সেই ভাষ্য-রত্নাকরের গভীর অভ্যন্তর প্রবেশ ব্যতিরেকে, কোন মতেই আর প্রাপ্ত হইবার সম্ভব নাই! এমন কি বহু আয়াস পূর্ব্বক ঐ রত্নাকরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াও, সকল গুলি একেবারেই যে লাভ করিতে সক্ষম হওয়া যায়, তাহাও অনিশ্চিত। এই "প্রমেয়রত্নাবলীতে" সেই প্রমেয় রত্ন গুলি একত্রে সন্নিবেশিত থাকায়, সকলে অনায়াসেই হৃদ্‌গত করিতে সক্ষম হয়েন। কিন্তু সম্প্রতি ইহাও সংস্কৃত ভাষানিবন্ধন, সর্ব্বসাধারণের অসুবোধ, ও মুদ্রাঙ্কন-বিরহে অসুলভ থাকায়, আমি অনুবাদ পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কিত করিলাম। অনুবাদ-বিষয়ে কেবল মূল অবলম্বনে সম্পূর্ণ প্রস্ফুট অর্থ হওয়ার অসম্ভব বিধায়, টীকার অনুযায়িক অনুবাদ করা হইয়াছে। এবং যে সকল শ্রুতির, মত বিরোধ ঘটিবার সম্ভব না থাকায়, টীকাতে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করেন নাই। সেই সকল শ্রুতির শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য দৃষ্টে অনুবাদ করা হইয়াছে। ইহার অনু-বাদে প্রবৃত্ত হইয়া, আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। কারণ এতাদৃশ দর্শনরূপ গ্রন্থের অনুবাদ কতদূর দুরূহ, বোধ হয় সুবিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। তবে কেবল, যত দূর হয় সর্ব্ব সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার, অভিলাষে এতাদৃশ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সাধারণে গ্রহণ করিলে আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব, কিমধিক মিতি।

সাং কলিকাতা, সভাবাজার।
নন্দরাম সেনের গলি।
সন ১২৮৪।

শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামিনঃ।

সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার
সংখ্যা ৪৪৬৪

প্রমেয় রত্নাবলী।

প্রথম প্রমেয়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবোজয়তি ॥

জয়তি শ্রীগোবিন্দো গোপীনাথঃ স মদনগোপালঃ।
বক্ষ্যামি যস্য কৃপয়া প্রমেয়রত্নাবলীং সূক্ষ্মাং ॥ ১ ॥

গৌড়োদয়মুপযাতস্তমঃ সমস্তং নিহন্তি যো যুগপৎ। জ্যোতিশ্চয়ো ঽতিশীতঃ পীতস্তমুপাস্মহে কৃতাঞ্জলয়ঃ ॥ বিদ্যাভূষণাপরনাম্নাবলদেবেন শ্রীগোবিন্দৈকান্তিনাব্রহ্মসূত্রেষু গোবিন্দভাষ্যাভিধানং ব্যাখ্যানং বিরচিতং ॥ অথকৈশ্চিচ্ছিষ্যৈর্ভাষ্য প্রেমেযাণি পরিপৃষ্টঃ স তানি সংক্ষেপাদ্ বক্ষ্যন্নির্বিঘ্নায়ৈতৎপূর্ত্তয়ে মঙ্গলমাচরতি জয়তীতি ॥ কীদৃশঃ শ্রীগোবিন্দঃ ইত্যাহ গোপীনাথো বল্লবীকান্তঃ, মদয়তি মনাংসি ভক্তানামিতি মদনঃ, গাঃপালয়তীতি গোপালঃ, ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ। শ্লেষেণ বৃন্দাটবী মধিষ্ঠিতানাং শ্রীগোবিন্দাদি সংজ্ঞানাং নিখিল চৈতন্যভক্তাভীষ্টানাং ত্রয়াণামর্চ্চাবতারাণাং জয়াশংসনং। উভয়তঃ প্রণতিলক্ষণমঙ্গলং কৃতং জয়তিনা তস্যাক্ষেপাৎ ॥ ১ ॥

মহানুভববলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য নামক ব্যাখ্যান রচনানন্তর, কতিপয় শিষ্য কর্ত্তৃক, গোবিন্দভাষ্যে কয়টি প্রমেয় প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা পৃষ্ট হওতঃ, অতি সংক্ষেপে সকলের বোধসৌকর্য্যার্থে সেই সমস্ত প্রমেয় নির্ণয় করিবেন বলিয়া নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি নিমিত্ত প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

ভক্ত্যাভাসেনাপিতোষং দধানে ধর্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারি-
নাম্নি। নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্য রূপে তত্ত্বে তস্মি-
ন্নিত্যমাস্তাং রতির্নঃ ॥ ২ ॥

আনন্দতীর্থ নামা সুখময় ধামা যতি র্জীয়াৎ।
সংসারার্ণব তরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ ॥ ৩ ॥

পুনরপি তত্র রতিপ্রার্থনং মঙ্গলমাহভক্ত্যেতি। তত্ত্বে পরমাত্মনি কৃষ্ণে, "তত্ত্বং বাক্যপ্রভেদেস্যাৎ স্বরূপে পরমাত্মনীতি" বিশ্বঃ। কীদৃশীত্যাহ ভক্ত্যাভাসেনাপীতি যথা পুত্রোদ্দেশেন নামোচ্চারয়ত্য-জামিলে তুষ্টি র্দৃষ্টা, ধর্ম্মাণামধ্যক্ষে প্রবর্ত্তকে, নিত্যআনন্দোযস্য তন্নিত্যা-নন্দঞ্চ নাস্তিদ্বৈতং দেহদেহিভেদোযস্য তদদ্বৈতং চ চৈতন্যং বিজ্ঞান-ঞ্চেতিকর্ম্মধারয়ঃ, তদ্রূপেতদাত্মকে। পক্ষে, কলাবস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণঃ সংকর্ষণেন শম্ভুনাচসহিতোজনানুদ্ধর্ত্তুমবততার। তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য চৈতন্য ইতি সংকর্ষ-ণস্য নিত্যানন্দ ইতি শম্ভোরদ্বৈতইতি নামাভূৎ, তস্মিন্ ত্রিরূপে তত্ত্বে নো রতির্নিত্য মাস্তাং। অন্যৎ প্রাগ্‌বৎ প্রমাণং ত্বত্রাকরগ্রন্থাদ্গ্রাহ্যং ॥ ২ ॥

অথ পূর্ব্বাচার্য্যং প্রণমত্যা নন্দেতি। আনন্দতীর্থ ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্যস্য নামান্তরং, যতিঃ পরিব্রাট, তরণিং নৌকাং ॥ ৩ ॥

ভক্তগণের মনোমদনকারী গোকুলপালক বল্লবীজনবল্লভ সেই শ্রীমান্‌গোবিন্দ জয়যুক্ত হউন। যাঁর কৃপাবলে আমি সূক্ষ্মা প্রমেয়রত্নাবলী বিস্তার করিব ॥ ১ ॥

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণে রতি প্রার্থনরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। যিনি ভক্ত্যাভাসেও জীবের প্রতি আনন্দিত, ও যাঁহার নাম উচ্চারণমাত্রে অখিল বিশ্ব নিস্তার প্রাপ্ত হয়, ও যিনি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। সেই নিত্যানন্দ অদ্বৈত চৈতন্যরূপ তত্ত্বে আমা-দিগের রতি নিত্যই প্রবর্দ্ধিতা হউক ॥ ২ ॥

ভবতি বিচিন্ত্যা বিদুষা নিরবকরা গুরুপরম্পরা নিত্যং।
একান্তিত্বং সিধ্যতি যয়োদয়তি যেন হরিতোষঃ ॥ ৪ ॥

যদুক্তং পদ্মপুরাণে।

সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥
শ্রী ব্রহ্ম রুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি পাবনাঃ।
চত্বারস্তেকলৌ ভাব্যা হৃৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥ ইতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যপ্রমেয়াণি যতো লব্ধানি, সা গুরুপরম্পরাধ্যেয়েত্যাহ ভবতীতি। গুরুপরম্পরা দেশিকবংশঃ, "পরম্পরা পরীপাট্যাং সন্তানেঽপিবধে ক্বচিদিতিবিশ্বঃ। নিরবকরা নির্দোষা, তস্যাধ্যানেন কিংস্যাদিত্যত্রাহ, যয়া পরম্পরয়া ধ্যাতয়া ধ্যাতুরেকান্তিত্বং সিধ্যতি হর্য্যেকনিষ্ঠত্বং ভবতি, যেনৈকান্তিত্বেন হরিতোষ উদয়তি। "তেষাং জ্ঞানীনিত্যযুক্তএকভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়োহি জ্ঞানিনোত্যর্থ মহংস চ মম প্রিয় ইত্যাদিস্মৃতেঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তর পূর্ব্বাচার্য্যের প্রণাম করিতেছেন। আনন্দতীর্থনামক সুখময় ধামস্বরূপ যে যতি, তিনি জয়যুক্ত হউন। বুধগণেরা যাঁহাকে সংসার সাগরের তরণিরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

ভাষ্যে নির্ণীত প্রমেয় সকল, যে গুরুপরম্পরা হইতে লব্ধ হইয়াছে তাঁহাদিগের ধ্যান করা অবশ্য বিধেয়, ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

পণ্ডিতগণ নির্দ্দোষগুরুপরম্পরা নিত্যই ধ্যান করিবেন। যে ধ্যান দ্বারা একান্তিত্ব লাভ হয়, এবং ঐ একান্তিত্ব হইলে ভগবান্ হরির সন্তোষ উদয় হয় ॥ ৪ ॥

রামানুজং শ্রীঃস্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥ ৬ ॥

প্রমেয়োপদেশপথপ্রবর্ত্তকাশ্চত্বারঃ প্রাগভূবন্, তেভ্যো গঙ্গাপ্রবাহবদপরে প্রচরিতাঃ॥ তদুপদিষ্টেন পথা বিনা, মন্ত্রশাস্ত্রাদুপলব্ধা বিষ্ণুমন্ত্রা মুক্তিদা ন ভবন্তীতি, অত্র পাদ্মবাক্যমাহ সংপ্রদায়েতি। শিষ্টানুশিষ্টগুরূপদিষ্টো মার্গঃ সংপ্রদায়ঃ। শিষ্টত্বং বেদপ্রামাণ্যাভ্যুপগন্তৃত্বং। অতঃসংপ্রদায় বিহীনানাং বিষ্ণুমন্ত্রাণাং জপ্তানামপি বৈফল্যাদ্ধেতোঃ কলৌ তদারম্ভে সংপ্রদায়িনস্তে কেহভূবন্, তত্রাহ শ্রীতি, পুরুষোত্তমাদিতি জগন্নাথাৎ তৎ প্রেরণাত্তৎক্ষেত্রাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

আদিভূতাস্তেচত্বারঃ স্বস্বসংপ্রদায়ান্ পৌঢ়ানু বীক্ষ্য স্ববংশ্যেষু তদ্ধুর্য্যাংশ্চত্তরশ্চক্রুরিত্যাহ রামেতি। শ্রীর্লক্ষ্মীঃ স্বসংপ্রদায় প্রবর্ত্তনক্ষমতয়া রামানুজং স্বীচক্রে স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ ৬ ॥

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে! যথা,

সম্প্রদায় বিহীন মন্ত্রগণ বিফল হয়, অর্থাৎ তাহাদিগকে জপ করিলেও তাহারা ফল প্রদান করেন্ না। এই হেতু কলিযুগে চারিটি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক হইবেন্। শ্রী ব্রহ্ম রুদ্র সনক, ইঁহারাই কলিযুগে পৃথিবীর পবিত্রতা নিমিত্ত উৎকলে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকরূপে অবতীর্ণ হইবেন ॥ ৫ ॥

তন্মধ্যে, লক্ষ্মীদেবী রামানুজকে, কমলাসন মধ্বাচার্য্যকে, মহাদেব শ্রীবিষ্ণুস্বামিকে, এবং সনক নিম্বাদিত্যকে, সম্প্রদায়প্রবর্ত্তন নিমিত্ত শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

তত্র স্বগুরুপরম্পরা যথা।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম দেবর্ষি বাদরায়ণ সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব শ্রীপদ্মনাভ শ্রীমন্নৃহরি মাধবান্॥
অ[illegible]ভ্যজয়তীর্থ শ্রীজ্ঞানসিন্ধু দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি রাজেন্দ্র জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ং॥
পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্যব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততোলক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥ ইতি॥

ইতি গুরু পরম্পরা॥ ৭॥

মুখ্যপ্রয়োজনাভাবাৎ শ্র্যাদিপরম্পরাং বিহায় স্বকীয়াং ব্রহ্মপরম্পরামাহ কৃষ্ণেতি। ব্রহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণশিষ্যত্বং শ্রীগোপালপূর্ব্বতাপন্যাং বিস্ফুটং। শ্রীমধ্বমুনের্ব্বাদরায়ণশিষ্যত্বং ত্বৈতিহ্যপ্রসিদ্ধং। মধ্বশঙ্করৌ সহস্রবিদ্বদ্গোষ্ঠী মধ্যস্থৌ মণিকর্ণিকায়াং মনশনতয়া বিচারং চক্রতুঃ। তত্র নভসি নীলাভ্র প্রখ্যঃ সর্ব্বৈর্দৃষ্টো ব্যাসো মধ্বমতং স্বীচকার শঙ্করমতং ত্বতাক্ষীদিতি প্রসিদ্ধং। তচ্ছিষ্যানিতি তস্য মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যান্ শ্রীশ্বরাচার্যাদ্বৈতাচার্য্য নিত্যানন্দান্। দেবমিতি মাধবেন্দ্রস্য ঈশ্বরঃ, ঈশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ইতি। ইত্থঞ্চত্রয়াণাং প্রভূণাং বংশ্যৈরিদানীন্তনৈঃ সম্বধ্য স্বস্বগুরুপরম্পরা সর্ব্বৈর্ব্বোদ্ধব্যা ইতি দর্শিতং। যেনেতি শ্রীচৈতন্যেন ॥ ৭ ॥

সামান্যতঃ সম্প্রদায় প্রবৃত্তি কথনানন্তর প্রস্তুত স্বীয়গুরু পরম্পরা কহিতেছেন। যথা।

অথ প্রমেয়াণ্যুদ্দিশ্যন্তে।

শ্রীমধ্বঃপ্রাহ বিষ্ণুং পরতম মখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্‌হরিচরণজুষ স্তারতম্যঞ্চ তেষাং।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমল ভজনং তস্য হেতুং
প্রমাণং প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণ-
চৈতন্যচন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥

এবং স্বগুরু পরম্পরামাখ্যায় তৎপ্রমেয়াণি তাবদুদ্দিশতি শ্রীমধ্ব ইতি। মধ্বোমুনিরস্মৎপূর্ব্বাচার্য্যো বিষ্ণুং পরতম মখিলাম্নায় বেদ্যঞ্চাহ। তস্য সর্ব্বজীবাভিন্নতাং চিন্মাত্রাদ্বিতীয়তয়া মায়লক্ষ্যতাঞ্চ নিরস্যতি বিশ্বং ভেদঞ্চ সত্যমাহ। আবিদ্যকত্বাৎ প্রপঞ্চ স্তদ্ভেদশ্চ মৃষেতি পরোৎপ্রেক্ষিতং কুমতং নিরাকরোতি ইত্যর্থঃ। জীবান্‌ বদ্ধ—মুক্তান্‌ নিত্যমুক্তান্‌ সর্ব্বান্‌ হরিচরণজুষো হরের্দাসানাহ তেষাং হর্য্যাত্মকত্বং নিরা-

---

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, তৎশিষ্য কমলাসন, তৎশিষ্য দেবর্ষি নারদ, তৎশিষ্য বেদবিদ্‌বরেণ্য বাদরায়ণ, তৎশিষ্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, তৎশিষ্য শ্রীপদ্মনাভ, তৎশিষ্য শ্রীমান্‌নৃহরি, তৎশিষ্য শ্রীমান্‌মাধব, তৎশিষ্য অক্ষোভ্য, তৎশিষ্য জয়তীর্থ, তৎশিষ্য শ্রীজ্ঞানসিন্ধু, তৎশিষ্য দয়ানিধি, তৎশিষ্য রাজেন্দ্র, তৎশিষ্য জয়ধর্ম্ম, তৎশিষ্য পুরুষোত্তম, তৎশিষ্য ব্রহ্মণ্য, তৎশিষ্য ব্যাসতীর্থ, তৎশিষ্য লক্ষ্মীপতি, তৎশিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্র, তাঁহার শিষ্য শ্রীশ্বরাচার্য্য অদ্বৈতাচার্য্য, এবং নিত্যানন্দ, এই তিন জন জগদ্‌গুরু। ইঁহাদিগের সকলের চরণে আমরা ভক্তিপূর্ব্বক অভিবাদন করি। এবং শ্রীশ্বরাচার্য্যের শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদান দ্বারা অখিল জগৎ নিস্তার করিয়াছেন, তাঁহার চরণ ভজনা করি ॥ ৭ ॥

করোতি তেষাং জীবানাং তারতম্যং স্বরূপ সাম্যে সত্যপি সাধনোজ্জৃ-স্তিতৈঃ ফলৈঃ বৈষম্যমাহ। ত্রিদণ্ডি প্রতিপাদিতং ফলতোঽপি সাম্যং নিরাকরোতি জীবানাং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি লাভং বিষ্ণুসাক্ষাৎকারং মোক্ষ মাহ পরাভিমত ... তেষাং বিষ্ণুরূপতাং নিরাকরোতি তস্য বিষ্ণোরমলং নিষ্কামং যদ্ভজনং তৎতস্য মোক্ষস্য হেতুমাহ ব্রহ্মাহমস্মীতি জ্ঞানস্য মোক্ষ হেতুতাং নিরাকরোতি প্রত্যক্ষাদীনি ত্রীণি স্বমতে প্রমাণান্যাহ তেভ্যোঽধিকান্যু-পমাদীনি নিরাকরোতি ইত্যেতান্যেব মধ্বমুনি স্বীকৃতানি নব প্রমেয়াণি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হরি স্তদন্বয় গৃহীত দীক্ষঃ স্বশিষ্যানুপদিশতি। উভয়ত্র লট্প্রয়োগস্তয়োঃ সত্বাৎ "জগৎ প্রাণোবায়ুর্দেবোবিষ্ণোরেকান্তীতি কেনো-পনিষদি প্রসিদ্ধঃ। যো হনুমান্সন্ শ্রীরাঘবেন্দ্রং ভীমঃ সন্ শ্রীযাদবেন্দ্রং মধ্বঃ সন্ পারাশর্য্যং শ্রীমুনীন্দ্রঞ্চ তৎতন্মতপ্রতীপান্ খণ্ডয়ন্ প্রতোষ-য়ামাস। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বর স্তথাপি তন্মতং সর্ব্বোত্তমং বীক্ষ্য-তদন্বয়ে দীক্ষাং স্বীচকার লোক সংগ্রহেচ্ছুঃ। যত্র বিশুদ্ধং দ্বৈতং হরে-রাত্ম মূর্ত্তিত্বাদিতি চ বর্ণ্যতে ॥ ৮ ॥

এইরূপে গুরুপরম্পরা নির্ণয়ানন্তর স্বীয় পূর্ব্বাচার্য্য-প্রদর্শিত প্রমেয় সকল দর্শাইয়া কহিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ ভগবান্ হইয়া ও লোক সংগ্রহ নিমিত্ত, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রণীত মতই সর্ব্বোত্তম বিবেচনায় স্বীকার করতঃ উপদেশ দিতেছেন। আমাদিগের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমধ্ব মুনি কহেন। একমাত্র বিষ্ণুই পরতম বস্তু, এবং বেদ বেদ্য, এবং এই বিশ্ব ও তদ্গত ভেদ সত্য। এবং বদ্ধমুক্ত ও নিত্য মুক্ত এই উভয়বিধ জীবমাত্রেই ভগবান্ হরির দাস। এবং যদ্যপিও তাহাদের ভেদ নাই, তথাপি সাধন জনিত ফল বিশেষ হেতুক, তারতম্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। এবং ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ লাভই পরম মোক্ষ, ও কামনা শূন্য

তত্র শ্রীবিষ্ণোঃ পরতমত্বং। যথা শ্রীগোপালোপনিষদি।

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরোদেবস্তং ধ্যায়েৎতং রসেৎতং ভজেৎতং যজেৎ॥ ইতি॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চ।

জ্ঞাত্বাদেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈ র্জন্মমৃত্যু-প্রহাণিঃ। তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে-বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্ত কামঃ॥ ইতি॥

এতদ্ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ॥ ইতিচ॥

শ্রীগাতাসুচ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়॥ ইতি॥ ৯॥

এবমুদ্দিষ্টানি প্রমেয়াণি ক্রমাৎ সপ্রমাণানি কর্ত্তুং প্রবর্ত্ততে. তত্র শ্রীবিষ্ণোরিত্যাদিভিঃ। পরতমত্বং শ্রেষ্ঠতমত্বং। তস্মাদিতি পূর্ব্বোক্তা-দর্থ প্রচয়াদ্ধেতোঃ তংমন্ত্রতদ্বাচ্যতয়া দেবাসন্তং ধ্যায়েৎ স্মরেৎ, রসেৎ

তাঁহার চরণ ভজনই একমাত্র মোক্ষের হেতু। এবং প্রত্যক্ষাদি তিনটি মাত্রই প্রমাণ॥ অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্বজীব সহিত অভিন্নতা, ও চিন্মাত্রা দ্বিতীয়তা হেতুক বেদ লক্ষ্যতা, এবং অবিদ্যাকার্য্যতা হেতুক প্রপঞ্চ ও তাহার ভেদ মিথ্যা, এবং জীবের ভগবৎ স্বরূপত্ব, এবং ত্রিদণ্ডি প্রতিপাদিত জীবের পরস্পর ফলগত সাম্য, এবং মোক্ষাবস্থায় জীবের বিষ্ণু রূপত্ব, এবং জ্ঞানই এক মাত্র মোক্ষের হেতু। এবং প্রত্যক্ষ অনুমানশব্দ এই তিন প্রমাণ হইতে অতিরিক্ত উপমান প্রভৃতি প্রমাণ স্বীকার্য্য ইত্যাদি পরমত খণ্ডন পূর্ব্বক, স্বমতে নয়টি প্রমেয় নির্ণয় করিয়াছেন॥ ৮॥

জপেৎ, ভজেৎ পরিচরেৎ, যজেৎ অর্চ্চয়েৎ॥ জ্ঞাত্বেতি। শাস্ত্রাৎ সদ্গুরুক্তাৎ, দেবংপরেশং জ্ঞাত্বাবস্থিতস্য মুমুক্ষোঃ সর্ব্বেষাং দেহদৈহিকমমতাপাশানাং হানির্ভবতি। তৎপাশজন্যৈঃ ক্লেশৈঃ ক্ষীণৈর্ব্বিশিষ্টস্য তস্যা প্রারব্ধ ভোগ পূর্ত্তেঃ পুনঃপুনর্জায়মানস্য জন্মমৃত্যুপ্রহাণি র্ভবতি। বিড়ালীদন্তস্পর্শেন তদর্ভকস্যেব জন্মাদিনা দুঃখং তস্য ন ভবতীত্যর্থঃ। অথোত্তরোত্তরং তস্য দেবস্যাভিধ্যানাৎ দেহস্য লিঙ্গশরীরস্য ভেদে বিনাশে সতি চান্দ্রব্রাহ্মাপেক্ষয়া তৃতীয়ং ভাগবতং পদং স দেবধ্যায়ী লভতে বিমুক্তো ভবতি ইত্যর্থঃ। কীদৃশং তৃতীয়ং তদিত্যাহ, বিশ্বৈশ্বর্য্যং কৃৎস্নবিভূতিকং, কেবলং প্রকৃত্যস্পৃষ্টং, ততঃ স দেবধ্যায়ী আপ্তকামঃ পূর্ণাভিলাসো ভবতি। এতদ্দেবাত্মকং বস্তু জ্ঞেয়ং, অতঃ পর মন্যদ্বেদিতব্যং কিঞ্চিন্নাস্তি তস্যৈব পারতম্যাৎ॥ মত্তইতি। পরতরং মত্তোঽন্যৎ কিঞ্চিন্নাস্তীতি মামেব সর্ব্বোত্তমং বিদ্ধীত্যর্থঃ। পরমেব পরতরং স্বার্থে প্রত্যয়ঃ তর॥ ৯॥

প্রথমতঃ সামান্যাকারে নয়টি প্রমেয় প্রদর্শিত করিয়া ক্রমশঃ প্রমাণ সহকারে নির্ণয় করিতেছেন। তন্মধ্যে, "ভগবান্ বিষ্ণুই পরতম বস্তু ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন। যথা। গোপাল উপনিষদে। "কৃষ্ণই একমাত্র পরম দেব; অতএব তাঁহার চিন্তন করিবে, তাঁহারই জপ করিবে, এবং তাঁহারই প্রেম পূর্ব্বক আরাধনা করিবে"। শ্বেতাশ্বতরউপনিষদে ও কহিয়াছেন। যথা, " যিনি সদ্গুরুর নিকটে পরমেশ্বর তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহার দেহ দৈহিক মমতাদিপাশহানি, ও মমতাদি পাশহানি হইলে, সেই পাশজন্য ক্লেশ সকল সমূলে ক্ষীণ হয়, অতঃপর জন্ম মৃত্যুর ও হানি হয়। (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু রূপ ঘোর সংসার সাগর হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়) অনন্তর উত্তরোত্তর ভগবানের অভিধ্যান দ্বারা লিঙ্গ শরীরের একেবারে নাশ হইলে, শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত ভাগবত পদ প্রাপ্ত হওতঃ পূর্ণাভিলাস হয়েন। অতএব

হেতুত্বা দ্বিভু চৈতন্যা নন্দত্বাদিগুণাশ্রয়াৎ।
নিত্যলক্ষ্ম্যাদি মত্বাচ্চ কৃষ্ণঃ পরতমো মতঃ ॥ ১০ ॥
তত্র সর্ব্বহেতুত্বং, যথাহুঃ শ্বেতাশ্বতরাঃ।
একঃ স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধি-
তিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ইতি ॥

যৈ র্হেতুভি র্বিষ্ণোঃ পারতম্যং তানাহ হেতুত্বাদিতি। হেতুত্বং প্রপঞ্চ-নিমিত্তোপাদানত্বং। তত্র পরাখ্যশক্তিমত্বেন নিমিত্তত্বং, প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি-মত্বেন তূপাদানত্বং বোধ্যং, স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ ১০ ॥

এক ইতি। সদেবো ভগবান্ একঃ সর্ব্বোত্তমঃ, অতো বরেণ্যঃ পূজ্যঃ, যোনীনাং প্রধানমহদাদীনাং কারণ তত্ত্বানাং স্বভাবান্ স্বরূপাণি একঃ সহায়রহিতঃ পরাখ্যশক্তিবেশোঽধিতিষ্ঠতি বশে সংস্থাপয়তি। "একেমুখ্যান্য কেবলা" ইত্যমরঃ। "যোনিঃস্যাদাকরেভগে ইতিবিশ্বঃ। "যোনিঃ কারণে

এক মাত্র এই পরম বস্তুই জ্ঞেয়, ইহা হইতে অতিরিক্ত আর কিছুই বেদিতব্য নাই" ॥ ইতি ॥

এবং শ্রীভগবদ্গীতাতেও উক্ত আছে। যথা, "হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে পরতম বস্তু আর কিছুই নাই" ॥ ৯ ॥

অনন্তর যে সকল হেতু দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরতম বস্তু, সেই সকল হেতু বিন্যাস পূর্ব্বক কহিতেন। পরাখ্য-শক্তি দ্বারা যিনি নিমিত্ত, ও প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি দ্বারা উপাদান কারণ, এবং যিনি বিভুপদার্থ, ও চৈতন্যানন্দত্বাদি গুণগণের আশ্রয়, এবং নিত্য লক্ষ্ম্যাদি বিশিষ্ট। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরতম বস্তু অভিমত ॥ ১০ ॥

তন্মধ্যে ভগবানের সর্ব্বহেতুতা, প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতেছেন। যথা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে, "সর্ব্বোত্তম এক-

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্‌যঃ ॥ ইতিচ ॥
বিভুচৈতন্যানন্দত্বং, যথা কাঠকে।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ইতি ॥

ভগ তাত্রয়োরিতি হেমশ্চ।" স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ ইত্যমরঃ। যদ্বা একস্তেভ্যোহন্যস্তদস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ॥ যচ্চেতি। যো দেবঃ স্বভাবং তেষাং প্রধানাদীনাং স্বরূপাণি পচতি মহদাদি কার্য্যাবির্ভাবকতয়া আভিমুখ্যং নয়তীত্যর্থঃ। পাচ্যাংস্তদাভিমুখ্যযোগ্যান্ সর্ব্বান্ প্রধানাদীনর্থান্ যো দেবঃ পরিণাময়েন্মহদাদ্যবস্থাং নয়েদিত্যর্থঃ। এবং পরাখ্যশক্তিবেশো যো বিশ্বনিমিত্তং, স এব প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ-

---

মাত্র পূজ্য সেই ভগবান্ প্রধানাদি কারণ তত্ত্বদিগকে, আপন স্বরূপ পরাখ্য শক্তিদ্বারা, স্বয়ং অস্পৃষ্ট থাকিয়া, স্ববশে সংস্থাপিত করেন। এবং যিনি সেই সকল কারণ তত্ত্বদিগকে কার্য্যাবির্ভাবকতা বিষয়ে আভি মুখ্য প্রাপ্ত করান্। এবং তদাভি মুখ্য যোগ্য প্রধানাদি তত্ত্বকে যে ভগবান্ পরিণামিত অর্থাৎ মহদাদি অবস্থাপ্রাপ্ত করান্।

এই রূপে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরাখ্য শক্তি দ্বারা বিশ্বের নিমিত্ত কারণ, এবং প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিদ্বারা উপাদান কারণ হয়েন, ইহা প্রতিপাদিত হইল॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্ব ও চৈতন্যানন্দত্বাদি গুণাশ্রয়ত্ব কহিতেছেন। কঠোপনিষদে। যথা, "মহান্ অর্থাৎ পূজ্য এবং বিভু যে আত্মা, তাঁহার উপাসনা করিলে পুনর্ব্বার আর শোক ভাজন হইতে হয় না" ইতি।

যদি বল ইহা দ্বারা কেবল বিভুত্ব প্রাপ্ত হওয়া গেল,

বিজ্ঞানসুখরূপত্ব মাত্মশব্দেন বোধ্যতে।
অনেন মুক্তগম্যত্ব ব্যুৎপত্তে রিতি তদ্বিদঃ ॥ ১১ ॥
বাজসনেয়িনশ্চাহুঃ।
বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম রাতি র্দাতুঃ পরায়ণং ॥ ইতি ॥

শক্তিবেশো বিশ্বযোনি র্জগদুপাদানমিত্যর্থঃ। মহান্তং পূজ্যং মত্বা জ্ঞাত্বা উপাস্য চেত্যর্থঃ। নন্বস্মাদ্বাক্যাদ্বিভুত্বং প্রাপ্তং চৈতন্যানন্দত্বং ন প্রাপ্যতে ইতি চেত্তত্রাহ। বিজ্ঞানেতি, অত্যতে লভ্যতে মুক্তৈরয় মিত্যাত্মা, অততেঃ কর্ম্মণি মনিণ্। মুক্তাঃ খলু তাদৃশমেবতং ধ্যায়ন্তি লভন্তে চেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তথাত্বে বাচনিক মাহ বিজ্ঞানমিতি। দাতু র্যজমানস্য রাতিঃ ফলার্পকং তমেক-মিতিস্ফুটার্থং ॥ নন্নু মূর্ত্তত্বং চিৎসুখবস্তুনঃ কথং তত্রাহ মূর্ত্তত্বমিতি। ভৈরবাদে-রাগস্য গান্ধর্ব্ববাসিতে শ্রোত্রে যথা মূর্ত্তত্বং প্রতীতং, তথা ভক্তি ভাবিতে মনসি তস্য তত্ত্বমিত্যর্থঃ। বিজ্ঞানঘনা নন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তি যোগে তিষ্ঠ-

চৈতন্যানন্দত্বাদি গুণাশ্রয়তা প্রাপ্ত হয় নাই। তন্নিমিত্ত কহি-তেছেন।

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন। "যিনি মুক্তপুরুষ-গণের প্রাপ্য *" এই ব্যুৎপত্তি লভ্য আত্ম শব্দ দ্বারাই ভগ-বানের বিজ্ঞান সুখরূপত্ব স্বতঃসিদ্ধই লাভ হইয়াছে ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বোক্ত অর্থই পুনর্ব্বার স্পষ্ট শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শাইয়া দৃঢ় নিবদ্ধ করিতেছেন। বাজসনেয়উপনিষদে, ভগবানের সচ্চিদানন্দ ময়ত্বাদি কহিয়াছেন। যথা, "বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই যজমান সম্বন্ধে কর্ম্ম ফল প্রদান করেন" ইতি।

* অত্যতে লভ্যতে মুক্তৈরয় মিত্যাত্মা। মুক্ত পুরুষগণ যে আত্মাকে লাভ করিয়া আর সংসার যন্ত্রণা প্রাপ্ত হন না, সেই আত্মা বিজ্ঞান সুখ স্বরূপ, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।।

শ্রীগোপালোপনিষদিচ।
তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং ॥ ইতি ॥
মূর্ত্তত্বং প্রতিপত্তব্যং চিৎসুখস্যৈব রাগবৎ।
বিজ্ঞানঘন শব্দাদি কীর্ত্তনাচ্চাপি তস্য তৎ ॥
দেহদেহিভিদা নাস্তী ত্যেতেনৈবোপদর্শিতং ॥ ১২ ॥

ত্তীতি গোপালোপনিষদি ব্রহ্মণি বিজ্ঞান ঘনাদিশব্দ প্রযোগাচ্চ তস্যতত্ত্বং। মূর্ত্তৌঘন ইতি সূত্রেণ কাঠিন্যেঽর্থে হন্তেরপ্রত্যয়ো ঘনশ্চাদেশোঽনুশিষ্টঃ, সৈন্ধবঘনইতি তস্যোদাহরণং তদিদমচিন্ত্য শক্তি সিদ্ধং বোধ্যং। দেহদেহীতি, এতেন চিৎসুখবস্তুনঃ মূর্ত্তত্বসমর্থনেন পরেশে দেহদেহিভেদো নাস্তীতি চোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

এবং গোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত আছে। যথা, "সচ্চিদানন্দ স্বরূপ একমাত্র গোবিন্দকে জানিবে" ইতি ॥

এক্ষণে, যদ্যপি আশঙ্কা হয় যে, চিদানন্দরূপ বস্তুর বিগ্রহবত্ত্বাদি কিরূপে হইতে পারে? অতএব কহিতেছেন ॥

চিদানন্দস্বরূপ বস্তুর ও মূর্ত্তিমত্ত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যেরূপ ভৈরবাদি রাগের মূর্ত্তিমত্ত্ব কর্ণেন্দ্রিয়ের প্রতীত হইয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তিভাবিত মানসে চিদানন্দ বস্তুরও মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তহয়। এবং শ্রুতিতে "বিজ্ঞানঘন" "আনন্দঘন" ইত্যাদি ঘনশব্দ প্রয়োগবশতঃ তাঁহার বিগ্রহবত্ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব চিদানন্দ বস্তুর যখন মূর্ত্তিমত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইল। তখন সেই ভগবদ্ বিগ্রহে দেহ ও দেহী ইত্যাকার ভেদ ও সুতরাং নিরস্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

মূর্ত্তস্যৈব বিভুত্বং, যথামুণ্ডকে ॥
বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ
সর্ব্বং ॥ ইতি ॥

হ্যস্থোপি নিখিলব্যাপীত্যাখ্যানাম্মূর্ত্তিমান্ বিভুঃ।
যুগপদ্ধ্যাতৃবৃন্দেষু সাক্ষাৎ কারাচ্চ তাদৃশঃ ॥ ১৩ ॥

নমু মূর্ত্তত্বে বিভুত্বং নস্যাৎ তত্রাহ মূর্ত্তস্যৈবেতি। বৃক্ষ ইতি একঃ সর্ব্বাধ্যক্ষঃ পুরুষো হরি র্দিবি পরব্যোম্নি তিষ্ঠতি, সখলুস্বেতর সর্ব্বনমস্যত্বাৎ বৃক্ষ ইবস্তব্ধঃ কঞ্চিদপি প্রতিনম্রো নেত্যর্থঃ। তেনৈকেন পুরুষেণ সর্ব্বমিদং জগৎ পূর্ণং ব্যাপ্তং। অত্র পুরুষো দিবি তিষ্ঠতীতি মূর্ত্তত্বং। তেনেদং পূর্ণমিতি তস্যৈব বিভুত্বমাগতং। মিথোঽতিদূরেষু ধ্যাতৃবৃন্দেষু স্নিগ্ধ প্রেমস্থ যুগপৎ তস্য প্রত্যক্ষত্বাচ্চ তস্য মূর্ত্তস্য বিভুত্বং, নচধাবন্ সন্নিদধ্যাৎ যৌগপদ্য বিরোধাৎ ॥ ১৩ ॥

যদি বল মূর্ত্তিমান্ বস্তুর বিভুত্ব কিরূপে হইতে পারে? তাহাতে কহিতেছেন। ঈশ্বর মূর্ত্তিমান্ হইয়াও বিভু হয়েন। ইহা মুণ্ডক উপনিষদে স্পষ্টই কহিয়াছেন্। যথা, "সর্ব্বাধ্যক্ষ এক মাত্র সেই হরি বৃক্ষের ন্যায় সকলের নমস্য হইয়া পরব্যোমে অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু সেই এক পুরুষ কর্ত্তৃক নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত আছে"॥ ইতি। এস্থলে ভগবান্ পুরুষাকারে পরব্যোমে অধিষ্ঠিত, অথচ তৎকর্ত্তৃক এই নিখিল জগৎব্যাপ্ত, ইহা কহাতে ভগবান্ মূর্ত্তিমান্ অথচ নিখিল জগদ্ব্যাপা, ইহাস্পষ্টই প্রতীত হইতেছে ॥

এবং যখন বহু বহু ভক্ত গণের প্রেম পূরিত মানসে এককালে আবির্ভূত হইয়া পৃথক্২ রূপে প্রত্যেকের সাক্ষাৎকৃত হইতেছেন, তখন তাঁহার তাদৃশ মূর্ত্তিমত্ত্ব ও বিভুত্ব নিয়তই স্বভাব সিদ্ধ ॥ ১৩ ॥

শ্রীদশমেচ।

নচান্ত র্নবহি র্যস্য নপূর্ব্বং নাপি চাপরং।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্ত র্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥
তং মত্বাত্মজ মব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গ মধোক্ষজং।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ ইতি॥

নচান্তরিতি। যস্য অন্তর্বহিরাদি দেশ পরিচ্ছেদো নাস্ত্যতো যো জগতঃ পূর্ব্বাদিষু দেশেষু যুগপদস্তি, যশ্চ স্বশক্ত্যা জগন্ময় স্তমাত্মজং গোপী যশোদা সাপরাধং মত্বা উলূখলে দাম্নাববন্ধ। তং কীদৃশং ইত্যাহ, মর্ত্যলিঙ্গং দ্বিভুজ মনুষ্যাকৃতিং, অধোক্ষজং ত্যক্তেন্দ্রিয়কসুখং স্বানুবন্ধিসুখবন্তং ইত্যর্থঃ॥ প্রাকৃতং যথেত্যুক্তের্বিজ্ঞানঘনত্বং স্পষ্টং, বিভোরেব মূর্ত্তত্বঞ্চ॥ ময়েতি। অব্যক্তমূর্ত্তিনা প্রত্যগ্বিগ্রহেণ ময়েদং সর্ব্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তং সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি ময়া ধৃতানি নচাহং তেষুঅবস্থিতঃ তৈ র্ধৃতো নাহং। তানিচ ভূতানি কলসে জলানীব ময্যি ন

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধেও উক্ত আছে। যথা, যাঁহার অন্তর বাহির ও পূর্ব্বাপরদেশ পরিচ্ছিন্নতা নাই, কিন্তু যিনি জগতের অন্তর বাহির ও পূর্ব্বাপর বর্ত্তমান। এবং যিনি নিজ শক্তি দ্বারা সমস্ত জগন্ময় হইয়াছেন। সেই মনুষ্যাকার অধোক্ষজ (অর্থাৎ স্বানুবন্ধি সুখ বিশিষ্ট) তনয়কে, শ্রীযশোদা মাতা অপরাধী বোধ করিয়া, দামদ্বারা উদূখলেতে প্রাকৃত বালকের ন্যায় বন্ধন করিয়াছিলেন”। এস্থলে “প্রাকৃত বালকের ন্যায়” এইরূপ প্রয়োগেই তাঁহার বিজ্ঞানঘনত্ব, এবং বিভু হইয়া ও যে তিনি মূর্ত্তিমান্ ইহাস্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে॥

এবং ভগবদ্‌গীতাতে ও কহিয়াছেন। যথা, “অব্যক্ত মূর্ত্তি আমা কর্ত্তৃক এই জগৎ সমস্তই ব্যাপ্ত আছে, এবং আমিই

শ্রীগীতাসুচ॥

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি নচাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥

নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং॥ ইতি॥

অনন্ত্যা শক্তি রস্তীশে যোগশব্দেন যোচ্যতে।

বিরোধভঞ্জিকা সা স্যাদিতি তত্ত্ববিদাং মতং॥ ১৪॥

ধৃতানি কিন্তু মৎসংকল্পেনৈব তানি ধৃতানি ইতি ভাবেনাহ, নচ মদিতি। নমু কথমেবং সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ পশ্যেতি। ঈশ্বরস্য মমাসাধারণং যোগং পশ্যেতি। যুজ্যতে দুর্ঘটেষু কার্য্যেষ্বনেনেতি ব্যুৎপত্তে রচিন্ত্যা শক্তি-র্যোগঃ॥ ১৪॥

সমস্তভূতগণকে ধারণ করিয়াছি। কিন্তু আমি তাহাদের কর্ত্তৃক ধৃত হই নাই। এই ভূতসকল আমাকর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু যেরূপ কলসে জলধৃত থাকে সেরূপ নহে। অর্থাৎ আমার সঙ্কল্প মাত্রেই ধৃত হইয়াছে। যদি আশঙ্কা কর? ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা করিও না। যে হেতু আমি ঈশ্বর, ইহাই আমার যোগ মহিমা দর্শন কর"॥ ইতি॥

এক্ষণে উক্ত যোগশব্দের অর্থ করিতেছেন। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণেরা, ঈশ্বরে যে অচিন্ত্য শক্তি আছে, তাহাকেই যোগশব্দে কহিয়া থাকেন। সেই শক্তিই বিরোধভঞ্জন কারিণী হয়েন। অর্থাৎ সেই অচিন্ত্য শক্তি দ্বারাই সম্ভব অসম্ভব সমস্ত কার্য্যই নিষ্পাদিত হয়। তাঁহাতে কিছুই অসম্ভব থাকেনা॥ ১৪॥

আদিনা সর্ব্বজ্ঞত্বং, যথামুণ্ডকে।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ॥ ইতি ॥

আনন্দিত্বং চ, তৈত্তিরীয়কে।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ ইতি ॥

প্রভুত্ব সুহৃত্ত্ব জ্ঞানদত্ব মোচকত্বানি চ, শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতৌ।

সর্ব্বস্য প্রভু মীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ ॥ ইতি ॥

প্রজ্ঞাচ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ইতি ॥

বিভুচৈতন্যানন্দত্বাদীত্যত্রাদিপদগ্রাহ্যমাহ, আদিনেতি। সর্ব্বংজানাতীতি সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বং বিন্দতীতি সর্ব্ববিৎ। আনন্দমিতি। ব্রহ্মণো ধর্ম্মভূতমানন্দং বিদ্বান্ কুতশ্চন কালকর্ম্মাদের্নবিভেতি ধর্ম্মবেদী বিমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বস্যেতি। প্রভুত্বং প্রভাবশালিত্বং, ঈশানত্বং নিয়ন্তৃত্বং, সৌহার্দ্যং নির্নিমিত্ত-হিতকারিত্বং। প্রজ্ঞাচেতি। তস্মাদুপাসিতাদীশাৎ জীবানাং পুবাণী সনা-

---

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, "চৈতন্যানন্দত্বাদিগুণাশ্রয়তা-হেতুক কৃষ্ণই পরতম বস্তু।" এস্থলে আদি শব্দ দ্বারা লব্ধ হইয়াছিল যে সর্ব্বজ্ঞত্ব, তাহাই দেখাইতেছেন। মুণ্ডকোপনিষদে। যথা, "যিনি সর্ব্বজ্ঞ, এবং যাঁহার সকলি লব্ধই আছে॥ ইতি॥

অনন্তর তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার আনন্দবিশিষ্টতা দেখাইতেছেন। যথা, "ব্রহ্মের ধর্ম্মভূত যে আনন্দ, তাহাকে জানিতে পারিলে, কুত্রাপি কাল কর্ম্মাদি হইতে আর ভয় থাকেনা, অর্থাৎ মুক্ত হয়॥

তদনন্তর ভগবানের প্রভুত্ব সৌহার্দ্য ও জ্ঞানপ্রদত্ব এবং মোচকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম ক্রমশঃ দেখাইতেছেন। শ্বেতাশ্বতর

সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ ॥ ইতিচ ॥

মাধুর্য্যঞ্চ, শ্রীগোপালোপনিষদি।

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং।

দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিন মীশ্বরং ॥ ইতি ॥ ১৫ ॥

তনী প্রজ্ঞা ধর্ম্মভূতা সম্বিৎ প্রসৃতা ভবতি প্রকটীভবতীত্যর্থঃ। মাধুর্যঞ্চেতি। মনুষ্যভাবেনৈব পারমৈশ্বর্য্যসাধ্যকার্য্যকারিত্বং তদিত্যর্থঃ। যথা স্তনচুষণেন পূতনাপ্রাণহরণং, কোমলাঙ্ঘ্রিহত্যাতিকঠোর শকটভঙ্গঃ, সপ্তাব্দিকা মূর্ত্ত্যা গিরিরাজস্য ধারণ মিত্যাদি। মনুষ্যভাব মুদাহরতি সৎপুণ্ডরীকেতি ॥ ১৫ ॥

শ্রুতিতে। যথা, "যিনি সকলের প্রভু ও নিয়ন্তা, এবং রক্ষক, ও একমাত্র অহৈতুক হিতকারী সুহৃৎ" ॥ ইতি ॥

এবং "যে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে, তাঁহার নিজ ধর্ম্মভূতা সনাতনী প্রজ্ঞা, জীবেতে প্রসৃতা হয়েন"। অর্থাৎ জীবেতে আবির্ভূতা হয়েন ॥ ইতি ॥

এবং, "যিনি সংসার বন্ধন হইতে মোচন করিবার একমাত্র হেতু" ॥ ইতি ॥

অনন্তর ভগবানের মাধুর্য্য, (অর্থাৎ মনুষ্যভাব দ্বারা পারমৈশ্বর্য্য সাধ্য কার্য্যকারিতা, যেমন স্তন চূষণ দ্বারা পূতনা-প্রাণ হরণ, অতি কোমল পদ প্রহারে কঠিনতর শকটভঙ্গ, সপ্তমবর্ষ বয়সে এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতধারণ, ইত্যাদি) সেই মনুষ্যভাব দেখাইতেছেন। যথা, "যাঁহার নয়ন যুগল, বিকশিত পুণ্ডরীকতুল্য মনোহর, ও নবীন নীল নীরদ সম-কান্তি, বিদ্যুৎ সমান উজ্বল পীতাম্বর পরিধান, এবং বনমালা বিরাজিত গল দেশ, ও মৌনমুদ্রাযুক্ত, দুই হস্ত বিশিষ্ট, মনুষ্যাকার, সেই ভগবান্‌কে ধ্যান করিবে ॥ ইতি ॥ ১৫ ॥

ন ভিন্না ধর্ম্মিণো ধর্ম্মা ভেদভানং বিশেষতঃ।
যস্মাৎ কালঃ সর্ব্বদাস্তীত্যাদিধী র্বিদুষামপি ॥ ১৬ ॥

নন্বু বিভুত্বাদয়ো ধর্ম্মা হরে র্ভিন্না ন বা ? নাদ্যঃ। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যং-স্তানেবানুবিধাবতি ইতি তদ্ভেদনিষেধক শ্রুতি ব্যাকোপাৎ। নান্ত্যঃ। প্রত্যাখ্যেয় নৈর্গুণ্যাপত্তেরিতি চেত্তত্র সমাধিঃ র্ন ভিন্নাইতি। ভেদাভাবেঽপি বিশেষাদ্ভেদ কার্য্য মস্তি ইতি ন নৈর্গুণ্যাপত্তিঃ। বিশেষ শ্চ ভেদপ্রতিনিধি র্ন ভেদঃ। নন্বেবং কুত্রদৃষ্টং তত্রাহ। যস্মাৎ কালইতি। আদিনাসত্তাসতী ত্যাদিসংগ্রহঃ। অত্র কালস্য কালা শ্রয়ত্বং, সত্তায়াশ্চ সত্বাশ্রয়ত্বং, ভেদাভাবেপি যথা প্রতীয়তে তথা প্রকৃতেঽপীত্যর্থঃ। অত্রাধিকংতু সুসূক্ষ্মাং গোবিন্দভাষ্যাদধিগন্তব্যং ॥ ১৬ ॥

এক্ষণে, বিভু চৈতন্যানন্দত্বাদি যে সকল ধর্ম্ম ঈশ্বরের, উক্ত হইল, উহা ঈশ্বরহইতে পৃথক্ কিনা ? উহা পৃথক্ নহে এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন।

ধর্ম্মপদার্থ ধর্ম্মিপদার্থ হইতে বিভিন্ন নহে। কিন্তু ভেদ না থাকিলে ও বিশেষ হেতুবশত ভেদভানমাত্র। যেমন "কাল সর্ব্বদা আছে" ইত্যাদি অভেদে ও ভেদবুদ্ধি বিদ্বদ্গণের ও দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যেরূপ "কাল সর্ব্বদা আছে" এই প্রয়োগে, কাল সকল কালেই আছে এই অর্থ লাভ হওয়ায়, এখানে কালের আধারতা, ও কালেরই আধেয়তা, স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। সুতরাং কাল এক পদার্থ হইলেও ভেদভানমাত্র বিশেষ বোধক। সেই রূপ ঈশ্বরের বিভুত্বাদি ধর্ম্ম সকল তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, ভেদভান মাত্র বিশেষ বোধের হেতু ॥ ১৬ ॥

এবমুক্তং, নারদপঞ্চরাত্রে।

নির্দ্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীর-গুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জিতাত্মা॥ ইতি॥ ১৭॥

অথ নিত্যলক্ষ্মীকত্বং, যথা বিষ্ণুপুরাণে।

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।

নির্দোষেতি। মুগ্ধত্বাদিদোষশূন্যঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণপূর্ণো বিগ্রহো যস্য স ভগবান্ বিষ্ণুঃ, কিং মায়িনা মিব বিশুদ্ধ সত্তাত্মকস্তস্য বিগ্রহস্তত্রাহ, নিশ্চে-তনাত্মকেতি। চিদ্বিগ্রহো বিশেষাচ্চিদ্গুণকতয়া প্রতীত ইত্যর্থঃ। কিং সাংখ্যানামিব চিদেকধাত্ত স্তত্রাহ আনন্দমাত্রেতি। চিদানন্দবিগ্রহ ইত্যর্থঃ। কিং বিষ্বক্সেনানুযায়িনা মিব দেহদেহিভেদবান্ তত্রাহ সর্ব্ব-ত্রেতি। দেহদেহিভাবে গুণগুণিভাবে চ স্বগত ভেদেনাপি রহিত ইত্যর্থঃ। ত্রিবিধো হি ভেদঃ। আম্রঃপনসো নেতি সজাতীয় ভেদঃ, আম্রঃ পাষাণো নেতি বিজাতীয়ভেদঃ, আম্র-পুষ্পাণি আম্রো ন ইতি স্বগতো ভেদঃ॥ ১৭॥

নিত্যৈবেতি। অনপায়িনী নিত্যসম্বন্ধা স্বরূপানুবন্ধিনীত্যর্থঃ। এতৎ প্রতিপাদয়িতুং বিষ্ণোঃ স্যুরিতি। ননু ক্বচিৎ নিত্যমুক্তজীবত্বং লক্ষ্ম্যাঃ

এবং, নারদ পঞ্চরাত্রেও উক্ত আছে। যথা, "যিনি মুগ্ধত্বাদি দোষ শূন্য ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ পূর্ণবিগ্রহবিশিষ্ট, এবং নিশ্চেতনাত্মক জড় শরীরের যে সকল গুণ, তদ্বিরহিত। অতএব যাঁহার হস্ত পদ মুখ উদরাদি সমস্তই আনন্দ মাত্র, সুতরাং সর্ব্বত্রই স্বগত ভেদ বিবর্জ্জিত আত্ম স্বরূপ। অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তু মাত্রই, স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত এই তিন প্রকার ভেদ বিশিষ্ট। কিন্তু ভগবানের বিগ্রহ কেবল আনন্দ মাত্র, সুতরাং ঐ সকল ভেদের সম্ভাবনা কোন মতেই নাই॥ ১৭॥

যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥ ইতি ॥
বিষ্ণোঃ স্যুঃ শক্তয় স্তিস্র স্তাসু যা কীর্ত্তিতা পরা।
সৈব শ্রী স্তদভিন্নেতি প্রাহ শিষ্যান্ প্রভু র্মহান্ ॥
তত্র ত্রিশক্তির্বিষ্ণুঃ, যথা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি।
পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-
ক্রিয়া চ ॥ ইতি ॥
প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি গু‌র্ণেশঃ ॥ ইতিচ ॥ ১৮ ॥

স্বীকৃতং, তত্রাহ প্রাহেতি। নিত্যৈবেতি পদ্যে, সর্ব্বব্যাপ্তিকথনেন কলা কাষ্ঠে-ত্যাদি পদ্যদ্বয়ে, শুদ্ধোপীত্যুক্ত্যাচ মহাপ্রভুনা স্বশিষ্যান্ প্রতি লক্ষ্ম্যা ভগবদদ্বৈত মুপদিষ্টং। ক্বচিদ্‌গত্তস্যাস্ত দ্বৈতমুক্তং তত্তু তদাবিষ্ট নিত্য মুক্ত জীব মাদায় সঙ্গত মস্ত। পরাস্যেতি। স্বাভাবিকী বহ্ন্যুষ্ণতা ইব স্বরূপানুবন্ধিনী, জ্ঞানবল-ক্রিয়া, সম্বিৎ সন্ধিনী হ্লাদিনী রূপা ক্রমাদ্বোধ্যা ॥ ১৮ ॥

অনন্তর ভগবানের নিত্যলক্ষ্মীবিশিষ্টতা দেখাইতেছেন। যথা, বিষ্ণুপুরাণে, "ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্য শক্তি জগন্মাতা সেই লক্ষ্মীদেবী, তাঁহাতেই নিত্য সম্বদ্ধা আছেন। যেরূপ ভগবান্ সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার সেই শক্তিও সেই রূপ" ॥ ইতি॥

পুনশ্চ উক্ত অর্থেরই প্রতিপাদন নিমিত্ত কহিতেছেন। ভগবান্ বিষ্ণুর তিনটি শক্তি আছে, তন্মধ্যে যিনি পরাশক্তি, তাঁহাকেই লক্ষ্মী রূপে কহিয়া থাকেন। এবং তিনিই বিষ্ণু হইতে অভিন্না, ইহা ভগবান্ মহাপ্রভু, স্বীয় শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ভগবানের তিনটি শক্তি আছে এতদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। যথা, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, "ভগনান্ বিষ্ণুর স্বাভাবিকী বিবিধ শক্তি শ্রুত হওয়া যায়, যেরূপ অগ্নির

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ইতি ॥
পরৈববিষ্ণ্বভিন্না শ্রীরিত্যুক্তং, তত্রৈব।
কলাকাষ্ঠানিমেষাদি কালসূত্রস্য গোচরে।
যস্য শক্তি র্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স নো হরিঃ ॥

বিষ্ণুশক্তিরিতি। অবিদ্যেতি কর্ম্মেতি চ সংজ্ঞাযস্যাঃ সা অন্যা তৃতীয়াশক্তি স্ত্রিগুণা মায়েত্যর্থঃ। কলেতি। কলাদিলক্ষণো যঃ কালস্তদেবসূত্রং জগচ্চেষ্টানিয়ামকত্বাদ্রজ্জুঃ তস্য গোচরে বিষয়ে যস্যপরাখ্যাশক্তির্নাস্তি, স বিষ্ণু র্নঃ প্রসীদতু। যঃ কেবলঃ পবাভেদরহিতোপ্যুপচারাৎ পরমেশঃ প্রোচ্যতে। পরাচাসৌ মা চ লক্ষ্মীস্তস্যাঈশঃস্বামীতি নিগদ্যতে ইত্যর্থঃ, যঃ প্রসিদ্ধঃ স নঃ প্রসীদতু। স্ফুটমন্যৎ। এষেতি। ত্রিবৃৎ ত্রৈরূপ্যেণ বিভাতা। হ্লাদিনীতি। হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে, ভবতি হ্লাদবান্ সাহ্লাদিনী। সদাত্মাপি যযাসত্তাং ধত্তে সা সর্ব্ব-

---

উষ্ণতা শক্তি, সেইরূপ জ্ঞান বল ক্রিয়া রূপা শক্তি, তাঁহারও স্বভাবিকী, অর্থাৎ স্বরূপানু বন্ধিনী। এই তিন শক্তিই ক্রমান্বয়ে সন্ধিনী সম্বিৎ হ্লাদিনী রূপা হয়েন ॥ ইতি ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে। যথা, ভগবান্ বিষ্ণুর তিনটি শক্তি। তন্মধ্যে প্রথমটি পরাশক্তি অপরা দ্বিতীয়টি ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিকা (জীবশক্তি) এবং তৃতীয়টি অবিদ্যা ও কর্ম্মসংজ্ঞিকা। অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি তাহাকে কহে ॥ ইতি ॥

এই শ্লোকে, প্রথম যিনি পরাশক্তিরূপে উক্তাহইয়াছেন, তিনিই বিষ্ণু হইতে অভিন্না। ইহা ঐ বিষ্ণুপুরাণেই কহিয়াছেন। যথা, "যাঁর পরাখ্যাশক্তি, কলাকাষ্ঠা-

প্রোচ্যতে পরমেশো যঃ যঃ শুদ্ধোপ্যুপচারতঃ।
প্রসীদতু স নো বিষ্ণু রাত্মা যঃ সর্ব্বদেহিনাং ॥ ইতি ॥
এষা পরৈব ত্রিবৃদিত্যপ্যুক্তং তত্রৈব।
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥ ইতি ॥ ১৯ ॥

দেশকালব্যাপ্তিহেতুঃ সন্ধিনী। সংবিদাত্মাপি যয়া সংবেত্তি সা সম্বিৎ। একা বিশেষবলনির্ভাতভেদকার্য্যাপি নির্ভেদেত্যর্থঃ। সত্ত্বাংশেন হ্লাদকরী, রজোহংশেন তাপকরী, যা মিশ্রা ত্রিগুণা শক্তিঃ সা ত্বয়ি নোবর্ত্ততে, কুত ইত্যত্রাহ, গুণবর্জ্জিতে মায়াগুণাপৃষ্টে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

নিমেষাদিকালরূপ সূত্রের বশীভূতা নহেন, সেই ভগবান্ হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্। এবং যিনি শুদ্ধ, অর্থাৎ পরাখ্যাশক্তিহইতে অভিন্ন হইলেও, উপচারবশতঃ পরমেশ, (অর্থাৎ পরা শ্রেষ্টা মালক্ষ্মী, তাঁহার ঈশ স্বামী) কথিত হইয়া থাকেন। যিনি সকল দেহিদিগের আত্মা, সেই ভগবান্ বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্,,॥ ইতি ॥

এই পরাখ্যাশক্তিই পুনর্ব্বার তিন প্রকারে ভাসমানা হয়েন, ইহা ঐ বিষ্ণুপুরাণেই উক্ত আছে। যথা, “হ্লাদিনী সন্ধিনী, ও সম্বিৎ, রূপা এক পরাশক্তিই তোমাতে নির্ভেদরূপে বর্ত্তমানা আছেন। কিন্তু হ্লাদতাপকারিণী মিশ্রা শক্তি, গুণবর্জ্জিত যে তুমি, তোমাতে নাই। অর্থাৎ সত্ত্ব অংশদ্বারা হ্লাদকারিণী, রজঅংশদ্বারা তাপকারিণী, মিশ্রা অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা যে মায়াশক্তি, তাহা তোমাতে নাই। যেহেতু ত্রিগুণাত্মক যে মায়াগুণ, তাহা তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

একোপি বিষ্ণু রেকাপি লক্ষ্মী স্তদনপায়িনী।
স্বসিদ্ধৈ র্বহুভি র্বেশৈ র্বহুরিত্যভিধীয়তে ॥
তত্রৈকত্বে সত্যেব বিষ্ণো র্বহুত্বং, যথা।
শ্রীগোপালোপনিষদি।

যথা শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে, মণির্যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্যুতঃ। রূপ-ভেদ মবাপ্নোতি ধ্যান ভেদাৎ তথা বিভুঃ। ইতি। মণিবত্র বৈদুর্য্যং। নীল পীতাদয় স্তদ্গুণাঃ। এবং একমেব পরং তত্ত্বং পুরুষোত্তমতয়া স্ত্র্যুত্তমতয়া চ দ্বেধা প্রকাশতে। তস্য তস্যাশ্চ বৈদুর্য মণিবৎ বহূনি রূপাণি

ভগবান্ বিষ্ণু এক হইয়াও, এবং তাঁহার অব্যভিচা-রিণী শক্তি লক্ষ্মীদেবী এক হইয়া ও, উভয়েই বহু বহু রূপধারণ করেন ইহা কহিতেছেন।

একমাত্রভগবান্ বিষ্ণু, এবং তাঁহাতে নিত্য সম্বদ্ধা লক্ষ্মীদেবী, উভয়েই এক হইয়া ও স্বরূপানুবন্ধি বহু বহু বেশদ্বারা বহুরূপে প্রতীয়মান হয়েন।

তন্মধ্যে, ভগবান্ বিষ্ণু এক হইয়া ও বহু হয়েন; তাহা শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে, দেখাইয়াছেন। যথা, “সর্ব্ব-গামী ও বশী একমাত্র কৃষ্ণই সকলের পূজ্য। যিনি এক হইয়া ও বহু বহু প্রকারে, অর্থাৎ মৎস্য কূর্ম্মাদিরূপে ভাসমান হয়েন। পীঠ মধ্যস্থিত তাঁহাকে যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারাই শাস্বতসুখ সম্ভোগে সমর্থ হয়েন, অন্য কেহ সেই সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন্ না” ॥ ইতি ॥

অনন্তর লক্ষ্মীদেবীর ও বহুরূপত্ব দেখাইতেছেন। শ্বেতা-শ্বতরোপনিষদে। যথা, “ভগবান্‌বিষ্ণুর পরাশক্তি বিবিধ

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য, একোপি সন্ বহুধা যো-
ঽবভাতি। তং পীঠস্থং যে তু যজন্তি ধীরা-স্তেষাং সুখং
শাশ্বতং নেতরেষাং ॥ ইতি ॥

॥ অথ লক্ষ্ম্যাস্তদ্‌যথা ॥

পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে ॥ ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

পূর্ত্তিঃ সার্ব্বত্রিকী যদ্যপ্যবিশেষা তথাপি হি।
তারতম্যঞ্চ তচ্ছক্তিব্যক্ত্যব্যক্তিকৃতং ভবেৎ ॥

তত্র,

বিষ্ণোঃ সার্ব্বত্রিকী পূর্ত্তি র্যথা বাজসনেয়কে।
পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ইতি ॥

সন্তীত্যাহ একোপি ইতি। স্বসিদ্ধৈঃ স্বরূপানুবন্ধিভিঃ বেশৈঃ সংস্থানৈঃ র্ব্বহু র্ব্বহ্বী চোচ্যতে ॥ একোইতি। বহুধা মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপপ্রাকট্যেন ॥ অথেতি। তদ্বহুত্বং ॥ পরাস্যেতি। বিবিধা জানকী রুক্মিণ্যাদি রূপ প্রাকট্যেন নানারূপা ॥ ২০ ॥

বিষ্ণো র্লক্ষ্যা শ্চাবতারেষু পূর্ত্তি র্যদ্যপি তুল্যা তথাপি গুণ প্রাকট্য তার-তম্যাদংশাংশিভাবো প্যস্তীত্যাহ পূর্ত্তিরিতি। সার্ব্বত্রিকী সর্ব্বেষ্ববতারেষু বর্ত্ত-

---

প্রকারে, অর্থাৎ জানকী রুক্মিণী প্রভৃতি নানাবিধরূপে বিরাজ করেন, ইহাশ্রুত হওয়া যায়” ॥ ইতি ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বোক্ত ক্রমে, ভগবান্ বিষ্ণুর, ও লক্ষ্মীদেবীর অবতার প্রকটন হেতুক বহুরূপত্ব প্রতিপাদন করণানন্তর, তাঁহা-দিগের উভয়েরই, নিজ নিজ অবতার নিকরে পূর্ণতা যদ্যপি তুল্যা, তথাপি কেবল গুণ প্রাকট্যের তারতম্য হেতুকই অংশাংশি ভাব হইয়া থাকে, ইহাই প্রতি পাদন করিতেছেন।

মহাবারাহেচ।

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহা স্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥

মানা অবিশেষা তুল্যা॥ পূর্ণমিতি। অদোঽবতারিরূপং, ইদং অবতাররূপং, উভয়ং পূর্ণং সর্ব্বশক্তিমৎ, পূর্ণাদবতারিরূপাৎ পূর্ণ মবতাররূপং লীলাবিস্তারায় স্বয়মুদচ্যতে প্রাদুর্ভবতি। তল্লীলাপূর্ত্তৌ পূর্ণস্যাবতাররূপস্য পূর্ণং স্বরূপ মাদায় স্বস্মিন্নৈক্যং নীত্বা পূর্ণমবতারিরূপ মন্যত্রাবিলীনং সদবশিষ্যতে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ অত্র ঐক্যমুক্তং পার্থক্যেণ স্থিতি শ্চোচ্যতে তদিদং যথেষ্টং বোধ্যং। সর্ব্বে-

যদ্যপি অবতারমাত্রেতেই অবিশেষ পূর্ণতা বর্ত্তমানা আছে, তথাপি শক্তির প্রকাশ ও অপ্রকাশ জন্য তারতম্য অবশ্যই হইয়া থাকে॥

তন্মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্ব অবতারেতে পূর্ণতা দেখাইতেছেন্। বাজসনেয় শ্রুতিতে। যথা, "পূর্ণ এই অবতারিরূপ, ও পূর্ণ এই অবতার রূপ, উভয়েই পূর্ণ, অর্থাৎ সর্ব্ব শক্তিমান্। কিন্তু লীলাবিস্তার নিমিত্ত, পূর্ণ অবতারি রূপ হইতে, পূর্ণ অবতাররূপ প্রাদুর্ভূত হয়েন। এবং লীলা প্রকটন নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত পূর্ণ যে অবতার, তাঁহার পূর্ণ স্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক, পূর্ণ যে অবতারি রূপ, তাহাই অবশেষ বর্ত্তমান থাকেন" ॥ ইতি ॥

অর্থাৎ একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই, লীলাবিস্তার নিমিত্ত নানাবিধ অবতার প্রকাশ করেন। সেই অবতারগণ, সকলেই সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন, কিন্তু পূর্ণতমস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই পূর্ণতা গ্রহণ পূর্ব্বক সকলের পূর্ণতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা হইয়া থাকে। অতএব শ্রীকৃষ্ণই এক মাত্র অবতারি রূপ বস্তু, তাঁহাতেই সকল অবতারগণ লীন থাকেন॥

পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ॥ ইতি॥২১॥
অথ শ্রিয়ঃ সা যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।
এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রী স্তৎসহায়িনী॥
পুনশ্চ পদ্মা দুদ্ভুতা আদিত্যোঽভূদ্‌যদা হরিঃ।
যদাচ ভার্গবো রাম স্তদাভূদ্ধরণী ত্বিয়ং॥

ইতি। শাশ্বতাঃ জগন্তি পুনঃ পুনরাবির্ভাবিনঃ দেহাঃ স্বরূপানুবন্ধিনো বিগ্রহাঃ, স্বরূপানুবন্ধিত্বাদেব হানেনউপাদানেন চ বর্জ্জিতাঃ॥ স্ফুটার্থ মন্যং॥ ২১॥

অথেতি। সা পূর্ত্তিঃ। তামুদাহরতি এবং যথা ইতি। প্রকটার্থং॥ দেবত্বে ইতি। করোতি প্রকটয়তি॥ স্যাৎ ইতি। এষুবাক্যেষু সৈব সর্ব্বত্রেতি সর্ব্বেষাং

মহাবারাহে ও কথিত আছে। যথা, "সেই পরমাত্মা ভগবানের, লীলার্থ জগতে প্রকাশিত সকল দেহই শাশ্বত। তাঁহার সেই দেহগণ কখনই প্রাকৃত নহে, অতএত হানোপাদান বিবর্জ্জিত। এবং জ্ঞানময় পরমানন্দ আকৃতি বিশিষ্ট সেই দেহ সকল সর্ব্ব গুণ পরিপূর্ণ, সুতরাং সমস্ত দোষশূন্য"॥ ইতি॥ ২১॥

যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্ব অবতারে পূর্ণতা প্রদর্শিত হইল, সেইরূপ লক্ষ্মীদেবীর ও সকল অবতারে পূর্ণতা দেখাইতেছেন্। যথা, বিষ্ণু পুরাণে, "দেবদেব জগৎ স্বামী জনার্দ্দন যখন যেরূপ অবতার প্রকাশ করেন, তৎসহায়িনী লক্ষ্মীদেবীও সেইরূপ অবতার প্রকাশ করেন। যখন ভগবান্ হরি আদিত্য মূর্ত্তিধারণ করিয়াছিলেন, তখন তিনিও পুন-

রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণো র্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মন স্তনুং ॥ ইতি ॥
স্যাৎ স্বরূপসতী পূর্ত্তি রিহৈক্যাদিতি বিন্মতং ॥ ২২ ॥

প্রাদুর্ভাবানাং অভেদাৎ সর্ব্বেষু তেষু স্বরূপসতী পূর্ত্তি রস্ত্যেবেতি শ্রুতি-যুক্তিবিদাং মতং ইত্যর্থঃ। অন্যথা স্বরূপপূর্ত্তে রভাবে তদভেদো গৌণঃ স্যাৎ ॥ ২২ ॥

র্ব্বার পদ্মহইতে উদ্ভূতা হইয়া ছিলেন। যখন ভগবান্ ভার্গব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তিনিও ধরণী মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন দশরথ তনয় রামরূপ ধারণ করেন, তখন তিনি সীতা রূপ, ও কৃষ্ণাবতার সময়ে রুক্মিণীরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য অব-তারেও বিষ্ণুর সহায়িনী হয়েন। যখন ভগবান্ দেবমূর্ত্তি হয়েন তখন তিনিও দেবরূপা, ও মানব রূপে, মনুষ্যমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই রূপে ভগবান্ যখন যে রূপ ধারণ করেন, লক্ষ্মী দেবীও তখন সেই রূপ, আপনার মূর্ত্তি প্রকাশ করেন" ॥ ইতি ॥ পূর্ব্বোক্ত ক্রমে ভগবান্ বিষ্ণুর ও লক্ষ্মীদেবীর অবতার গণেতে যে পূর্ণতা নির্ণীত হইল, উহা স্বরূপ পূর্ণতা কিনা এই আশঙ্কায় লিখিতেছেন।

অবতার সকলের অভেদ হেতুক ঐ পূর্ত্তি স্বরূপপূর্ত্তি, ইহা শ্রুতিযুক্তি নিপুণ বিদ্বদ্গণের অভিমত ॥ ২২ ॥

অথ তথাপি তারতম্যং।

তত্র শ্রীবিষ্ণোস্তদ্‌যথা শ্রীভাগবতে।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ॥ ইতি ॥

অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল ॥ ইতি চ ॥ ২৩ ॥

অথ শ্রিয় স্তদ্‌যথা পুরুষবোধিন্যামথর্ব্বোপনিষদি। "গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে" ইত্যুপক্রম্য, "দ্বেপার্শ্বে

অথেতি। যদ্যপ্যবিশেষা পূর্ত্তিরস্তি তথাপি তারতম্য মংশাংশিভাবোপ্যস্তি ইত্যর্থঃ ॥ এতেচেতি। এতে চতুর্ব্বিংশতিঃ পুংসো গর্ব্বোদশায়িনোহংশকলাঃ কথিতাঃ। তন্মধ্যপঠিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্ অনন্যাপেক্ষিরূপো মূলমিত্যর্থঃ ॥ অষ্টমস্ত্বিতি। তয়ো র্দেবকী বসুদেবয়োঃ ॥ ২৩ ॥

অথেতি। শ্রিয়স্তৎ তারতম্যং ॥ গোকুলাখ্য ইতি। অত্রাংশিন্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ লক্ষ্যাদয়োহংশা ইত্যর্থো বিস্ফুটঃ। দুর্গাত্র মন্ত্ররাজাধিষ্টাত্রী, নতু প্রাকৃতী ॥

অবতারগণের স্বরূপতঃ পূর্ত্তির যদ্যপিও কোন বিশেষ নাই। তথাপি পরস্পর তারতম্য অর্থাৎ অংশাংশিভাব শাস্ত্রসিদ্ধ ইহাপ্রতিপাদনার্থ প্রথমতঃ ভগবান্ বিষ্ণুর অবতারগণের অংশাংশিভাব দেখাইতেছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে। যথা, "এই পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিংশতিটি অবতার যাহা উক্ত হইল, ইহাঁরা সকলেই গর্ভোদক শায়ি পুরষের অংশ ও কলামূর্ত্তি। কিন্তু তন্মধ্যে উক্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষাশূন্য স্বয়ংই সকল অবতারের মূল" ॥ ইতি ॥ এবং দশমেও উক্ত আছে। যথা, "সেই বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম পুত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন" ॥ ইতি ॥ ২৩ ॥

এই রূপে শ্রীবিষ্ণুর অবতারের তারতম্য প্রদর্শনানন্তর লক্ষ্মীদেবীর ও অবতারগত তারতম্য দেখাইতেছেন। যথা,

চন্দ্রাবলী রাধিকাচ” ইত্যভিধায় পরত্র, “যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ” ॥ ইতি ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে চ।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা ॥ ইতি ॥ ২৪ ॥

দেবীতি। রাধিকা দেবী পরেত্যন্বয়ঃ। অতঃ কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণাত্মিকা, তথাপি পরদেবতা কৃষ্ণার্চিকা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, পুরুষবোধিনীশ্রুতেঃ, নিখিলানাং লক্ষ্মীণা মংশিনী, সর্ব্বাসাং তাসাং কান্তি রিচ্ছা পূজ্যত্বাভিলাসো যস্যাঃ সা, সম্মোহিনী কৃষ্ণানুরঞ্জিকা ॥ ২৪ ॥

পুরুষ বোধিনী অথর্ব্ব উপনিষদে। প্রথমতঃ, “গোকুলাখ্য মাথুর মণ্ডলে” ইত্যাদি উপক্রম পূর্ব্বক, দুই পার্শ্বে চন্দ্রাবলী ও রাধিকা” ইহা কহিয়া অনন্তর কহিয়াছেন। “যাঁহার অংশ লক্ষ্মী ও দুর্গাদিকা শক্তি” ॥ ইতি ॥ অর্থাৎ শ্রীরাধিকাই অংশিনী, লক্ষ্মী ও দুর্গা প্রভৃতি সকলেই তাঁহার অংশভূতা। এখানে দুর্গাশব্দে সামান্য প্রাকৃত দেবী নহে। যিনি মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনিই দুর্গাশব্দে শ্রীরাধিকার অংশাবতাররূপে পরিগৃহীতা হইয়াছেন ॥

গৌতমীয় তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। যথা, “কৃষ্ণাত্মিকা পরদেবতা রাধিকা দেবীই সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী (অর্থাৎ সমস্ত লক্ষ্মীই শ্রীরাধিকার অংশভূতা, তিনিই একমাত্র অংশিনী) এবং লক্ষ্মী সকলের ও কান্তি রূপা অতএব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণানুরঞ্জিকা” ॥ ইতি ॥ ২৪ ॥

অথ নিত্যধামত্বং আদিশব্দাৎ, যথা ছান্দোগ্যে।
স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ইতি ॥ স্বেমহিম্নি ॥ ইতি ॥
মুণ্ডকে চ।
দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ইতি ॥

"নিত্যলক্ষ্যাদিমত্ত্বা" দিত্যত্রাদিপদগ্রাহ্যমাহ অথেতি। ভগবঃ ভগবন্ হে সনৎকুমার সভূমাখ্যোহহরি রিত্যাদি প্রশ্নঃ, স্বেমহিম্নীতি তদুত্তরং ॥ দিব্য ইতি। পুরে বিচিত্র প্রাসাদাদিশালিনি ॥ তামিতি। তাংতানি'বাং যুবয়ো রাধিকা কৃষ্ণয়োর্ব্বাস্তূনি গৃহাণি গমধ্যৈ প্রাপ্তুং উশ্মসি কাময়ামহে। যত্র যেষু গাবো ভূরি শৃঙ্গাঃ

ইত্যাদি প্রমাণ নিবহ দ্বারা ভগবানের নিত্য লক্ষীবিশিষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে পুর্ব্বোক্ত, " যিনি নিত্য লক্ষ্যাদিবিশিষ্ট " এইস্থলে আদি পদে যাহা যাহা পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা সকল ক্রমশঃ প্রদর্শিত করিবেন বলিয়া, তন্মধ্যে প্রথমতঃ নিত্যধামত্ব, (অর্থাৎ ভগবান্ যে সকল স্থানে নিত্য বিরাজ করেন সেই সকল ধামের বিনাশ নাই, তাহারাও নিত্য) ইহা দেখাইতেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রশ্নোত্তর পূর্ব্বক প্রদর্শিত আছে। প্রশ্ন যথা, "হে ভগবন্ সেই ভূমাখ্য হরি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন" ? উত্তর, "স্বীয় অসাধারণ মহিমাপুরে" ॥ ইতি ॥

মুণ্ডক উপনিষদে ও উক্ত আছে। যথা, "আত্মাস্বরূপ এই ভগবান্ দ্যোতনাত্মক স্বীয় পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন" ॥ ইতি ॥

ঋক্‌মন্ত্রে ও উক্ত আছে। যথা, "তোমাদিগের সেই গৃহ সকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাস করি, যেখানে গাভি সকল

ঋক্ষু চ।

তাং বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যে যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ অয়াসঃ ॥ অত্রাহ ॥

তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদ মবভাতি ভূরি ॥ ইতি ॥২৫॥

শ্রীগোপালোপনিষদি চ।

তাসাং মধ্যে সাক্ষা দ্ব্রহ্ম গোপালপুরী হি ॥ ইতি ॥

জিতন্তে স্তোত্রে চ।

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষাড়্গুণ্য সংযুতং।
অবৈষ্ণবানা মপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জিতং ॥

প্রশস্তবিষাণাঃ সন্তি। অয়াসঃ শুভাবহবিধিরূপাঃ, "অয়ঃশুভাবহোবিধি রিত্যমরঃ" বাঞ্ছিতদাত্র্যইত্যর্থঃ ॥ অত্রার্থে শ্রুতিরাহ। বৃষ্ণঃভক্তেচ্ছাবর্ষিণঃ কৃষ্ণস্যতৎ পরমং পদং ভূরি প্রচুর মবভাতি অাস্ত্যসা সংখ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

তাসামিতি। সপ্তানাং পুরীণাংমধ্যে গোপালসাপুরী মথুবা সাক্ষাদ্ব্রহ্ম, তৎপরাখ্যশক্তিরূপত্বেন তাদ্রূপ্যাৎ অভিব্যক্তবৃহদ্গুণত্বাচ্চ ॥ লোকমিত্যাদি প্রস্ফুটার্থং ॥ পাঞ্চকালিকৈরিতি। অভিগমনোপাদানেজ্যাধ্যয়নসমাধয়ঃ

প্রশস্ত শৃঙ্গ বিশিষ্ট, ও শুভাবহ বিধিরূপ, (অর্থাৎ বাঞ্ছিতার্থপ্রদান সমর্থ) ॥ ইতি ॥

পুনশ্চ এতদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ কহিতেছেন। যথা, "ভক্তেচ্ছাবর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম পদ প্রচুররূপে অবভাত হইতেছে, অর্থাৎ অসংখ্য অসংখ্য স্থান সকল নিরন্তর দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৫ ॥

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে ও কহিয়াছেন। যথা, "সপ্তপুরীর মধ্যে গোপাল পুরী মথুরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ" ॥ ইতি ॥

নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ।
সভাপ্রাসাদসংযুক্তং বনৈ শ্চোপবনৈঃ শুভং॥
বাপীকূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষষণ্ডৈঃ সুমণ্ডিতং।
অপ্রাকৃতং সুরৈর্ব্বন্দ্য মযুতার্ক সমপ্রভং॥ ইতি॥
ব্রহ্মসংহিতায়াঞ্চ।
সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং।
তৎকর্ণিকারংতদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবং॥ ইতি॥ ২৬॥

পঞ্চকালান্তৎপরায়ণৈ রিত্যর্থঃ॥ সহস্রেতি। মহতঃ স্বয়ংভগবতঃ পদং স্থানং, "পদং ব্যবসিতি ত্রাণ স্থান লক্ষাঙ্ঘ্রিবস্তুষু ইত্যমরঃ। অনন্তস্য সংকর্ষণস্যাংশেন সম্ভবঃ প্রাকট্যং অনাদিতো যস্যতৎ॥ ২৬॥

জিতন্তস্তোত্রে ও উক্ত আছে। যথা, "দিব্যষাড়্গুণ্য-সংযুত, গুণত্রয় বিরহিত বৈকুণ্ঠ নামক যে লোক, তাহা অবৈষ্ণবগণের অপ্রাপ্য, ও পাঞ্চকালিক, (অর্থাৎ অভিগমন উপাদান, ইজ্যা, অধ্যয়ন, সমাধি এই পাঁচটিকে পঞ্চকাল কহে) তৎপরায়ণ কর্ত্তৃক সমাকীর্ণ। সভা ও প্রাসাদ সংকুল, এবং বন ও উপবন বাপীকূপ তড়াগ ও বৃক্ষষণ্ড সমূহে সুমণ্ডিত অপ্রাকৃত এবং অযুত অযুত আদিত্য সমপ্রভাশালি, এবং দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দনীয়'॥ ইতি॥

ব্রহ্ম সংহিতাতে ও উক্ত আছে। যথা, "সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোকুলাখ্য যে স্থান, তাহা সহস্রপত্র পদ্মের স্বরূপ, তন্মধ্যকর্ণিকারূপ ধাম ভগবান্ সঙ্কর্ষণের অংশ হইতে সম্ভূত"॥ ইতি॥ ২৬॥

প্রপঞ্চে স্বাত্মকং লোক মবতার্য্য মহেশ্বরঃ।
আবির্ভবতি তত্রেতি মতং ব্রহ্মাদিশব্দতঃ॥

নন্বু মহিমাদি শব্দবাচ্যং হরেঃ পদং প্রকৃতিমণ্ডলাদ্বহিঃ শ্রুতং, তন্মণ্ডলান্তঃস্থং মথুরাদি তস্যপদমিত্যেতৎ কথং তত্রাহ প্রপঞ্চেইতি। লোকস্য স্বাত্মকত্বে হেতুঃ ব্রহ্মাদিশব্দত ইতি। আদিনা মহিমসংব্যোমশব্দ সংগ্রহঃ। এবং তর্হি

এইরূপে ভগবানের ধামসকল নিত্য ইহা দর্শাইয়া, পূর্ব্বোক্ত "অসাধারণ মহিমাপুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন" ইত্যাদি স্থলে, মহিমারূপ ধামের নিত্যত্ব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু মথুরা মণ্ডলাদি যে সকল স্থান প্রপঞ্চগত দৃষ্ট হইতেছে, তাহারা কিরূপে নিত্য হইতে পারে? এই আশঙ্কায় লিখিতেছেন। ভগবান্ প্রথমতঃ আত্মস্বরূপভূত নিজ ধামকে প্রপঞ্চ মধ্যে অবতারণ পূর্ব্বক অনন্তর সেই সেই ধামে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েন, ইহা ব্রহ্মাদি শব্দ প্রয়োগে স্পষ্টই বোধ হইতেছে। অর্থাৎ যখন পূর্ব্বোক্ত গোপাল তাপনী প্রভৃতি শ্রুতিতে, "সপ্তপুরীর মধ্যে গোপালপুরী মথুরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ" ইত্যাদি স্থলে স্বীয়ধাম মথুরা পুরীকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়াছেন; তখন তাঁহার মথুরা মণ্ডলাদিধাম সকল প্রপঞ্চগত হইয়াও তাঁহারই স্বরূপভূত চিন্ময় ও নিত্য পদার্থ তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, ইহাই পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত। কিন্তু যাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, তাহারাই কেবল যেরূপ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ গোবিন্দে প্রাকৃত মানব বালক বুদ্ধি করিয়া থাকে; সেইরূপ, তাঁহার ধামের ও প্রাকৃতত্ব বোধ করিয়া থাকে॥ অর্থাৎ যাঁহারা ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ

গোবিন্দে সচ্চিদানন্দে নরদারকতা যথা।
অজ্ঞৈ র্নিরূপ্যতে তদ্বদ্ধাম্নি প্রাকৃততা কিল ॥ ২৭ ॥
অথ নিত্যলীলত্বঞ্চ। তথাহি শ্রুতিঃ।
যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ॥ ইতি ॥
একোদেবোনিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্ত হৃদ্যন্ত-
রাত্মা ॥ ইতি চ ॥

মথুরাদৌ প্রাকৃতত্বং কুতঃ স্ফুরতি তত্রাহ গোবিন্দইতি। নরদারকতা প্রাকৃত-মনুষ্য বালকতা ॥ ২৭ ॥

অথেতি। যদিতি বৃহদারণ্যকে। যদ্গতং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুণকর্ম্ম নিত্যং, গত-ভবৎভবিষ্যচ্ছব্দৈস্তস্য ত্রৈকালিকত্বপ্রত্যয়াৎ। একোদেবইতি। পিপ্পলাদ-

---

বিজ্ঞ, সুধীর, তাঁহারা কখনই ভগবানের লীলার্থ পৃথিবীতে প্রকাশিত বিগ্রহ, ও তাঁহার ধাম সকলকে প্রাকৃত ও অনিত্যরূপে দেখেন্ না, চিন্ময় ও নিত্যই দেখিয়া থাকেন। অর্ব্বাচীনপাষণ্ডদলই অজ্ঞানচ্ছন্নদৃষ্টিবশতঃ, ভগবদ্বিগ্রহ ও তাঁহার লীলাধাম সকল মায়িক ও অনিত্য, ইত্যাকার বুদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

অনন্তর ভগবানের লীলাও যে নিত্য ইহা দেখাইতেছেন। যথা, বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে। "ব্রহ্মনিষ্ঠ যে সকল গুণ ও কর্ম্ম তাহা পূর্ব্বে হইয়াছে, বর্ত্তমানে ও হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে ও হইবে"। অর্থাৎ অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই ভগবানের লীলা বিরাজমান থাকেন, কোনকালেই বিনষ্ট হয় না। সুতরাং তাহা নিত্য ইহা অবশ্যই প্রতীত হইতেছে ॥

স্মৃতিশ্চ।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্য মেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ইতি॥২৮॥

রূপানন্ত্যা জ্জনানন্ত্যাদ্ধামানন্ত্যাচ্চ কর্ম্ম তৎ।

শাখায়াং। অত্র লীলায়াঃনিত্যত্বং বাচনিকং। জন্মেতি শ্রীগীতাসু। দিব্যম-প্রাকৃতং নিত্যমিতিযাবৎ॥ ২৮॥

নম্ন লীলায়া নিত্যত্বং শব্দাৎ প্রতীতং, যুক্তিবিরহাত্তদপুষ্টমিতি চেত্তত্রাহ রূপানন্ত্যাদিতি। অত্রাহঃ লীলায়াঃক্রিয়াত্বাৎ প্রত্যবয়বমপ্যারম্ভ সমাপ্তিভ্যাং তস্যাঃ সিদ্ধি র্বাচ্যা, তাভ্যাং বিনা ন তস্যাঃ স্বরূপং সিদ্ধেৎ। তথাচারম্ভ-সমাপ্তিমত্তযা বিনাশিত্বধ্রৌব্যাৎ কথং সা নিত্যেতি চেদুচ্যতে। পরাত্মনঃ সদৈবা-কারানন্ত্যাৎ পার্ষদানন্ত্যাৎ স্থানানন্ত্যাচ্চ নানিত্যত্বং তস্যাঃ, তত্তদাকারগ-

---

বেদের পিপ্পলাদশাখায় স্পষ্টই উক্ত আছে। যথা, "এক-মাত্র সেই ভগবান্ নিত্য লীলাতে অনুরক্ত, ও ভক্তব্যাপক, এবং ভক্তগণের হৃদয়ে সাক্ষাৎরূপে বিরাজ করেন" ॥ ইতি ॥

ভগবদ্গীতাতে ও কহিয়াছেন। যথা, "হে অর্জ্জুন আমার জন্ম, (অর্থাৎ আবির্ভাব) ও কর্ম্মকে যে ব্যক্তি অপ্রা-কৃত নিত্য করিয়া জানিতে পারে। সেই ব্যক্তিই স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় বিধ দেহপরিত্যাগ পূর্ব্বক, আমাকে প্রাপ্ত হয়, আর জন্ম মরণরূপ সংসার যন্ত্রণা ভোগ করেনা॥ ইতি॥ ২৮॥

যদ্যপিও ভগবানের লীলার নিত্যত্ব শ্রুতি প্রমাণ সিদ্ধ হইল। তথাপি যুক্তি বিরহ হেতুক বলবৎ নহে ইহা কেহ কেহ আশঙ্কা করিলেও করিতে পারেন; এই নিমিত্ত যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক দৃঢ়তর নিবদ্ধ করিতেছেন।

নিত্যং স্যাত্তদভেদাচ্চেত্যুদিতংতত্ত্ববিত্তমৈঃ ॥ ২৯ ॥

তয়োস্তত্তদারম্ভ সমাপ্ত্যোঃ সত্ত্বেপ্যেকত্রৈকত্র তত্তৎক্রিয়াবয়বা যাবৎ সমাপ্যন্তে ন সমাপ্যন্তে বা, তাবদেবান্যত্রান্যত্রাপ্যারব্ধাঃ স্যু রিত্যোবমবিচ্ছেদান্নিত্যত্বং সিদ্ধং। নহু মাস্ত বিচ্ছেদঃ। পৃথগারম্ভাদন্যৈবসেতিচেদুচ্যতে সময়ভেদেনাভ্যু-দিতানামপ্যেকরূপাণাং ক্রিয়াণামৈক্যং। যথা চোক্তং দ্বিঃপাকো ২নেন কৃতো নতু দ্বৌ পাকাবিতি দ্বির্গোশব্দোযমুচ্চরিতো নতু দ্বৌ গোশব্দাবিতি প্রতীতি নির্ণীত শব্দৈক্যবদিদং দ্রষ্টব্যং। তদেতদাহ তদভেদাচ্চেতি। তেষাং রূপাদীনাং চতুর্ণাং ভেদবিরহাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ভগবানের, রূপের ও পার্শ্বদের, এবং ধামের অনন্ততা হেতুক, এবং অবতার গণের পরস্পর অভিন্নতা হেতুক, তাঁহার লীলাদিকর্ম্ম অবশ্যই নিত্য, ইহাতত্ত্ববিৎ কোবিদগণ কহিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবান্ লীলাপ্রকটন করিবার নিমিত্ত যে কোন রূপ প্রকাশিত করেন, সেই সকল রূপের যেমত নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। সেইরূপ তাঁহার সকল লীলাও নিত্য, কোন কালে বিনষ্ট হয় না, যদিও লীলার স্বরূপ আরম্ভ ও সমাপ্তিরূপ, অতএব যখন যে অবতার আবির্ভূত হয়েন, তখনই কেবল তাঁহার লীলা হইয়া থাকে। পুনর্ব্বার অপ্রকট অবস্থায় আর সে লীলা থাকে না। ইহা-প্রতীত হইয়া থাকে। তথাপিও তাহা নিত্য, সেই সেই স্থানের লীলা সমাপ্তি হউক আর, নাই হউক, পুনর্ব্বার অন্য-স্থানে অবতার আবির্ভূত হইয়া অন্য লীলা বিস্তার করেন। অর্থাৎ বহু বহু ব্রহ্মাণ্ড এককালে বর্ত্তমান রহিয়াছে কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে, ভগবান্ সেই সেই অবতার প্রকাশ করি-লেন, অন্যকোন ব্রহ্মাণ্ডে তখন অপ্রকট হইলেন ইহাতে

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ভগবৎ পারতম্য প্রকরণং
প্রথমং প্রমেয়ং ॥ ১ ॥ *

---

* ইতিপ্রমেয়রত্নাবল্যাং ভগবৎ পারতম্য প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ ১ ॥ *

সর্ব্ববেদবোধ্যত্বং হরের্ব্বক্তুমাহ অথেতিযোহসাবিতি। যঃ শ্রীগোপালঃকৃষ্ণঃ॥ সর্ব্বেইতি। যৎপদং যদ্ব্রহ্মাখ্যং বস্তু, পদং ব্যবসিতিত্রাণেত্যাদ্যুক্তেঃ। বেদেরামায়ণেইতিস্ফুটার্থং ॥ ১ ॥

করিয়া তাঁহার অবতার নিরবচ্ছিন্নই নিত্যরূপে বিরাজিত আছেন, সুতরাং তাঁহার লীলারও বিচ্ছেদ নাই নিত্য প্রবাহরূপে হইয়া থাকে, অতএব লীলাও যে নিত্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবলীতে ভগবৎ পারতম্য প্রকরণ
নামক প্রথম প্রমেয় ॥ ১ ॥ *

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সমূহদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরতম বস্তু, এবং তাঁহার নিত্যলক্ষ্ম্যাদি বিশিষ্টতা, ধামও লীলাদিরও নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে, তিনি যে বেদের বেদ্য, (অর্থাৎ লক্ষ্য নহেন) ইহাস্পষ্ট শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক দেখাইতেছেন। যথা, শ্রীগোপালোপনিষদে, "যিনি সর্ব্ব বেদ কর্ত্তৃক পরিগীত হয়েন" ॥ ইতি ॥ কাঠক শ্রুতিতে ও কথিত আছে। যথা, "সকল বেদগণ ও তপস্যাগণ যে এক মাত্র ব্রহ্মবস্তুকেই কহিয়া থাকেন" ॥ ইতি॥

এবং শ্রীহরিবংশেও উক্ত আছে। যথা, "বেদ, রামায়ণ, ও পুরাণ, এবং ভারত ইতিহাস প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্র আছে। সর্ব্বত্রই আদিতে, এবং অন্তে, ভগবান্ হরিই পরিগাত হইয়া থাকেন" ॥ ইতি ॥ ১ ॥

অথাখিলাম্নায় বেদ্যত্বং, যথা শ্রীগোপালোপনিষদি।
যোঽ সৌ সর্ব্বৈর্বেদৈ গীয়তে ॥ ইতি ॥
কাঠকে চ।
সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বানি চ
যদ্বদন্তি ॥ ইতি ॥
শ্রীহরিবংশে চ।
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥ ইতি ॥
সাক্ষাৎ পরম্পরাভ্যাং বেদা গায়ন্তি মাধবং সর্ব্বে।
বেদান্তাঃ কিল সাক্ষা দপরে তেভ্যঃ পরম্পরয়া ॥ ২ ॥

নন্বেদেষু কর্ম্মপ্রতিপাদনং ভূরি দৃষ্টং কথমুক্তোদাহরণানি সংগচ্ছেরন্ ইতি চেৎ তত্রাহ সাক্ষাদিতি। বেদান্তাঃ সাক্ষান্মাধবং গায়ন্তি তেভ্যোঽপরে বেদাঃ কর্ম্মকাণ্ডানি তু পরম্পরয়া, তজ্জ্ঞানাঙ্গহৃদ্বিশুদ্ধিকরকর্ম্মবিধানপরীপাট্যেতি সর্ব্ববেদ বেদ্যত্বং হরেঃ সুপপন্নং ॥ ২ ॥

এক্ষণে, বেদের অনেকাংশেই প্রায় কর্ম্ম প্রতি পাদন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অতএব উক্ত প্রমাণ নিশ্চয় কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় লিখিতেছেন।

বেদগণ সাক্ষাৎ ও পরম্পরারূপে একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই গান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বেদান্ত সকল সাক্ষাৎরূপে, এবং তাহা হইতে অতিরিক্ত কর্ম্মকাণ্ড সমূহ পরম্পরা রূপে গান করেন। অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড কর্তৃক ভগবদ্জ্ঞানের অঙ্গভূত চিত্ত বিশুদ্ধি কারক কর্ম্ম বিধান পরীপাটী দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার যথার্থতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

কচিৎ কচি দবাচ্যত্বং যদ্বেদেষু বিলোক্যতে।
কাৎস্নে্যন বাচ্যং নভবেদিতি স্যাত্তত্র সঙ্গতিঃ ॥
অন্যথা তু তদারম্ভো ব্যর্থঃ স্যাদিতি মে মতিঃ ॥ ৩ ॥

নম্বু যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে ইত্যাদৌ হরের্ব্বেদাবাচ্যত্বংদৃষ্টং উভ্রকাগতিরিতি চেত্তত্রাহসাক্ষাদিতি কচিদিতি। দৃষ্টোপি মেরুঃ কাৎস্নে্যনাদর্শনাদদৃষ্টো যথোচ্যতে তদ্বৎ। অন্যথা সর্ব্বথা তদবাচ্যত্বে তজ্জ্ঞানায়বেদাধ্যয়নারম্ভো নিরর্থকঃস্যাৎ ॥ ৩ ॥

এইরূপে ভগবান্ যে বেদ সকলের বেদ্য (অর্থাৎ লক্ষ্য নহেন) ইহা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল। কিন্তু "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে" অর্থাৎ যাঁহা হইতে বাক্য সকল নিবৃত্ত হয়,, ইত্যাদি শ্রুতি ও যখন দৃষ্ট হইতেছে, তখন পরস্পর মহাবিরোধ উপস্থিত হইতেছে। অতএব উক্ত শ্রুতির পরস্পর সমন্বয় ব্যতিরেক সিদ্ধান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িতে পারে এই আশঙ্কায় লিখিতেছেন।

বেদে কোথায় কোথায় যে "ব্রহ্ম অবাচ্য" অর্থাৎ শব্দদ্বারা তাঁহাকে কহিতে পারা যায় না ইত্যাদি বিলোকিত হইতেছে। তাহার তাৎপর্য্য বেদগণ সম্পূর্ণরূপে ভগবানের মহিমাগুণাদি কহিতে সমর্থ হয়েন্ না। সুতরাং তিনি বেদবাচ্য নহেন। যদ্যপি এরূপ সঙ্গতি না করা হয়, তাহা হইলে বেদাধ্যয়নাদি আরম্ভ ব্যর্থ হইয়া যায়। অর্থাৎ বেদ সকল যদ্যপি সর্ব্বথাই পরব্রহ্ম প্রতিপন্ন করিতে না পারে, তাহা হইলে বেদ অধ্যয়নের কোন আবশ্যক থাকে—না, স্বতঃ সিদ্ধই ঈশ্বর জ্ঞান হইতে পারে, সুতরাং বেদাধ্যয়ন একেবারে নিরর্থক হইয়া যায়। অতএব ভগবান্ বেদবাচ্য, বেদের লক্ষ্য নহেন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য ॥ ৩ ॥

শব্দপ্রবৃত্তিহেতুনাং জাত্যাদীনা মভাবতঃ।
ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকং বাচ্যং নৈবেত্যাহুর্ব্বিপশ্চিতঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বৈঃশব্দৈরবাচ্যে তু লক্ষণা ন ভবেদতঃ।

শব্দেতি। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদিনাস্তু, ব্রহ্মণি জাতিগুণক্রিয়াসংজ্ঞানা মভাবাত্তদ্বাচিভি র্বেদশব্দৈ র্ন তদ্বাচ্যং ॥ ৪ ॥

নচ লক্ষণয়া বেদশব্দানাং তত্র প্রবৃত্তে র্ন তদারম্ভোব্যর্থঃ ইতি চেৎ তত্রাহ

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদিদিগের মতে, বিপশ্চিদ্‌গণ কহিয়া থাকেন। ব্রহ্ম, জাতি গুণ ক্রিয়া ও সংজ্ঞা রহিত পদার্থ। অতএব শব্দপ্রবৃত্তির হেতু ভূত ঐচারিটি (জাতি গুণ ক্রিয়া এবং সংজ্ঞা) ব্রহ্মেতে না থাকায় নির্দ্ধর্ম্মক ব্রহ্ম, বেদ বাচ্য হইতে পারেন্ না ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ নির্দ্ধর্ম্মক ব্রহ্ম পদার্থ, যখন বাচ্য না হইলেন, তখন লক্ষণাশক্তিদ্বারা বেদ সকল তাঁহাতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, বেদাধ্যয়নাদি নিরর্থক নহে। এরূপ সিদ্ধান্ত ও অসঙ্গত, ॥

কারণ যদি বল, বেদগণ লক্ষণাশক্তি দ্বারা ব্রহ্মেতে প্রবৃত্ত হয়, অতএব বেদাধ্যয়ন নিরর্থক নহে। তাহাও বলিতে পার না। যেহেতু যে বস্তু সর্ব্বথাই অবাচ্য তাহাতে লক্ষণাশক্তিই বা কিরূপে যাইতে পারে, কোনমতেই সম্ভব হয় না। সুতরাং উহা নিতান্ত অসঙ্গত ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।

যদ্যপি ব্রহ্ম, শব্দ মাত্রেরই অবাচ্য হয়েন, তাহা হইলে, লক্ষণাশক্তি ও (অর্থাৎ লক্ষণানামক শব্দেরই শক্তি বিশেষ) কোনমতেই ব্রহ্মে সম্ভবেনা। সুতরাং ব্রহ্ম ও যে লক্ষণা-

লক্ষ্যঞ্চ ন ভবেদ্ধর্ম্মহীনং ব্রহ্মেতি মে মতং ॥ ৫ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং দ্বিতীয়ং প্রমেয়ং ॥ ২ ॥ *

॥ অথ বিশ্বসত্যত্বং ॥

স্বশক্ত্যা স্বষ্টবান্ বিষ্ণু র্যথার্থং সর্ব্ববিজ্জগৎ।
ইত্যুক্তেঃ সত্যমেবৈতদ্বৈরাগ্যার্থ মসদ্বচঃ ॥

সর্ব্বৈরিতি। সর্ব্বশব্দাবাচ্যং ব্রহ্ম ত্বয়া স্বীকৃতং। তত্র লক্ষণা ন সম্ভবেৎ। সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যত্র পিণ্ডশব্দ বাচ্যে পিণ্ডে ভাগ লক্ষণা দৃষ্টা ॥ ৫ ॥

* ইতি প্রমেয়-রত্নাবল্যাং হরে র্বেদ বেদ্যত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ ২ ॥ *

প্রপঞ্চসত্যত্বং বক্তুমাহ অথেত্যাদিনা। স্বশক্ত্যেতি। নমু "তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং ইত্যাদিবাক্যং জগৎসত্যত্ববাদনাং কথং সঙ্গচ্ছেত তত্রাহ বৈরাগ্যার্থমিতি।—অনিত্যজগৎসুখতৃষ্ণাপরিত্যাগার্থমেব নতু তন্মৃষাত্বার্থং, তৎসত্যত্বে প্রমাণলাভাদিতিভাবঃ॥ স্বশক্ত্যেত্যেতৎপ্রমাণয়তি যইতি। য ঈশ্বরঃ স্বয়মবর্ণঃ ব্রাহ্মণাদিভিন্নঃ স্বশক্তিযোগাদনেকান্ ব্রাহ্মণাদীন্ বর্ণান্ দধাতি উৎপাদয়তীত্যর্থঃ। "বর্ণো দ্বিজাদৌশুক্লাদৌ স্তুতৌ রূপযশোক্ষরে ইতিবিশ্বঃ।

শক্তিদ্বারা বেদের লক্ষ্য হইতে পারেন্ না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবলীতে ভগবানের বেদ বেদ্যত্ব প্রকরণ নামক দ্বিতীয় প্রমেয় ॥ ২ ॥ *

অনন্তর বিশ্বের সত্যতা দেখাইতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয়শক্তিদ্বারা, এই জগৎকে যথার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। "যথার্থ করিয়াছেন" এই উক্তি হেতুক, জগৎ যে সত্য ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। যদি বল, "অশেষ এই জগৎ অসৎস্বরূপ "ইত্যাদি বাক্যার্থ কিরূপে সঙ্গত হইবে, তাহাতে

তথাহি, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি।

য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগা দ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি ॥ ইতি ॥

শ্রীবিষ্ণু পুরাণে চ।

একদেশ স্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তি স্তথেদ মখিলং জগৎ ॥ ইতি ॥

যদ্বা, স্বয়ং অবর্ণঃ রূপরহিতোঽনেকান্ শুক্লাদীন্ অর্থান্, নিহিতার্থঃ চেতসিধৃতপ্রয়োজনঃ ॥ একদেশেতি। পরমব্যোমনিলযস্য হবেঃ শক্তিকার্য্য মেতৎ তদতিদূরং ইদং পরিদৃশ্যমানং জগদিতি সমুদায়ার্থঃ ॥ যথার্থমিতি সর্ব্ববিদিতিচ প্রমাণয়তি, সপর্য্যগাদিতি। স প্রকৃতঃ পরমাত্মা পরিতোঽগাৎ সর্ব্বংব্যাপৎ, শুক্রমিত্যাদ্যাঃশব্দাঃ পুংস্ত্বেন বিপরিণম্যাঃ স ইত্যুপক্রমাৎ, শুক্রো দীপ্তিমান্, অকায়োঽস্থাবির ইতিসূক্ষ্মস্থূলদেহশূন্য, অব্রণঃ অক্ষতঃ বিনাশশূন্যঃ, শুদ্ধঃ

লিখিতেছেন বৈরাগ্যের নিমিত্ত জগতের মিথ্যাত্ব কথনমাত্র, অর্থাৎ বৈষয়িক বিশ্বসুখে আশক্তি পরিত্যাগের নিমিত্তই কেবল জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন মাত্র, নতুবা জগতের মিথ্যাত্ব নিমিত্তই নহে। কারণ যখন জগতের সত্যত্বের প্রতি প্রমাণ লাভ হইতেছে তখন উক্ত তাৎপর্য্যই অবধার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥

এক্ষণে, ভগবান্ স্বীয় শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেন, ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক, দেখাইতেছেন। যথা, "যিনি অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, ব্রাহ্মণাদিজাতিশূন্য হইয়াও স্বীয় বিবিধ শক্তি দ্বারা, অনেকবিধ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ উৎপাদিত করেন" ॥ ইতি ॥

ঈশাবাস্যোপনিষদি।

স পর্য্যগাচ্ছুক্র মকায় মব্রণ মস্থাবিরং শুদ্ধ মপাপবিদ্ধং। কবি র্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ংভূ র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ইতি॥ ১॥

রাগাদ্যনাবিলঃ ; অপাপবিদ্ধঃ কর্ম্মশূন্যঃ, কবিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, মনীষী চতুরঃ, পরিভূঃ মায়াভিভবী, স্বয়ম্ভুঃ নির্হেতুকঃ, যাথাতথ্যতঃসত্যতয়া, "ঋতং সত্যং সমীচীনং সম্যক্‌তথ্যং যথাতথং" ইতিহলায়ুধঃ। অর্থান্ মহদাদীন্, সমাঃ সম্বৎসরান্ ব্যাপ্য, "সম্বৎসরো বৎসরোঽব্দো হায়নোঽস্ত্রীশরৎসমাইত্যমরঃ॥ ১॥

শ্রীবিষ্ণু পুরাণে ও কহিয়াছেন। যথা, "যেমত অগ্নি এক স্থানে অবস্থিত থাকিয়াও, স্বীয় বিস্তারিণী কিরণশক্তিদ্বারা অনেক দেশ ব্যাপক হয়। সেইরূপ পরম ব্রহ্ম ভগবান্ হরি, স্বীয় শক্তি দ্বারা, এই অখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান এই জগৎ তাঁহারই শক্তিকার্য্য॥ ইতি॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে "সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় শক্তি দ্বারা, এই জগৎকে যথার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন" এই স্থানে ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, এবং জগৎ যথার্থ, এই দুইটির প্রমাণ দেখাইতেছেন। যথা, ঈশাবাস্যোপনিষদে। "যিনি দীপ্তিমান্, স্থূল ও সূক্ষ্ম কায়বিবর্জিত, অক্ষত, এবং রাগাদিরাহিত্যহেতুক শুদ্ধ স্বভাব, ও অপাপবিদ্ধ (অর্থাৎ কর্ম্মশূন্য) এবং সর্ব্বজ্ঞ, মনিষী, এবং যিনি মায়াদির অভিভবকর্ত্তা, ও স্বয়ম্ভু, সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক, সম্বৎসর গণ ব্যাপিয়া মহদাদি অর্থকে সত্যরূপে বিহিত করিয়াছেন"॥ ইতি॥ ১॥

শ্রীবিষ্ণু পুরাণে চ।

তদেত দক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলং।

আবির্ভাব তিরোভাব জন্ম নাশ বিকল্পবৎ॥ ইতি॥ ২॥

মহাভারতে চ।

ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যং চৈব প্রজাপতিঃ।

তদেতদিতি। এতদীশ্বরজীবপ্রকৃতিরূপং অখিলং জগৎ, হে মুনিবর! অক্ষয়ং নিত্যং প্রকৃতিজীবরূপমক্ষয়ংস্বরূপেণ ক্ষয়রহিতং পরিণামীত্যর্থঃ। প্রকৃতে র্মহদাদিতয়া জীবস্য চ জ্ঞানবিকাশেন পরিণামঃ। ঈশ্বরূপন্তুনিত্যং কূটস্থং, এতদেবাহ আবির্ভাবেতি। ঈশ্বরাংশ আবির্ভাবতিরোভাববান্ প্রকৃতিজীবরূপোহংশস্তু জন্মনাশবানিতি বা পাঠক্রমমনাদৃত্য অর্থক্রমাদ্ব্যাখ্যাতং। পূর্ব্বত্র হি, "দ্বেরূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেবচ। ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতে॥ অক্ষরংতৎপরংব্রহ্ম ক্ষরংসর্ব্বমিদংজগৎ॥ ইত্যুক্ত্বা, তন্মধ্যে ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশ রূপাণি পঠিত্বা, তদনন্তরং তদেত দিতি পঠিতং॥ ২॥

ব্রহ্মেতি। সচ্চিদানন্দং সত্যসংকল্পং যদ্ব্রহ্ম তৎ সত্যং, আলোচনাত্মকং যৎ

বিষ্ণু পুরাণে ও উক্ত আছে। যথা, "হে মুনিবর! এই অখিল জগৎ নিত্য, ইহার কোন কালেই ক্ষয় নাই। তবে যে জগতের জন্ম ও নাশ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র জানিবে। পরমেশ্বর হইতে জগতের আবির্ভাব, এবং তাঁহাতেই তিরোভাব, ইহারই জন্ম ও নাশরূপে কল্পনা মাত্র॥ ২॥

মহাভারতে ও কথিত আছে। যথা, "সচ্চিদানন্দ রূপ ব্রহ্ম সত্য, আলোচনারূপ তাঁহার তপস্যা ও সত্য, এবং তাঁহার নাভিকমল হইতে উদ্ভূত প্রজাপতি ও সত্য, এবং

সত্যাদ্ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ ॥ ইতি ॥ ৩ ॥
আত্মাবাইদমিত্যাদৌ বনলীনবিহঙ্গবৎ।

তস্য তপঃ তৎসত্যং, তেন ব্রহ্মণা, সনাভিকমলাদুৎপাদিতো যঃ প্রজাপতিস্তৎ সত্যং, সত্যাৎ তস্মাজ্জাতানি ভূতানি, অতো ভূতময়ং জগৎ সত্যং ॥ ৩ ॥

নম্বু "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ ইত্যাদি শ্রুতিষু পূর্ব্বং পরমাত্মৈক আসীৎ নতু প্রপঞ্চোঽপি। "আত্মৈবেদমিতি সামানাধিকরণ্যব্যপদেশস্তু রজ্জুভুজঙ্গবৎ আত্মনি তস্যাধ্যস্তত্বাদেব ততো মিথ্যৈব স ইতি চেৎ তত্রাহ

তাঁহা হইতে জাত ভূতসকল ও সত্য। অতএব ভূতময় এই জগৎ ও সত্য" ॥ ইতি ॥ ৩ ॥

এই রূপে বিশ্বের সত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া, এক্ষণে, "আত্মা বা ইদ মেকএবাগ্র আসীৎ". অর্থাৎ প্রথমতঃ আত্মাই এক মাত্র ছিল ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল মাত্র আত্মারই স্থিতি ও প্রপঞ্চের অস্থিতি প্রতীত হইতেছে। এবং "আত্মৈবেদং" অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগৎ আত্মাই, এই অভেদ ব্যপদেশটি রজ্জুসর্পবৎ, আত্মাতে অধ্যাসহেতুক, হইয়া থাকে। অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি যে রূপ মিথ্যা, সেই রূপ আত্মাতেও এই জগৎ অধ্যস্ত মাত্র। অতএব এই প্রপঞ্চ মিথ্যা। এই আশঙ্কায় লিখিতেছেন।

"প্রথমতঃ আত্মাই একমাত্র ছিল" ইত্যাদি স্থলে, বনলীন বিহঙ্গবৎ অর্থ সঙ্গত করিলে আর কোন অসঙ্গত হইবে না। অর্থাৎ বিহঙ্গমগণ, যেমত বনে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ আত্মাতে এই জগৎ সূক্ষ্ম রূপে অবস্থিত থাকে। অতএব "প্রথমতঃ আত্মাই এক মাত্র ছিল" ইত্যাদি শ্রুতির

সত্ত্বং বিশ্বস্য মন্তব্য মিত্যুক্তং বেদবেদিভিঃ ॥ ৪ ॥

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং তৃতীয়ং প্রমেয়ং ॥ ৩ ॥ *

॥ অথ বিষ্ণুতো জীবানাং ভেদঃ ॥

তথাহি শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি।

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে

আত্মেতি। বনে লীনো বিহঙ্গো হি যথা তত্রাস্ত্যেব, তথা আত্মনি লীনঃ প্রপঞ্চঃ সৌক্ষ্যেণ অস্ত্যেব। অন্যথা সৎকার্য্যতাপত্তিঃ॥ ৪ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং বিশ্বসত্যত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ ৩ ॥ *

ঈশ্বরাৎ জীবানাং ভেদং বক্তুমাহ দ্বেতি। সুপাং সুপ লুগিত্যাদি সূত্রাদৌ বিভক্তেরাৎ। দ্বৌ সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ জীবেশলক্ষণৌ সমান মেকং বৃক্ষং দেহং পরিষস্বজাতে স্বীকৃত্য তিষ্ঠতঃ। জীবো ভোগায়, ঈশো নিয়মনায় ইতি বোধ্যং। তৌকীদৃশাবিত্যাহ, সযুজৌ সহযোগবন্তৌ, সখায়ৌ তৎতুল্যৌ। তয়ো রন্য একো জীবঃ পিপ্পলং কর্ম্মফলং সুখদুঃখরূপং

আর কোন অসামঞ্জস্য হইতে পারিল না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের ও বাধ হইল না স্থির রহিল। ইহা বেদবিদ্-গণের সম্মত ॥ ৪ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবলীতে বিশ্বসত্যত্ব প্রকরণনামক তৃতীয় প্রমেয় ॥ ৩ ॥ *

অনন্তর ঈশ্বর হইতে জীবের ভেদ দেখাইতেছেন। যথা, শ্বেতাশ্বতরউপনিষদে। যথা, " জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটি পক্ষী, সহযোগে তুল্যভাবে দেহরূপ সমান একটিবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তন্মধ্যে জীবরূপ পক্ষী নানাবিধ সুখ দুঃখস্বরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অপর ঈশ্বর রূপ পক্ষীটি ফলভুক্ না হইয়া প্রদীপ্তভাবেই অবস্থিত রহেন ॥ ইতি ॥

তয়ো রন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো ঽনীশয়া শোচতিমুহ্য-
মানঃ জুষ্টং যদাপশ্যত্যন্যমীশ মস্য মহিমান মেতি
বীতশোকঃ ॥ ইতি ॥ ১ ॥
উপক্রমোপসংহারা বভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলং ।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে ॥

স্বাদু অত্তি। অন্য ঈশ স্তদনশ্নন্নপি অভিচাকশীতি প্রদীপ্যতে। সমানে একস্মিন্ দেহলক্ষণে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো নিরতঃ অনীশয়া মায়য়া মুহ্যমানঃ সন্ শোচতি। যদা স্বস্মাদন্যং ভিন্নং ঈশং কল্যাণগুণগণেন স্বেন চ জুষ্টং পরিষেবিতং পশ্যতি ধ্যায়তি, তদা বীতশোকঃ সন্ অস্য মহিমানং ধ্যায়তি ॥১॥

ভেদে শাস্ত্রতাৎপর্য্যং দর্শয়িতুং আহ উপক্রমেতি। বৃহৎসংহিতায়াং উপক্রমোপসংহারয়ো রৈকরূপ্যং ইত্যেকলিঙ্গং। দ্বা সুপর্ণা ইত্যুপক্রমঃ।

দেহরূপ সমান একবৃক্ষে জীব নিমগ্ন হইয়া, মায়াকর্ত্তৃক মোহিত হওতঃ অশেষ শোকভাজন হয়। অনন্তর যখন, আপনাহইতে ভিন্ন অন্য ঈশ্বরকে পরিষেবিতরূপে (অর্থাৎ ভগবান্‌সেব্য, আমি উঁহার সেবক ইত্যাকাররূপে) দেখিতে পায়। তখন তাঁহার মহিমা (অর্থাৎ তাঁহারধাম) অধিগত হওতঃ বীত শোক হয় „ ॥ ইতি ॥ ১ ॥

এক্ষণে, জীবও ঈশ্বর যে ভিন্ন, ইহাই শ্রুত্যাদিশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এইটি দেখাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ শাস্ত্রতাৎপর্য্য জ্ঞানের প্রতি ছয়টি কারণ দেখাইতেছেন।

যথা, " উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, এবং উপপত্তি, এই ছয়টি শাস্ত্রতাৎপর্য্য অবধারণের হেতু " ॥

ইতি তাৎপর্য্য লিঙ্গানি ষড়্যান্যাহু র্মনীষিণঃ।
ভেদে তানি প্রতীয়ন্তে তেনাসৌ তস্য গোচরঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ মুণ্ডকে।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ইতি ॥

অন্যমীশমিত্যুপসংহারঃ। দ্বেতি, তয়োরন্য ইতি, অনশ্নন্ ইতি, অবিশেষ-পুনঃ পুনঃ শ্রুতি রভ্যাসঃ। অণুত্ব বৃহত্ত্বাদি বিরুদ্ধ নিত্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিকতয়া ভেদস্য শাস্ত্রং বিনা লোকাদপ্রতীতেরপূর্ব্বতা। বীতশোক-ইতিফলং। তস্য মহিমানমেতি ইত্যর্থবাদঃ। অনশ্নন্নিতি উপপত্তিঃ। অসৌভেদঃ তস্য শাস্ত্রতাৎপর্য্যস্য গোচরো বিষয়ঃ ॥ ২ ॥

ননু নৈতানি লিঙ্গানি ভেদং সাধয়িতুমেকান্তানি, তেষা মভেদসাধনেঽপি দর্শিতত্বাৎ। "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি" ব্রহ্মৈবসন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ইতি মোক্ষ-

---

এইরূপে শাস্ত্র তাৎপর্য্য নির্ণয়ের প্রতি ছয়টি হেতু কহিয়া, ঐ ছয়টি হেতু দ্বারা, জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদ শাস্ত্র তাৎপর্য্য নির্ণীত, ইহা কহিতেছেন।

মনীষিগণ, উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, ও অর্থবাদ, এবং উপপত্তি রূপ যে এই ছয়টি শাস্ত্র তাৎপর্য্য জ্ঞানের কারণ কহিয়াছেন। সেই ছয়টি জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদ নির্ণয়ের প্রতি ও প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব জীব ও ঈশ্বরের ভেদ যে শাস্ত্রতাৎপর্য্যের বিষয় হইতেছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ॥ ২ ॥

মুণ্ডকউপনিষদেও উক্ত আছে। যথা, " পশ্য, (অর্থাৎ ধ্যাতা যে জীব) যখন, রুক্মবর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগৎকর্ত্তা

কাঠকেচ।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধ মাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।

এবং মুনে বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ইতি ॥

দশায়া মভেদাবধারণাদ্ ব্যবহারিকোভেদঃ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ, কিঞ্চেতি যদেতি। পশ্যঃ ধ্যাতা জীবঃ॥ যথোদকমিতি। বিজানতস্তদনুভবিনঃ॥ ইদমিতি। উপাশ্রিত্য প্রাপ্য। এম্বেতি। এষু বাক্যেষু সাম্য মিতি, তাদৃগেবেতি, সাধর্ম্ম্যমিতি, মোক্ষেহপি ভেদোক্তে স্তাত্ত্বিকোভেদঃ।

ব্রহ্মযোনি পরম পুরুষকে দর্শনকরে। তখন তত্ত্ববিৎ সেই সাধক, বন্ধনের মূলীভূত পুণ্যপাপকর্ম্ম সমূলে পরীহার পূর্ব্বক, নিরঞ্জন (অর্থাৎ নির্লেপ) হওতঃ পরম সাম্যলাভ করে" ॥ ইতি ॥

কঠোপনিষদে ও কহিয়াছেন। যথা, "যেমত শুদ্ধ সলিল, নির্ম্মলজলে প্রক্ষিপ্ত হইলে তাদৃশই একরস হয় অন্যথা হয়না। হে গৌতম ? যিনি আত্মবিৎ মুনি তাঁহার আত্মাও সেইরূপ হয়"। অর্থাৎ জীব আত্ম তত্ত্ব অবগত হইলে, যথার্থ আত্মস্বরূপে অবস্থিত হয়েন, দেহাদি অনাত্ম-বস্তুতে আর আশক্তি থাকে না। স্নুতরাং জন্মমরণরূপ সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিশুদ্ধাত্মস্বরূপে বিরাজমান হয়েন ॥

শ্রীভগবদ্গীতাতেও উক্ত আছে। যথা, "এইজ্ঞান আশ্রয় করিয়া, যাহারা আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়। তাহারা আর সর্গকালে এবং প্রলয়কালে, জন্মও মৃত্যুজন্য ব্যথার ভাজন হয় না" ॥ ইতি ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সমূহ দ্বারা, ভেদের যে নিত্যত্ব প্রতি-

শ্রীগীতাসু চ ।
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্য মাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ইতি ॥
এষু মোক্ষেঽপি ভেদোক্তেঃ স্যাদ্ভেদঃ পারমার্থিকঃ ॥ ৩ ॥

এবঞ্চ ব্রহ্মৈবেত্যত্র ব্রহ্মতুল্য ইত্যেবার্থঃ। "এবৌপম্যেঽবধারণে" ইতি-বিশ্বঃ ॥ ৩ ॥

পাদিত হইয়াছে, ইহাই স্পষ্টরূপে কহিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত বাক্যগণে, মোক্ষাবস্থাতেও জীব ঈশ্বরের ভেদ কথন হেতুক, ঐ ভেদ যে অবশ্য পারমার্থিক ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ গণের মধ্যে, মুণ্ডক উপনিষদে, "পরমং সাম্যমুপৈতি" কঠোপনিষদে, "তাদৃগেবভবতি" এবং ভগবদ্‌গীতাতে, "মমসাধর্ম্ম্য মাগতাঃ" ইত্যাদি পদে, (সাম্যং সমতা) (তাদৃক্ তাদৃশ) (সাধর্ম্ম্যং সমান ধর্ম্মতা) ইত্যাদি উপমাবাচক শব্দ প্রয়োগ হেতুক, উপমানার্থের উপস্থিতি করায়, সুতরাং ভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে। কারণ যে বস্তুর সহিত উপমা দেওয়া যায় তাহাকে উপমান কহে। এবং যাহার উপমা তাহাকে উপমেয় কহে। (যেমন চন্দ্রসদৃশ মুখ) এখানে চন্দ্রউপমান, ও মুখ উপমেয়। ইত্যাদি স্থলে যে রূপ চন্দ্র হইতে মুখের ভিন্নতা বোধ হইতেছে। সেই রূপ ঈশ্বর হইতে জীবের ও ভেদ বিলক্ষণ রূপে প্রতীত হইতেছে। তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মাহ মেকো জীবোঽস্মি নান্যে জীবা ন চেশ্বরঃ।
মদবিদ্যা কল্পিতাস্তে স্যুরিতীথঞ্চ দূষিতং॥
অন্যথা নিত্য ইত্যাদি শ্রুত্যর্থো নোপপদ্যতে।
তথাহি কঠাঃ পঠন্তি॥

"সএব মায়া পরি মোহিতাত্মা শরীর মাস্থায় করোতি সর্ব্বং" ইত্যাদি-শ্রুত্যর্থাভাসমাদায় শঙ্করানুযায়িনঃ কেচিৎ কল্পয়ন্তি। ব্রহ্মৈবাবিদ্যয়া মোহিতং একো জীবোবাস্তবঃ, স চ অহমেব. মদন্যে জীবা মদবিদ্যয়া কল্পিতাঃ। সর্ব্বেশ্বরাখ্যঃ পুরুষশ্চ চিদাভাসাঃ সর্ব্বে স্বাপ্নিকা ইব রথাশ্বাদয়ঃ।

এক্ষণে, "সএব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীর মাস্থায়ক-রোতিসর্ব্বং" সেই ব্রহ্মই মায়া কর্ত্তৃক পরিমোহিত হইয়া, শরীর গ্রহণ পুরঃসর সকল করিতেছেন। ইত্যাদি শ্রুতির অর্থাভাস মাত্র গ্রহণে, শঙ্কর মতানুযায়িক কেহ কেহ কল্পনা করেন, যে অবিদ্যা পরিমোহিত ব্রহ্মই এক মাত্র বাস্তব জীব। সেই জীবই আমি। আমাহইতে অন্য জীবগণ আমারই অবিদ্যা পরি কল্পিত, এবং ঈশ্বরাখ্য পুরুষও আমার অবিদ্যা কল্পিত। স্বপ্নদৃষ্ট রথ অশ্বাদি সদৃশ। অনন্তর যখন আমি জ্ঞাতান্নতত্ত্ব হইব, তখন আর কেহই থাকিবেনা। যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট রথ অশ্বাদি, জাগ্রদবস্থায় থাকে না সেইরূপ। অতএব এক মাত্র জীবই সত্য। ইত্যাদি মতান্তর দূষণাভি-প্রায়ে, প্রথমতঃ তাহাদিগের মত উদীরণপূর্ব্বক, কহিতেছেন।

ব্রহ্মই এক মাত্র জীব, ও আমিই সেই জীব, অন্য আর জীব নাই, এবং ঈশ্বরও নাই, তাহারা সকলেই আমার অবিদ্যা পরি কল্পিত। ইত্যাদি যে মত, তাহা দূষিত॥

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ইতি ॥ ৪ ॥
একস্মাদীশ্বরান্নিত্যাচ্চেতনাত্তাদৃশা মিথঃ।

অথ জ্ঞাতাত্মনি ময়ি চিন্মাত্রতয়া অবস্থিতে তে ন ভবিষ্যন্তি স্বাপ্নিকা ইব রথাদয়ঃ। জাগরে ইত্যেক এব সত্যোজীব ইতি তদিদং প্রত্যাচষ্টে, ব্রহ্মাহমিতি। ইত্থং মোক্ষেহপি ভেদ প্রতিপাদনেন। অন্যথা পারমার্থিক ভেদানাঙ্গীকারে। তাং শ্রুতি মুদাহরন্তি। নিত্য ইতি। আত্মনি মনসি স্থিতং ॥ ৪ ॥

শ্রুত্যর্থং যোজয়তি একস্মাদিতি। যঃ পরেশো নিত্য শ্চেতন একোনিত্যানাং চেতনানাং বহূনাং জীবানাং কামান্ বাঞ্ছিতানি, যথাসাধনং বিদধাতি। তং যে ধীরাঃ পশ্যন্তি ধ্যায়ন্তি, তেষাং শান্তিঃ সংসার দুঃখ নিবৃত্তিঃ শাশ্বতীতি তদর্থঃ। ন খলু নিত্যানাং চেতনানাং অবিদ্যাকল্পিতত্বং প্রেক্ষাবতা শক্য মভি-

---

যদ্যপি উক্ত মত দূষিত না হয়, তাহা হইলে, “নিত্যোনিত্যানাং” ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না ॥

তথাহি, কঠোপনিষদে, কহিয়াছেন। যথা, “যিনি নিত্য চৈতন্য স্বরূপ পরমেশ্বর, চৈতন্যস্বরূপ ও নিত্যভূত বহু জীবগণের একমাত্র সাধনানুরূপ বাঞ্ছিতার্থ বিধান করেন। তাঁহাকে আত্মস্থ রূপে যে সকল ধীরগণ দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই শাশ্বত সুখের অধিকারী হয়েন, অন্যের অধিকার হয় না” ॥ ইতি ॥ ৪ ॥

অনন্তর, উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য কথন পূর্ব্বক, ভেদের নিত্যত্ব সাধিত করিতেছেন। যখন চৈতন্য স্বরূপ

ভিদ্যন্তে বহবো জীবা স্তেন ভেদঃ সনাতনঃ ॥ ৫ ॥
প্রাণৈকাধীন বৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা।
তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তে র্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে ॥

ধাতুং, ইত্যেকজীববাদকণ্ঠকুঠাররূপ মেতদ্‌বাক্যং। তাদৃশাইতি, নিত্যাশ্চেতনাশ্চেত্যর্থঃ। তেনেতি, নিত্যানাং চেতনানাং নিত্যাৎ চেতনাৎ ভেদপ্রতিপাদনেন ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

নম্বেবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তৎত্ব মসি, ইত্যাদেঃ কাগতি রিতিচেৎতত্রাহ প্রাণৈকেতি। নবৈ ইতি, বাগাদীনা মিন্দ্রিয়াণাং বাগাদি শব্দৈর্নাভিধানং, কিন্তু প্রাণায়ত্তবৃত্তিকত্বাৎ প্রাণশব্দেনৈবাভিধানং, প্রাণ-

---

এক ঈশ্বর হইতে, তাদৃশ চৈতন্য স্বরূপ বহু বহু জীবগণ, পরস্পর ভিন্ন হইয়া থাকেন। তখন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ অবশ্যই নিত্য, ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৫ ॥

এই রূপে, জীবও ঈশ্বর ভেদের নিত্যতা দেখাইয়া, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (অর্থাৎ দৃশ্যমান এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম,) ইত্যাদি শ্রুত্যর্থের বিরোধ আশঙ্কায় লিখিতেছেন। যেমন বাক্‌আদি ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণেরই এক মাত্র অধীন হওন হেতুক, প্রাণ শব্দে উচ্চারিত হইয়াছে। সেই রূপ এই জগৎ ও ব্রহ্মেরই অধীনবৃত্তিতা হেতুক, ব্রহ্ম শব্দে কথিত হইয়াছে ॥

এক্ষণে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ যে প্রাণ শব্দে উচ্চারিত হইয়াছে তাহা দেখাইতেছেন। যথা, ছান্দোগ্য উপনিষদে পঠিত আছে। "বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মন, ইত্যাদি করণ সকল, তৎতৎনামে খ্যাত হয় না, প্রাণ এই নামে আখ্যাত হয়। যে হেতু প্রাণই এই সকল বাক্‌আদি করণ রূপ হয়"।

তথাহি ছান্দোগ্যে পঠ্যতে।
নবৈবাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে, প্রাণ ইত্যাচক্ষতে, প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি॥ ইতি ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মব্যাপ্যত্বতঃ কৈশ্চি জগদ্ব্রহ্মেতি মন্যতে ॥
যদুক্তং শ্রীবিষ্ণু পুরাণে।
যোঽযং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ।
সত্যমেব জগৎ স্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্ ॥ ইতি ॥ ৭ ॥

রূপত্বঞ্চ যথাভবতি, এবং ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্বাৎ চিজ্জড়াত্মকস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মশব্দেনাভিধানং ব্রহ্মরূপত্বঞ্চ ইতি ॥ ৬ ॥

যদ্ধি যদ্ব্যাপ্যং তৎ তদ্রূপমিতি সঙ্কেতান্তরেণাপি তদদ্বৈতবাক্যং সঙ্গমনীয মিত্যাহ ব্রহ্মেতি। যোঽয়মিতি শ্রীবিষ্ণুং প্রতি দেবানাং বাক্যং। স্ফুটার্থং। ইত্থং চ স এব মায়েত্যাদৌ জীবস্য পরমাত্মাভেদঃ তদায়ত্ত বৃত্তিকত্বাদিভ্যাং ব্যাখ্যাতো বোধ্যঃ ॥ ৭ ॥

অর্থাৎ যেমত বাক্‌আদি ইন্দ্রিয়গণ, বাক্ চক্ষুঃ শ্রোত্র মন ইত্যাদি শব্দে কথিত না হইয়া, প্রাণের অধীন বৃত্তিতা হেতুক প্রাণ শব্দেই উক্ত হইয়াছে। সেই রূপ চিৎজড়াত্মক জগৎ ও ব্রহ্মের অধীন বৃত্তিতা হেতুক ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত হওয়ায় ব্রহ্ম রূপতা প্রতি পাদিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

ইহাও কেহ কেহ বলেন্ যে যেহেতু জগৎ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, অতএব জগৎ ও ব্রহ্ম ॥ তাহাই সংকেতদ্বারা বিষ্ণু পুরাণ বচন প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক, অবধারিত করিতেছেন। যথা, "হে দেব! যে হেতু আপনি জগৎ স্রষ্টা ও সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়া বিরাজ করিতেছেন। অতএব

প্রতিবিম্ব পরিচ্ছেদ পক্ষৌ যৌ স্বীকৃতৌ পরৈঃ।

উপাধৌ প্রতিবিম্বিতং তেন পরিচ্ছিন্নং বা ব্রহ্ম জীবরূপং স্যাৎ। উপাধের্বিগমে তু ব্রহ্মৈবৈকমিত্যাহুঃ কেবলাদ্বৈতিনঃ। তন্নিরাকর্ত্তুমাহ প্রতিবিম্বেতি। ব্রহ্মণো বিভুত্বাৎ নৈরূপ্যাচ্চ ন তস্য প্রতিবিম্বং। পরিচ্ছেদ-

এই দেবতা গণ আপনার নিকট আগমন করিয়াছে" ॥ ইতি ॥ ৭ ॥

অনন্তর প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদ বাদ খণ্ডন অভিপ্রায়ে কহিতেছেন। যাঁহারা প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদ পক্ষ স্বীকার করেন। তাঁহাদিগের সেই পক্ষ দ্বয়ই, ব্রহ্মের বিভুত্ব ও অবিষয়ত্ব, এই দুইটি হেতু দ্বারা, বিদ্বদ্‌গণ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ কেবলাদ্বৈতবাদিরা কহেন, উপাধিতে প্রতিবিম্বিত, অথবা উপাধি কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীবরূপ হয়েন্। ঐ উপাধির অপগম হইলেই শুদ্ধ একমাত্র ব্রহ্মই অবস্থিত থাকেন। তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত বাক্যটি নিতান্ত নিরর্থক। কারণ ব্রহ্ম, যখন বিভু (অর্থাৎ ব্যাপক) পদার্থ, এবং অবিষয় (অর্থাৎ কোন বস্তুর গ্রাহ্য নহেন) তখন, কোন মতেই, উপাধিতে প্রতিবিম্বিত, অথবা উপাধি কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যাহার পরিচ্ছেদ আছে, সেই বস্তুই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। এবং যে বস্তু পরিচ্ছিন্ন, সেই বস্তুই অন্য বস্তুর বিষয় হইয়া থাকে। সর্ব্ব ব্যাপক, ও অবিষয় ব্রহ্ম পদার্থ কখনই প্রতিবিম্বিত, অথবা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যদ্যপি ঐ পরিচ্ছেদের বাস্তবত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ও মহা

বিভুত্বা-বিষয়ত্বাভ্যাং তৌ বিদ্বদ্ভি র্নিরাকৃতৌ ॥ ৮ ॥
অদ্বৈতং ব্রহ্মণো ভিন্ন মভিন্নং বা ত্বয়োচ্যতে ॥
আদ্যে দ্বৈতাপত্তি রন্তে সিদ্ধ সাধনতা শ্রুতেঃ ॥ ৯ ॥

বিষয়ত্বা স্বীকারাচ্চ ন তস্য পরিচ্ছেদঃ। বাস্তবে পরিচ্ছেদে টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণ-খণ্ডবদ্বিকারিত্বাদ্যাপত্তিঃ ॥ ৮ ॥

ক্ষোদাক্ষমত্বাদপ্যদ্বৈতং নাভ্যুপেয়মিত্যাহ অদ্বৈত মিতি। জীব ব্রহ্মণো-রদ্বৈতং ব্রহ্মণো ভিন্নং ন বা, নাদ্যঃ, দ্বৈতাপত্তেঃ। নান্ত্যঃ, প্রতিপাদয়ন্ত্যা শ্রুতেঃ সিদ্ধ সাধনতা পাতাৎ। অদ্বৈতং হি ব্রহ্মাত্মকং অতঃ সিদ্ধং তদস্তি কিং তৎ প্রতিপাদনেন ॥ ৯ ॥

অনর্থ আপতিত হয়। অর্থাৎ ঐ পরিচ্ছেদের বাস্তবত্ব স্বীকার করিলে, টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণখণ্ডাদির ন্যায় বিকারিত্ব-রূপ মহা অনর্থ উপস্থিত হয়; অতএব প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদ বাদ পক্ষ সুতরাং দূষিত, ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৮ ॥

পুনর্ব্বার অদ্বৈত মত দূষণাভিপ্রায়ে কহিতেছেন। হে অদ্বৈত বাদিন্! তুমি যে অদ্বৈত অদ্বৈত কহিতেছ; বলদেখি জীব ব্রহ্মের ঐ অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কি না? আদ্যে, অর্থাৎ যদ্যপি কহ যে, অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। তাহা হইলে তোমার অদ্বৈতই থাকে না, দ্বৈতাপত্তি হয়। অন্তে, অর্থাৎ যদিচ অভিন্নই কহ। তাহা হইলেও তোমার সিদ্ধসাধনতা দোষ অপরিহার্য্য। কারণ, শ্রুতিই উহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অর্থাৎ অদ্বৈত যদি ব্রহ্মাত্মকই হয়, তাহা হইলে, তাহা শ্রুতি সিদ্ধই আছে, তাহার আর প্রতিপাদনে কি আবশ্যক ॥ ৯ ॥

অলীকং নির্গুণং ব্রহ্ম প্রমাণাবিষয়ত্বতঃ।
শ্রদ্ধেয়ং বিদুষাং নৈবেত্যূচিরে তত্ত্ববাদিনঃ ॥ ১০ ॥

ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং ভেদসত্যত্ব প্রকরণং চতুর্থং প্রমেয়ং ॥

নমু "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি শ্রুতেঃ নির্গুণমেব ব্রহ্ম বাস্তবং তত্রাহ অলীক মিতি। ন তাবৎ নির্গুণে ব্রহ্মণি প্রত্যক্ষং প্রমাণং রূপাদ্যভাবাৎ। নাপ্যনুমানং তদ্ব্যাপ্য লিঙ্গাভাবাৎ। ন চ শব্দঃ প্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং জাত্যাদীনাং তস্মিন্নভাবাৎ। ন চ তত্র ভাগলক্ষণয়া ভাব্যং, সর্ব্বশব্দাবাচ্য তদসম্ভবাদিতি পূর্ব্বমেবোক্তং ॥ ১০ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং ভেদসত্যত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ *

পুনশ্চ, "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" অর্থাৎ কেবল মাত্র চৈতন্যস্বরূপ সাক্ষী সেই পরমাত্মা নির্গুণ, ইত্যাদি শ্রুত্যর্থ অবলম্বনে যে, নির্গুণ ব্রহ্মই বাস্তব, এই রূপ অসঙ্গত সিদ্ধান্তকারিদিগের কল্পিত বাদ নিরাসপূর্ব্বক কহিতেছেন।

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যে, প্রমাণের অবিষয়তাহেতুক, "ব্রহ্ম নির্গুণ" ইহা অলীক, অতএব বিদ্বদ্গণের শ্রদ্ধেয় নহে॥ অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে, রূপাদির অভাবহেতুক প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাইতে পারে না। ব্যাপ্তি-লিঙ্গের অভাব বশতঃ অনুমানও যাইতে পারে না। এবং শব্দ প্রবৃত্তির কারণ ভূত জাতি গুণ ক্রিয়া এবং সংজ্ঞার অভাব হেতুক, শব্দও গমন করিতে পারে না। সুতরাং তাহাতে ভাগ লক্ষণাও হইতে পারে না। যেহেতু শব্দ-মাত্রের অবাচ্য ব্রহ্মেতে লক্ষণাশক্তিও কখনই যাইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; অতএব ব্রহ্ম নির্গুণ এরূপ সিদ্ধান্ত যে অসঙ্গত তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

ইতি জীবব্রহ্মের ভেদ সত্যত্ব প্রকরণ নামক চতুর্থ প্রমেয় ॥

॥ অথ জীবানাং ভগবদ্দাসত্বং ॥

তথাহি শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি ॥

ত মীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥ ইতি ॥ ১ ॥

স্মৃতিশ্চ ॥

ব্রহ্মা শম্ভু স্তথৈবার্ক শ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ।

এবমাদ্যা স্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা ॥ ইত্যাদ্যা ॥

সব্রহ্মকাঃ সরুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ।

জীবানাং হরিদাসত্বং প্রতিপাদয়িতুমাহ অথেতি। নম্নু হরিদাসত্বে স্বরূপসিদ্ধে কিমর্থং উপদেশঃ ইতি চেৎ তদভিব্যক্ত্যর্থঃ স উপদেশ ইতি গৃহাণ। এবমাহ শ্রুতিঃ। "ঘৃতমিব পয়সি গূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানং। সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানদণ্ডেন" ॥ ইতি ॥ তমিতি ঈশ্বরাণাং চতুর্মুখাদীনাং, দেবতানাং ইন্দ্রাদীনাং ॥ ১ ॥

অনন্তর জীবের ভগবদ্দাসত্ব দেখাইতেছেন। যথা, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে, "ব্রহ্মাদি ঈশ্বরদিগেরও পরম ঈশ্বর, ইন্দ্র আদি দেবতাবৃন্দের পরম দেবতা, ও দক্ষাদি প্রজাপতিগণের পরমপতি, এবং পর হইতেও পরতম, জগতের একমাত্র ঈশ্বর অতএব পূজ্য, যে দেব, তাঁহাকে জানিব" ॥ ইতি ॥ ১ ॥

উক্ত বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। যথা, "কমলাসন, মহাদেব ও চন্দ্র সূর্য্য এবং ইন্দ্রাদি দেবতাসকলেই, ভগবান্ বিষ্ণুর তেজযুক্ত" ॥ ইতি ॥

অর্চ্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিং ॥ইত্যাদ্যা চ॥
পাদ্মেচ, জীবলক্ষণে ॥
দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন ॥ ইতি ॥ ২ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং ভগবদ্দাসত্ব প্রকরণং
পঞ্চমং প্রমেয়ং ॥ *

ব্রহ্মাদীনা মৈশ্বর্য্যং পরমাত্মদত্ত মিত্যাহ ব্রহ্মেতি। দাসভূত ইতি নান্যস্য ব্রহ্মরুদ্রাদেঃ ॥ ২ ॥

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং জীবানাং হরিদাসত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ *

অপরও কহিতেছেন। "ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র, এবং মহর্ষিগণের সহিত অন্যান্য দেবতাগণ সকলেই সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন" ॥ ইতি ॥

পদ্ম-পুরাণে ও জীব-লক্ষণে কহিয়াছেন্। যথা, "জীব-গণ মাত্রেই ভগবান্ হরিরই দাসভূত, অন্য কাহার নহে" ॥ ইতি ॥ ২ ॥

* ইতি জীবের ভগবদ্দাসত্ব নিরূপণ প্রকরণ নামক
পঞ্চম প্রমেয় ॥ *

॥ অথ জীবানাং তারতম্যং ॥

অণুচৈতন্য রূপত্ব জ্ঞানিত্বাদ্য বিশেষতঃ।
সাম্যে সত্যপি জীবানাং তারতম্যঞ্চ সাধনাৎ ॥ ১।
তত্রানুক্তমুক্তং শ্বেতাশ্বতরৈঃ।
বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ইতি ॥

জীবানাং তারতম্যং বক্তুমাহ অথেতি। অণু ইতি। আদিশব্দাৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাপহত পাপ্মত্বাদীনি গ্রাহ্যাণি॥ সাধনাদিতি; কর্ম্মরূপাৎ ভক্তি-রূপাচ্চ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মতারতম্যাদৈহিকং, ভক্তি তারতম্যাত্তু পারত্রিকং ফল-তারতম্যং বোধ্যং ॥ ১ ॥

বালাগ্রেতি। সচ জীবো ভগবৎপ্রপন্নঃ আনন্ত্যায় কল্পতে, অন্তো মরণং, তদ্রাহিত্যায় ইত্যর্থঃ।।

অনন্তর (জীবের পরস্পর তারতম্য) দেখাইবার নিমিত্ত কহিতেছেন। (জীবগণের অণু, চৈতন্যরূপত্ব ও জ্ঞানিত্বাদির অবিশেষ হেতুক পরস্পর সাম্য) থাকিলেও, সাধন বিশেষ-বশতঃ, তারতম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ কর্ম্মরূপ ও ভক্তিরূপ সাধন তারতম্য হেতুক ঐহিক ও পারত্রিক তারতম্য হইয়া থাকে। কর্ম্ম তারতম্য হেতুক ঐহিক ফলের তারতম্য, এবং ভক্তির তারতম্য হেতুক পারত্রিক ফলের তারতম্য, এই রূপে জীবগণের স্বরূপতঃ সমত্ব থাকিলে ও সাধনজনিত ফল তার-তম্য হেতুক, তাহাদিগেরও পরস্পর তারতম্য হয় ॥ ১ ॥

এক্ষণে, জীবের অণু চৈতন্য রূপত্ব ও জ্ঞানিত্বাদি যাহা কহিয়াছেন, তন্মধ্যে অণুত্ব প্রতিপাদিত করিতেছেন। যথা, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। "শতভাগে বিভক্ত

চৈতন্যরূপত্বং জ্ঞানিত্বাদিকঞ্চষট্ প্রশ্ন্যাং।
এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা
বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ॥ ইতি॥ ২॥
আদিনা গুণেন দেহব্যাপিত্বঞ্চ শ্রীগীতাসু।
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ইতি॥

জ্ঞানিত্বাদিকঞ্চ ইত্যত্রাদিপদাৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বে। এষহীতি। এষবিজ্ঞানাত্মা পুরুষোজীব স্তস্য দ্রষ্টেত্যাদিনা রূপাদিভোগঃ প্রস্ফুটঃ। প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বে, "যজেৎ ধ্যায়েৎ" ইত্যাদি শ্রুতি বৈয়র্থ্যাং। সমাধ্যভাবশ্চ। প্রকৃতের ন্যোহংহমস্মীতি সমাধিঃ। নচৈষ জড়ায়াস্তস্যাঃ সম্ভবেৎ, নচ স্বস্য স্বান্যত্বং সম্ভবতি॥ ২॥

যথেতি বিশদার্থং। গুণাদ্বেতি। আল্কোকো দীপাদি র্যথা প্রভাখ্যগুণাৎ কৃৎস্নং গেহংব্যাপ্নোতি, এবং চেতনাখ্য গুণাৎ কৃৎস্নং দেহং জীব ইত্যর্থঃ।

যে বালাগ্র, সেই ভাগ যদি পুনর্ব্বার শতভাগে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে, তাহার যে একভাগ, তাহাই জীবরূপে জ্ঞেয়। সেই জীব ভগবৎ প্রপন্ন হইয়া, মোক্ষের ভাজন হয়"॥ইতি॥

অনন্তর চৈতন্য রূপত্ব, ও জ্ঞানিত্বাদি (আদিপদে প্রাপ্ত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি) রূপ ধর্ম্ম দেখাইতেছেন। যথা, ষট্প্রশ্নেতে "এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ জীবই, দ্রষ্টা, শ্রোতা, আঘ্রাণকর্ত্তা ও রসাস্বাদন কর্ত্তা, মন্তা, বোদ্ধা এবং কর্ত্তা"॥ ইতি॥ ২॥

অতঃপর, পূর্ব্বোক্ত আদিপদে প্রাপ্ত, গুণদ্বারা দেহ ব্যাপিত্বও দেখাইতেছেন। গীতাতে, যথা, "হে অর্জ্জুন! যেমত এক সূর্য্য এই অখিল লোককে প্রকাশিত করেন; সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞজীবও সমস্ত দেহ প্রকাশিত করে"॥ ইতি॥

আহচৈবং সূত্রকারঃ।
গুণাদ্বালোকবদিতি ॥
গুণনিত্যত্বমুক্তং বাজসনেয়িভিঃ।
অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তি ধর্ম্মা ॥ইতি॥ ৩ ॥
এবং সাম্যেপি বৈষম্য মৈহিকং কর্ম্মভিঃ স্ফুটং।
প্রাহুঃ পারত্রিকং তত্তু ভক্তিভেদৈঃ সুকোবিদঃ।

অবিনাশীতি। অরে মৈত্রেয়ি অয়মাত্মা জীবঃ স্বরূপতোঽবিনাশী। অনুচ্ছিত্তয় উচ্ছেদরহিতা ধর্ম্মা জ্ঞানাদয়ো যস্য স অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা, গুণতোঽপ্যবিনাশীত্যর্থঃ। নচানুচ্ছিত্তিরেব ধর্ম্মোযস্য ইতি ব্যাখ্যাতব্যং। অস্যার্থস্য অবিনাশীত্যনেনৈবাবগতত্বাৎ ॥ ৩ ॥

এবং অণুত্বাদিভির্জীবানাং সাম্যমুক্ত্বা, অর্থ সাধন হেতুকং বৈষম্যমাহ এবমিতি। ঐহিকং প্রপঞ্চগতং, পারত্রিকং ভগবল্লোকগতং। যথেতি। অস্মিন্

ইহা সূত্রকারও বেদান্তসূত্রে কহিয়াছেন। যথা, "গুণাদ্বালোকবদিতি" আলোক (অর্থাৎ দীপাদি) যেমত গুণদ্বারা সমস্ত গৃহ আলোকিত করতঃ ব্যাপিয়া থাকে, সেই রূপ জীবও চেতনাখ্য স্বীয় গুণদ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থিত থাকে ॥ ইতি ॥

অনন্তর প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক উক্ত গুণের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিবেন বলিয়া কহিতেছেন, যে বাজসনেয়িরা উক্ত গুণের নিত্যতা কহিয়াছেন। যথা, "অরে মৈত্রেয়ি। এই আত্মা (অর্থাৎ জীব) স্বরূপতই অবিনাশী, এবং উচ্ছেদশূন্য ধর্ম্মবিশিষ্ট।" অর্থাৎ গুণগণেরও নাশ নাই উহারাও নিত্যভূত ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ নিবহ দ্বারা, অণুত্বাদিরূপে জীবের

তথাহি কৌথুমাঃ পঠন্তি।

যথাক্রতু রস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি ॥ ইতি ॥

স্মৃতিশ্চ ।।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী ॥ ইতি ॥

লোকে পুরুষো যথাক্রতুঃ যাদৃশং সাধনং করোতি, তথা ইতঃ প্রেত্য অস্মাৎ লোকাৎ পরলোকং গত্বা ভবতি। সাধনানুরূপং ফলং ভবতি ইত্যর্থঃ। যাদৃশীতি গদিতার্থং॥ উপসংহরতি শান্তাদ্যা ইতি। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য রতয়ঃ পঞ্চভাবাঃ। তৈর্দ্দেবংভজতাং বৈষম্যং প্রস্ফুটং॥ যে খলু বিষ্বক্সেনানুযায়িনঃ "নিরঞ্জনঃ পরমংসাম্য মুপৈতি" ইতিশ্রুতেঃ মোক্ষে জীবানাং পরমং সাম্যং

পরস্পর সাম্য কহিয়া, এক্ষণে, সাধন বিশেষ হেতুক বৈষম্য কহিতেছেন।

এই রূপে, (অণুত্বাদিরূপে) জীবের সাম্য থাকিলেও কর্ম্ম দ্বারা ঐহিক বৈষম্য, এবং ভক্তি ভেদ দ্বারা পারত্রিক বৈষম্য স্ফুটই প্রতীত হইয়া থাকে, ইহা কোবিদগণেরা কহিয়া থাকেন॥

তথাহি কুথমী শাখায় পঠিত আছে। যথা, ইহলোকে পুরুষ যথাক্রতু, (অর্থাৎ যেরূপ সাধন করে) এই লোক হইতে গমন করিয়াও সেই রূপ হয়; অর্থাৎ স্বকীয় সাধনের অনুরূপ ফল ভোগ করে" ॥ ইতি ॥

এতদ্বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ কহিতেছেন। যথা, "যার যেরূপ ভাবনা, তার সেই রূপই সিদ্ধি হইয়া থাকে" ॥ ইতি ॥

এই রূপে জীবের সাধনজনিত ঐহিক ও পারত্রিক তারতম্য কহিয়া, তাহারই উপসংহার করিতেছেন।

শান্ত্যাদ্যা রতি পর্য্যন্তা যে ভাবাঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
তৈ র্দেবং স্মরতাং পুংসাং তারতম্যং মিথো মতং ॥ ৪ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং জীব তারতম্য প্রকরণং
ষষ্ঠ প্রমেয়ং ॥ *

স্বীচক্রুঃ তেষামপি বৈষম্যং দুষ্পরিহরং জীবান্ প্রতি শ্রীদেব্যাঃ শেষিত্বাঙ্গীকারাৎ বিষ্বক্সেনস্থ নিয়ামকত্ব স্বীকারাচ্চ ॥ ৪ ॥

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং জীব তারতম্য প্রকরণং ব্যাখ্যাতং। *

শান্তাদি রতি পর্য্যন্ত (শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য রতি) যে পাঁচটী ভাব, শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সেই ভাবানুসারে, যে সকল জীবগণ ভগবান্ হরির স্মরণাদি করে, তাহাদিগের পরস্পর তারতম্য সুতরাং হইয়া থাকে॥ অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এবং রতি, এই পাঁচটি ভাবানুসারে পৃথক্ পৃথক্ রূপে, কেহ শান্ত, কেহ দাস্য, কেহ সখ্য, কেহ বাৎসল্য, কেহবা রতি, ইত্যাদি প্রকারভেদে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে ভগবানের স্মরণাদি করায়, ভিন্ন ভিন্ন রস আস্বাদন পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন রসের পাত্র হইয়া থাকে। সুতরাং পরস্পর তারতম্যও হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

* ইতি প্রমেয়-রত্নাবলীতে জীব তারতম্য প্রকরণ
নামক ষষ্ঠ প্রমেয় ॥ *

॥ অথ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তে র্মোক্ষত্বং ॥

যথা।

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানি রিত্যাদি।

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য ইত্যাদি চ ॥

কৃষ্ণ প্রাপ্তে মু্ক্তিত্বং বক্তুমাহ জ্ঞাত্বে ত্যাদি গদিতার্থং॥ বহুধেতি।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিই যে পরম মোক্ষ, তাহা দেখাই-তেছেন যথা, পুর্ব্বোক্ত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে। “যিনি সদ্গুরুর নিকটে পরমেশ্বরতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহার দেহদৈহিক মমতাদি পাশ হানি ও মমতাদি পাশ হানি হইলে, সেই পাশ জন্য ক্লেশ সকল সমূলে ক্ষীণ হয়, অতঃপর জন্ম মৃত্যুর হানি হয়। (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুরূপ ঘোর সংসার সাগর হইতে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়)। অনন্তর উত্তরোত্তর ভগবানের অভিধ্যান দ্বারা লিঙ্গ শরীরের একেবারে নাশ হইলে, শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত ভাগবতপদ প্রাপ্ত হওতঃ পূর্ণাভিলাস হয়েন”। ইত্যাদি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

গোপাল তাপনী শ্রুতিতেও কহিয়াছেন। যথা, “পীঠমধ্যস্থিত তাঁহাকে যাঁহারা পূজা করেন, তাহারাই কেবল শাশ্বত সুখসম্ভোগে সমর্থ হয়েন” ইত্যাদিও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে আশঙ্কা করিতেছেন যে, যদ্যপি এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিই মোক্ষ হয়, তবে শ্রীরাম আদি অবতারগণের প্রাপ্তি কি মোক্ষ হইবে না। তাহাতে লিখিতেছেন।

বহুধা বহুভির্ব্বেশৈ র্ভাতি কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
তমিষ্ট্বা তৎপদে নিত্যে সুখং তিষ্ঠন্তি মোক্ষিণঃ ॥ ১ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তে র্মোক্ষত্ব-প্রকরণং সপ্তমং প্রমেয়ং ॥ *

শ্রীকৃষ্ণোপাসকানামিব শ্রীরামাদ্যুপাসকানাঞ্চ মোক্ষঃ। সুখতারতম্যং তু অবর্জনীয়ং ॥ ১ ॥

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ভক্তে র্মোচকত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ *

স্বয়ং প্রভু শ্রীকৃষ্ণই বহু বহু বেশে বহু প্রকারে প্রকাশিত হয়েন। অতএব যে কোন প্রকারেই হউক উপাসনা অনুসারে মোক্ষ প্রাপ্ত হওতঃ তাঁহারই সেই সেই নিত্যপদে সুখে অবস্থিত রহেন ॥ ১ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবলীতে ভক্তির মোচকত্ব প্রকরণ নামক সপ্তম প্রমেয় ॥ *

॥ অথৈকান্ত ভক্তে র্মোক্ষহেতুত্বং ॥

যথা শ্রীগোপালতাপন্যাং।

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং ॥ ইতি ॥

নারদপঞ্চরাত্রে চ ॥

নিষ্কাম ভক্তেমুক্তিকরত্বং বক্তুমাহ অথেতি। ভক্তিরস্যেতি। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আনুকূল্যেন শ্রবণাদিকা ভক্তি ভর্জনং। তথা অমুষ্মিন্ কৃষ্ণে মনঃ-কল্পনং চিন্তানুরঞ্জনঞ্চ। মনঃ কল্প্যতে অনুরজ্যতে অর্প্যতেঽনেন ইতি নিরুক্তেঃ। তাদৃশ শ্রবণাদিহেতুকো ভাবস্তদিত্যর্থঃ। উত্তমাত্বসিদ্ধয়ে তদিহেতি। ইহ-লোকে পরলোকে চোপাধি নৈরাস্যেন কৃষ্ণান্য ফলাভিলাস রাহিত্যেন তন্মাত্র-স্পৃহয়া জায়মান মিত্যর্থঃ। এতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং আনুসঙ্গেন মোক্ষ করমিত্যর্থঃ ॥ সর্ব্বোপাধীতি। সর্ব্বৈরুপাধিভিঃ কৃষ্ণান্যাভিলাসৈ র্বিনির্মুক্তং, নির্ম্মলং কর্ম্মা-দ্যনাবিলং তৎপরত্বেনানুকূল্যেন বিশিষ্টং। হৃষীকেণ শ্রোত্রাদিনা হৃষীকেশস্য

অতঃপর, ভক্তিই যে পূর্ব্বোক্ত মোক্ষের হেতু, ইহা প্রতিপাদিত করিবার পূর্ব্বেই ভক্তির লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন। যথা, গোপাল তাপনী শ্রুতিতে। "শ্রীকৃষ্ণের, আনুকূল্য পূর্ব্বক, শ্রবণাদি রূপ ভক্তিই, ভজন। ঐ ভজনটি, ঐহিক ও পারত্রিক ফল কামনাশূন্য ভাবে, শ্রীকৃষ্ণে-তেই মনের কল্পন রূপ হইলেই উত্তমা ভক্তি হয়। এবং নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ আনুষঙ্গিক মোক্ষকর হয়" ॥ ইতি ॥

সমস্ত উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের আরাধনাই উত্তমা ভক্তি। ইহা নারদ পঞ্চরাত্রে কহিয়াছেন। যথা, "সর্ব্বতোভাবে উপাধি সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তন্মাত্র অভিলাস হেতুক নির্ম্মল রূপে, শ্রোত্র আদি ইন্দ্রিয়বৃন্দ দ্বারা,

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎ পরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ ইতি ॥ ১ ॥
নবধা চৈষা ভবতি ॥
যদুক্তং শ্রীভাগবতে ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃস্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্য মাত্ম নিবেদনং ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তি শ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেধীতমুত্তমং ॥ ইতি ॥

সেবনং কায়িকং বাচিকং মানসিকং চ পরিশীলনং ভক্তি রিত্যর্থঃ। অত্র উত্তমাত্বং স্ফুটং ॥ ১ ॥

তদ্ভেদানাহ শ্রবণ মিতি। এষা নবলক্ষণা ভক্তি রর্পিতৈব পুংসা ক্রিয়তে নতু কৃত্বা অর্পিতা। তত্রাপি অদ্ধা সাক্ষাদেব নতু ফলান্তরেচ্ছাব্যবধানেন

ভগবান্ হৃষীকেশের যে, সেবন, তাহাকেই উত্তমা ভক্তি কহে" ॥ ইতি ॥ ১ ॥

উক্ত ভক্তি নয় প্রকার হইয়া থাকে। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে, প্রহ্লাদ মহাশয় কহিয়াছেন ॥ "ভগবান্ বিষ্ণুর, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ সেবন, অর্চ্চন ও বন্দন, ও দাস্য, ও সখ্য এবং আত্ম নিবেদন, এই নয় প্রকার ভক্তি। উহা যদ্যপি ভগবানে অর্পিত করতঃ পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই উত্তম অধ্যয়ন বোধকরি" ॥ ইতি ॥

এইরূপে ভক্তিপ্রতি পাদনানন্তর, উক্তভক্তি লাভের হেতু যে, সাধু ও গুরু সেবা ইহা কহিতেছেন।

যদ্যপি দেবতাভাবে, সাধুদিগের, ও গুরুর সেবা

সৎ সেবা গুরুসেবা চ দেবভাবেন চেদ্ভবেৎ।
তদৈষাভগবদ্ভক্তি র্লভ্যতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ২ ॥
দেবভাবেন সৎ সেবা যথাতৈত্তিরীয়কে।
অতিথি দেবোভব ॥ ইতি ॥
তর্যাতদ্ভক্তির্যথা শ্রীভাগবতে।
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো-
যদর্থঃ ॥

ক্রিয়তে চেদুত্তম মধীত মুত্তম:ভক্তি রিত্যহং মন্যেন ॥ ভক্তি লাভস্য হেতু-মাহ সৎ সেবেতি ॥ ২ ॥

দেব ভাবেনেতি। অতিথি রনিকেতনো হরিভক্তো দেবো হরিবৎ পূজ্যো যস্য স ত্বমীদৃশো ভব ইতি শিক্ষা ॥ নৈষামিতি প্রহ্লাদ বাক্যং। এষাং বহির্দৃষ্টীনাং মতি স্তাব দুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং ন স্পৃশতি ॥ যস্য মতিস্তস্য তদঙ্ঘ্রি-স্পর্শস্য অর্থঃ ফলং অনর্থাপগমঃ সংসৃতিবিনাশো ভবতি। তাবৎ কিয়দিত্য-

---

বিহিতাহয়। তাহাহইলেই এই ভগবদ্ভক্তিলাভ করিতে পারা যায়, নতুবা কোনমতেই হইতে পারেনা ॥ ২ ॥

দেবতাভাবে, সাধু ও গুরু সেবা রূপ হেতু কহিয়া, তন্মধ্যে প্রথমতঃ দেবতাভাবে, সাধুসেবা দেখাইতেছেন। যথা, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে। "অতিথি দেবহও" অর্থাৎ ভগবান্ হরির ন্যায় অতিথি সেবা করিও ॥ ইতি ॥

এবং সেই সাধু সেবা দ্বারা ভক্তিলাভ হয়, ইহা দেখাই-তেছেন। যথা, শ্রীভাগবতে। "যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন সাধু-গণের পদধূলীতে অভিষেক প্রার্থনা না করিবে। সেই পর্য্যন্ত এই বহির্দৃষ্টিকারি দিগের মতি, ভগবানের চরণস্পর্শ

মহীয়সাংপাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত-
যাবৎ ॥ ইতি ॥ ৩ ॥

দেবভাবেন গুরুসেবা যথাতৈত্তিরীয়কে।
আচার্য্য দেবো ভব ॥ ইতি ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদিচ ॥
যস্যদেবে পরাভক্তি র্যথাদেবে তথাগুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ইতি ॥

ত্রাহ মহীয়সামিতি। নিষ্কিঞ্চনানাং কৃষ্ণৈক ধনানাং মহীয়সাং সাধূনাং অঙ্ঘ্রি-রজোঽভিষেকং যাবন্ন বৃণীত পরিনিষ্টয়া যাবৎ তন্নসেবেত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

আচার্য্যো মন্ত্রোপদেষ্টা সদেবো হরিবৎ পূজ্যো যস্য সত্বমীদৃশো ভব ইতি শিক্ষা ॥ যস্যেতি। যস্য জিজ্ঞাসো র্যথা দেবে পরমাত্মনি তথা গুরৌ পরা-ভক্তিঃ স্যাৎ তস্যৈতে অস্যা মুপনিষদি কথিতা অর্থাঃ প্রকাশন্তে স্ফুরন্তি

করিতে সক্ষম হইবেনা। যে চরণস্পর্শ মাত্রে সংসাররূপ মহা অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া যায়" ॥ ইতি ॥ ৩ ॥

অনন্তর দেবভাবে গুরু সেবা দেখাইতেছেন। যথা, তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে। "আচার্য্য দেব হও" অর্থাৎ স্বীয়-মন্ত্রোপদেষ্টা গুরুকে ভগবান্ হরির তুল্য বোধে পূজা করিবে ॥ ইতি ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও কহিয়াছেন। যথা, যাহার দেবতার প্রতি পরম ভক্তি আছে, এবং যেমন দেবতায়, সেই-রূপ স্বীয় গুরুতে ভক্তি আছে। তাহাকেই এই সকল অর্থ কহিবে, এবং সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই প্রকাশ পাইবে" ॥ ইতি ॥

তয়াতদ্ভক্তি র্যথা শ্রীভাগবতে।

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়উত্তমং।
শাব্দেপরেচ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ং ॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যায়ৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদোহরিঃ ॥ ইতি ॥ ৪ ॥

অবাপ্ত পঞ্চসংস্কারো লব্ধ দ্বিবিধভক্তিকঃ।

নত্বেতদ্বিপরীতস্য ইত্যর্থঃ ॥ তস্মাদিতি। উত্তমং শ্রেয়ো জিজ্ঞাসুর্জনো গুরুং প্রপদ্যেত ॥ কীদৃশং, শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে, পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণেচ নিষ্ণাতং। তত্র গুরোরন্তিকে স্থিতোঽমায়য়া নিষ্কপটয়া অনুবৃত্ত্যা সেবয়া ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ ৪ ॥

অন্যান্ ভক্তিভেদান্ প্রপঞ্চয়িতুমাহ অবাপ্তেতি। লব্ধা বিধিরুচি-পূর্ব্বতয়া দ্বিবিধা ভক্তির্যেন সঃ। নন্বেকস্য ভক্তিদ্বয়লাভো বিরুদ্ধ ইতি-

---

এক্ষণে উক্ত গুরু সেবা দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়, ইহা কহিতেছেন। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে। "অতএব যিনি আপনার পরম শ্রেয় জিজ্ঞাসু হইবেন। তিনি বেদরূপ শাব্দ-ব্রহ্ম, ও শ্রীকৃষ্ণরূপ পরব্রহ্মেতে নিষ্ণাত, উপশম বিশিষ্ট গুরুর শরণ গ্রহণ করিবেন। এবং সেই গুরুকে আত্ম দৈবত বোধে অকপটে সেবা করতঃ তাঁহার নিকট হইতে ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে, যে ভাগবত ধর্ম্মে ভগবান্ হরি সন্তুষ্ট হয়েন" ॥ ইতি ॥ ৪ ॥

পুনশ্চ অপর, ও ভক্তির ভেদ দর্শাইবার নিমিত্ত কহি-তেছেন যিনি পাঁচটি সংস্কার, এবং বৈধী ও রাগ পূর্ব্বতা হেতুক, দুই প্রকার ভক্তি লাভ করিয়াছেন। তিনিই ভগবান্

সাক্ষাৎ কৃত্য হরিং তস্য ধাম্নি নিত্যং প্রমোদতে ॥৫ ॥
তত্র পঞ্চসংস্কারা যথাস্মৃতৌ ॥
তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তি হেতবঃ ॥ ইতি ॥

চেৎ সত্যং, যস্য যাদৃশ দেশিকসঙ্গ স্তস্য তাদৃশ ভক্তিলাভঃ। ইতি ন বিরোধঃ ॥ ৫ ॥

তাপ ইতি পাদ্মোত্তর খণ্ডে। অমী তাপাদয়ঃ সংস্কারাঃ পঞ্চ। তাপাদীন্ ব্যাচষ্টে। তেনৈমেবেতি। তপ্ত চক্রাদি ধারণেনৈব ইত্যর্থঃ ॥ তপ্ত চক্রাদি মুদ্রিং

হরির সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ, তাঁহার নিত্যধামে অবস্থিতি পূর্ব্বক পরমামোদ প্রাপ্ত হয়েন।। ৫ ।।

এক্ষণে, উক্ত হইল যে পাঁচটী সংস্কার, সেই পাঁচটী সংস্কার কি কি ? ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন।

যথা, স্মৃতিতে। " তাপ, পুণ্ড্র ধারণ, নামোচ্চারণ, মন্ত্র এবং যাগ এই পাঁচটীই সংস্কার। ইহারাই পরম একান্ত-ভক্তি লাভের হেতু " ॥ ইতি ॥

অনন্তর, তাপ আদি যে পাঁচটী সংস্কার উক্ত হইল ; ক্রমশঃ তাহাদেরই অর্থ প্রকাশনের অভিলাষে প্রথমতঃ তাপ শব্দের অর্থ করিতেছেন।

পঞ্চ সংস্কার মধ্যে উক্ত যে তাপ শব্দ, ঐ তাপ শব্দে তপ্ত চক্রাদি মুদ্রাধারণকে কহে। কিন্তু তপ্তমুদ্রা ধারণ শব্দে হরিনামাদি মুদ্রা ধারণ লক্ষিত হইবে। কারণ কলিকালে তপ্ত মুদ্রাধারণ অস্থিদুঃখকর বোধ করিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, প্রাচীন মহাজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত নাম মুদ্রাদি ধারণই

তাপোঽত্র তপ্তচক্রাদি মুদ্রাধারণমুচ্যতে।
তেনৈব হরি নামাদি মুদ্রা চাপ্যুপলক্ষ্যতে॥
সা যথা স্মৃতৌ।
হরিনামাক্ষরৈ র্গাত্র মঙ্কয়েচ্চন্দনাদিনা।
স লোক পাবনো ভূত্বা তস্যলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ইতি॥
পুণ্ড্রংস্যা দূর্দ্ধ পুণ্ড্রং ত-চ্ছাস্ত্রে বহুবিধং স্মৃতং।

কলিমলিন মনসাং ছুষ্করং মন্বানঃ পতিতানুদ্দিধীর্ষু র্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্চন্দনাদিনা শ্রীভগবন্নামমুদ্রাধৃতিং প্রাচাপি স্বীকৃতা মুপাদিক্ষৎ॥ সাচ পঞ্চ সংস্কারবাক্যে তপ্ত চক্রাদিধারণেনোপলক্ষিতা ইতি ভাবঃ॥

কর্ত্তব্য, ইহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ চন্দনাদি দ্বারা হরিনামাক্ষর মুদ্রা ধারণ করিবে॥

এতদ্বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ কহিতেছেন। যথা, "যিনি চন্দনাদি দ্বারা, হরিনামাক্ষরে গাত্র অঙ্কিত করেন। তিনি সমস্ত লোকপাবন হইয়া, ভগবল্লোক প্রাপ্ত হয়েন"॥ ইতি॥

তাপশব্দের অর্থ প্রতিপাদনানন্তর পুণ্ড্র শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতেছেন।

পঞ্চ সংস্কার মধ্যে, পুণ্ড্র শব্দে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র। ঐ ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র হরিমন্দিরাকৃতি, এবং হরিপদাকৃতি প্রভৃতি বিবিধ-প্রকারে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, এই পুণ্ড্র অতি শুভ জনক॥

অনন্তর নাম শব্দার্থ কহিতেছেন। পঞ্চ সংস্কার সংখ্যায় পরিগণিত যে নাম শব্দ, এই নাম, ভগবান্ হরির ভৃত্যত্ব-বোধক হয়েন॥

হরিমন্দির তৎ পাদাকৃত্যাদ্যতি শুভাবহং ॥
নামাত্র গদিতং সদ্ভি র্হরি ভৃত্যত্ব বোধকং।
মন্ত্রোঽষ্টাদশবর্ণাদিঃ স্বেষ্টদেববপুর্মতঃ ॥
শালগ্রামাদিপূজা তু যাগশব্দেন কথ্যতে।
প্রমাণান্যেষু দৃশ্যানি পুরাণাদিষু সাধুভিঃ ॥ ৬ ॥
নবধাভক্তির্বিধিরুচিপূর্ব্বা দ্বেধা ভবেদ্যয়া কৃষ্ণঃ।

পুণ্ড্র মিতি হরিমন্দিরাদি তিলকং। "তিলকং তমাল পত্রং চিত্রক মুক্তং বিশেষকং পুণ্ড্রং" ইতি হলায়ুধঃ। স্ফুটার্থ মন্যৎ ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বত্র উদ্দিষ্টং ভক্তি দ্বৈবিধ্যং স্ফুটয়তি নবধেতি। বিধিপূর্ব্বা বৈধী,

---

এবং মন্ত্রশব্দ যাহা উক্ত হইয়াছে; সেই মন্ত্র, অষ্টাদশাক্ষরাদি, এবং উহা স্বীয় ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ বিগ্রহ-রূপে অভিমত ॥

এই রূপে তাপাদি শব্দার্থ কথনানন্তর, এক্ষণে যাগশব্দের অর্থ কহিতেছেন। যাগশব্দে শালগ্রামাদির পূজাকে কহে ॥

পঞ্চ সংস্কার শব্দার্থ কহিয়া, এক্ষণে, এই পঞ্চ সংস্কার যে স্বকপোল কল্পিত নহে, সপ্রমাণ, ইহা প্রতি পাদন করিবার নিমিত্ত কহিতেছেন।

উক্ত বিষয়ে (পঞ্চ সংস্কার বিষয়ে) প্রমাণ নিবহ পুরাণাদি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি বর্ত্তমান রহিয়াছে, সাধু সকলে অবশ্যই উহা দর্শন করিবেন ॥ ৬ ॥

শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি যে নববিধ ভক্তি উক্ত হইয়াছে; উহা বিধিপূর্ব্বিকা, ও রাগপূর্ব্বিকা, অর্থাৎ বৈধী, ও রাগানুগা, এই রূপে দ্বিধা বিভক্তা হয়েন। এই ভক্তি দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

ভূত্বা স্বয়ং প্রসন্নো দদাতি তত্ত দীপ্সিতংধাম ॥ ৭ ॥
বিধিনাভ্যর্চ্চ্যতে দেব-শ্চতুর্বাহ্বাদি রূপধৃৎ।
রুচ্যাত্মকেন তেনাসৌ নৃলিঙ্গঃ পরিপূজ্যতে ॥ ৮ ॥
তুলস্যশ্বত্থধাত্র্যাদি-পূজনং ধাম নিষ্ঠতা।

রুচিপূর্ব্বা তু রাগানুগা, ইতি হরিভক্তিরসামৃতেঽস্য বিস্তরঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ ৭ ॥

ভক্তি ভেদস্য ভজনীয় ভেদমাহ বিধিনেতি। চতুর্বিতি, পরমব্যোমাধিপতির্বাসুদেবঃ। চতুর্ব্বাহু রনিরুদ্ধশ্চ শ্বেতদ্বীপপতিঃ। আদিনা অষ্টভুজো দশভুজশ্চেতি। চতুর্ভুজঃ শ্যামলাঙ্গঃ শ্রীভূলীলাভিরন্বিতঃ। বিমলৈ ভূর্ষণৈ র্নিত্যৈর্ভূষিতো নিত্য বিগ্রহৈঃ ॥ পঞ্চায়ুধৈঃ সেব্যমানঃ শঙ্খচক্র ধরো হরিঃ ॥ ইতি ॥ শ্রীনারতাষ্টভুজমণ্ডলমধ্যলক্ষ্ম্যা স্পর্দ্ধচ্ছ্রিয়া পরিবৃতো বনমালয়াদ্য ॥ ইতি ॥ দশবাহুর্মহাতেজা দেবতারিনিসূদনঃ। শ্রীবৎসাঙ্কো হৃষীকেশঃ সর্ব্বদৈবতপূজিতঃ ॥ ইতিচ স্মৃতেঃ ॥ নৃলিঙ্গো যশোদা স্তনন্ধয়ঃ কৌশল্যা স্তনন্ধয়শ্চ ॥ ইতি বেদান্ত স্যমন্তকে অস্য বিস্তরঃ ॥ ৮ ॥

তুলস্যা শ্বত্থেতি। ধামনিষ্ঠতা নিষ্ঠয়া শ্রীমথুরাদি ধাম নিবাসঃ ॥ সামর্থ্যে

প্রসন্ন হওতঃ ভক্তদিগকে তত্তৎ অভিলষিত ধাম প্রদান করেন ॥ ৭ ॥

উক্ত ভক্তি ভেদ দ্বারা ভজনীয়েরও ভেদ দেখাইতেছেন।

বিধি, অর্থাৎ বৈধী ভক্তি দ্বারা, ভগবান্ চতুর্ব্বাহু অষ্টবাহু ও দশবাহু ইত্যাদি রূপ ভেদে পূজিত হয়েন; এবং রাগানুগা ভক্তি দ্বারা, মনুষ্য লিঙ্গধারী ভগবান্ যশোদানন্দন ও কৌশল্যানন্দন পূজিত হয়েন ॥ ৮ ॥

অনন্তর ভক্তির অনেক প্রকার অঙ্গ দেখাইতেছেন।

তুলসী, অশ্বত্থ, ও ধাত্রী আদি বৃক্ষের পূজন, এবং মথুরাদিধামে নিবাস করিবে। অর্থাৎ যদ্যপি সামর্থ্য থাকে, তাহা

অরুণোদয় বিদ্ধস্তু সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ।
জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয় বিদ্ধং পরিত্যজেৎ ॥ ৯ ॥

সম্ভোতদ্ধরীরেণ, তদভাবে ভাবনয়া, ইতি বোধ্যং॥ অরুণোদয়েত্যাদি, হরিভক্তিবিলাসে অস্য বিস্তারঃ ॥ ৯ ॥

হইলে এই শরীর দ্বারাই তৎতৎধামে বাস করিবে, যদি সামর্থ্য না থাকে তাহা হইলে কেবল ভাবনা মাত্র করিবে ॥

অনন্তর, বৈষ্ণব ব্রত সকলের সামান্যত দিন নির্ণয়, অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তিবিলাস মতানুসারে, একাদশী প্রভৃতি হরিব্রত তিথি সকল কিরূপ বিদ্ধ হইলে পরিত্যাজ্য, ও কিরূপ হইলেই গ্রাহ্য, তাহাই সংক্ষেপে নির্ধারণ করিতেছেন। যদ্যপি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে, পদ্ম-পুরাণ বচন, যথা, "পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা। তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ" ॥ ইতি ॥ যেমত একাদশী শ্রবণনক্ষত্রযুক্ত হইলেও যদ্যপি অরুণোদয়ে দশমী বিদ্ধা হয়, তবে তাহাকে ত্যাগ করিবে। সেইমত জন্মাষ্টমীও রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত হইলেও যদি সপ্তমীবিদ্ধা হয়, তাহা হইলে তাহাকেও পরিত্যাগ করিবে" ॥ এই শ্লোকের টীকার তাৎপর্য্য। "কেহ কেহ কহেন যে, যথা, ও তথা শব্দ দ্বারা, অর্থাৎ যেমত অরুণোদয়কালে দশমীবিদ্ধা একাদশী পরিত্যাজ্য হয়। সেইমত অরুণোদয়-কালে সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমীও পরিত্যাজ্য হইবে ॥ তাহাদিগের এই প্রয়াসটী নিতান্ত অসঙ্গত ও অমূলক। কারণ একাদশী ব্যতিরিক্ত তিথির অরুণোদয়কালে বেধই হইতে পারে না; যেহেতু প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথিসকল সূর্য্যোদয়-

কাল আরম্ভ করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়া সম্পূর্ণা হয়। কেবল একাদশীই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ডকাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া সম্পূর্ণা হয়েন। সুতরাং কেবলমাত্র একাদশীই অরুণোদয়কালে দশমীবিদ্ধা হইলে পরিত্যাজ্য হইবে। কিন্তু জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য সকলতিথিই, যখন সূর্য্যোদয় কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া সম্পূর্ণা হইল, তখন অরুণোদয়-কালে কিরূপে বিদ্ধ হইতে পারে? কখনই হইতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণালক্ষণে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে" ॥ স্কন্দ-পুরাণ বচন যথা।

"প্রতিপৎ প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ। সম্পূর্ণা-ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর বর্জিতাঃ" ॥ ইতি ॥ প্রতিপৎ আদি তিথি সকল সূর্য্যের এক উদয় আরম্ভ করিয়া, প্রবৃত্ত হইয়া যদি অন্য উদয় অবধি থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণা হয়। কিন্তু হরিবাসর একাদশী এ প্রকার নহে। উহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, মুহূর্ত্ত দ্বয় চারিদণ্ড কাল, যদ্যপি থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণা হয়; অতএব একাদশী ব্যতি-রিক্ত অন্য তিথির অরুণোদয়ে বেধ হইবে, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত ও অমূলক ॥ ইত্যাদি বচন দ্বারা বোধ হইতেছে, যে কেবল একাদশাই, যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ড মধ্যে দশমী বিদ্ধা হয়, তাহা হইলেই অগ্রাহ্য উপবাস যোগ্য হইবে না। কিন্তু জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তিথি সকল সূর্য্যোদয়-কালেই, (অর্থাৎ যদি সূর্যোদয় কালে অন্য তিথির প্রবেশ হয় তাহা হইলে) বিদ্ধ হইবে, এবং ব্রতাচরণের যোগ্য হইবে না। তথাপি অজ্ঞান ভ্রান্তমতিগণের অনায়াসে বোধ

লোকসংগ্রহ মন্বিচ্ছ ন্নিত্য নৈমিত্তিকং বুধঃ।

লোকেতি। স্বনিষ্ঠঃ পরিনিষ্ঠিতো নিরপেক্ষশ্চ ইতি ত্রিবিধো ভক্ত্যধিকারী। তত্র, স্বনিষ্ঠঃ স্বাশ্রমঃ স্ববিহিতান্যহিংস্রাণি কর্ম্মাণি আফলোদয়ং নিষ্কামঃ সন্ কুর্য্যাদেব। নিরপেক্ষো হরিনিরতঃ, তেন মানসিকান্যেব হর্য্যর্চ্চনান্যনুষ্ঠেয়ানি। ইতি নিরাশ্রমস্য তস্য স্বরূপেণ কর্ম্মত্যাগঃ। পরিনিষ্ঠিত স্তু

সৌকর্য্যার্থে (যদ্দৃষ্টে আর কিছুমাত্র ভ্রম না হইতে পারে এমত প্রকারে) সংক্ষেপে শাস্ত্র তাৎপর্য্য সঙ্কলন পূর্ব্বক লিখিতেছেন॥

হরিবাসর একাদশীই কেবল অরুণোদয় কালে দশমীবিদ্ধা হইলে পরিত্যাজ্য হইবে। এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য তিথি সকল, সূর্য্যোদয়কালে যদি অন্য তিথিতে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। নতুবা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে (অর্থাৎ অরুণোদয় কালে অন্য তিথি থাকিলে) বিদ্ধ হইবে না, ব্রতাচরণ যোগ্য হইবে॥ ৯॥

অনন্তর ত্রিবিধ ভক্তাধিকারিরই কিরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ইহা লিখিতেছেন।

যিনি প্রতিষ্ঠিত হওতঃ লোক সংগ্রহেচ্ছুক হইবেন, তিনি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিবেন; কিন্তু কোন মতেই ভক্তির প্রাধান্য পরিত্যাগ করিবেন না॥

অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত, নিরপেক্ষ, এই তিন প্রকার ভক্তির অধিকারী। তন্মধ্যে যিনি স্বনিষ্ঠ, (অর্থাৎ স্বাশ্রম) তিনি নিষ্কামভাবে ফলোদয় পর্য্যন্ত স্ববিহিত অহিংস্র কর্ম্ম সকল আচরণ করিবেন; এবং যিনি নিরপেক্ষ, (অর্থাৎ হরিনিরত) তিনি কেবল মানসিক মাত্র, ভগবানের অর্চ্চনাদি

প্রতিষ্ঠিতশ্চরেৎ কর্ম্ম ভক্তি প্রাধান্য মত্যজন্ ॥ ১০ ॥

দশনামাপরাধাংস্তু যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১ ॥

আশ্রমস্থঃ প্রতিষ্ঠিতো লব্ধ মহাশর্মশ্চেৎ তানি লোক সংগ্রহায় কুর্য্যাৎ গৌণ-কালে, ভক্তিং তু তাৎপর্য্যেণ অনুতিষ্ঠেৎ। ইতি সূত্রে ভাষ্যে, শ্রীগীতাভূষণে, চ বিস্তৃতং। ভক্তি সন্দর্ভেঽপি এবমেব বিস্তৃতং দ্রষ্টব্যং ॥ ১০ ॥

যানাদিকৃত হরিমন্দির গমনাদয়ঃ সেবাপরাধা বারাহাদৌ কথিতাঃ। তে তু সন্তত সেবয়া মার্জনীয়াঃস্যু রিতি তে বর্জনীয়া এব॥ যেচ নামাপরাধা দশ, পাদ্মে দর্শিতাঃ। তেষাং তু সন্তত নামাবৃত্ত্যা বিমার্জনং স্যাৎ তাদৃশ নামা-বৃত্তেশ্চ দুঃশক্যত্বাৎ তে দশ যত্নাৎ পবিবর্জনীয়াঃ ইত্যাহ দশইতি। তে চ, সতাং নিন্দা। ১। শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাৎ শিবনামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননং। ২। গুর্ব্ব-বজ্ঞা,। ৩। শ্রুতি তদনুযায়ি শাস্ত্র নিন্দা। ৪। হরিনাম মহিম্নি অর্থ বাদমাত্র-মেতদিতি মননং। ৫। তত্র প্রকারান্তরেণার্থ কল্পনং। ৬। নাম বলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ। ৭। অন্য শুভক্রিয়াভির্নাম্নাং সাম্যমননং। ৮। অশ্রদ্দধানে বিমুখে চ নামোপদেশঃ। ৯। শ্রুতেঽপি নাম্নাং মাহাত্ম্যে তত্রাপ্রীতিঃ। ১০। ইতি তেচৈতে সনৎকুমারেণ নারদং প্রতি উপদিষ্টা বোধ্যাঃ ॥ ১১ ॥

করিবেন। এবং যিনি পরিনিষ্ঠিত, (অর্থাৎ আশ্রমস্থ) তিনি প্রতিষ্ঠিত হওতঃ লোক সংগ্রহ নিমিত্ত কার্য্য করিবেন। কিন্তু তাৎপর্য্যতে ভক্তিরই প্রাধান্য রক্ষা পূর্ব্বক, উহারই অনুষ্ঠান করিবেন॥ ইতি ॥ ১০ ॥

এক্ষণে যে দশটী নামাপরাধ শাস্ত্রে উক্ত আছে, তাহাদি-গকে পরিত্যাগ করিতে কহিতেছেন। সাধুনিন্দা। ১। শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবনামাদির স্বাতন্ত্র্য মনন। ২। গুরুজনে অবজ্ঞা। ৩। শ্রুতি এবং তদনুযায়ি শাস্ত্র নিন্দন। ৪। হরিনাম মহিমাতে অর্থবাদ বুদ্ধি। ৫। এবং তাহাতে প্রকা-রান্তরে অর্থকল্পনা। ৬। নাম বলে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপে

কৃষ্ণাবাপ্তি ফলা ভক্তি রেকান্তাত্রাভিধীয়তে।
জ্ঞান বৈরাগ্য পূর্ব্বা সা ফলং সদ্যঃ প্রকাশয়েৎ ॥ ১২ ॥
* ইতি প্রমেয়-রত্নাবল্যাং বিশুদ্ধভক্তে মু্ক্তিপ্রদত্ব-
প্রকরণং অষ্টমং প্রমেয়ং ॥ *

উপসংহরতি কৃষ্ণেতি একান্তেতি। তদন্য ফলতায়াং তু অনেকান্ততা ইত্যর্থঃ। সা চেৎ জ্ঞানাদি পূর্ব্বা স্যাৎ, তদা কৃষ্ণাবাপ্তি লক্ষণং ফলং সদ্যস্ত্বরয়া প্রকাশয়েৎ, অন্যথা তু বিলম্বেন। "তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত গৃহীতয়া"॥ ইত্যাদি স্মৃতেঃ॥ জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং ॥ ১২ ॥

* ইতি বিশুদ্ধভক্তে মু্ক্তি প্রদত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ *

প্রবৃত্তি। ৭। অন্য শুভক্রিয়ার সহিত নামের সমতা বোধ। ৮। শ্রদ্ধারহিত অথবা বিমুখ ব্যক্তিতে নামোপদেশ। ৯। নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ও তাহাতে অপ্রীতি। ১০। এই দশটি নামাপরাধ। ইহাকে অতি যত্নপূর্ব্বক পরিবর্জন করিবে ॥ ১১ ॥

অতঃপর উপসংহার করিতেছেন।

পূর্ব্বে যে একান্ত ভক্তি অভিহিত হইয়াছে। ঐ ভক্তির এক মাত্র ফল শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি। এই ভক্তি যদ্যপি জ্ঞান ও বৈরাগ্য পূর্ব্বিকা হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিরূপ স্বীয় ফল প্রকাশিত করে। অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান, ও বৈরাগ্যপূর্ব্বক একান্ত ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি ফল, অতি সত্বরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যথা কিছু বিলম্বে হয় ॥ ১২ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবলীতে বিশুদ্ধ ভক্তির মুক্তি-
প্রদত্ব প্রকরণ নামক অষ্টম প্রমেয় ॥ *

॥ অথ প্রত্যক্ষানুমান শব্দানামেব প্রমাণত্বং ॥

যথা শ্রীভাগবতে ॥

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্য মনুমানং চতুষ্টয়ং ॥ ইতি ॥ ১ ॥

প্রত্যক্ষেহন্তর্ভবেদ্যস্মা দৈতিহ্যং তেন দেশিকঃ।

ত্রীণ্যেব প্রমাণানি ইতি বক্তুমাহ অথ প্রত্যক্ষেতি। প্রমাণানাং ত্রিত্ব মত্র প্রমেয়ং। এবকারা দেতদন্যেষামুপমাদীনা মেষু ত্রিম্বন্তর্ভাবান্নাধিক্য মিতি বেদান্তস্যমন্তকে প্রমাণ নিরূপণে দ্রষ্টব্যং। শ্রুতেঃপ্রাধান্য মভিপ্রেত্য পূর্ব্বং তামাহ শ্রুতি রিতি ॥ ১ ॥

নন্বৈতিহ্য মধিকং পঠিতং, ত্রয়ং প্রমাণং কথমিতিচেৎ, তত্রাহ প্রত্যক্ষেহন্তরিতি। অনির্দ্দিষ্ট বক্তৃকতাগত পারম্পর্য্য প্রসিদ্ধ মৈতিহ্যং। যথা "ইহবটে যক্ষো নিবসতি" ইতি। তচ্চাদিমেন পুংসা দৃষ্টত্বাৎ প্রত্যক্ষান্তর্গত মিতি ত্রয়-

---

অনন্তর, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও শব্দ, এই তিনটি প্রমাণই আচার্য্য স্বীকৃত। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যের অভিমত যে উপমানাদি প্রমাণ, তাহারা আচার্য্যস্বীকৃত ঐ তিনটি প্রমাণেরই অন্তর্ভূত হয়, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন।

প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটিই প্রমাণ। যথা, শ্রীভাগবতে। "শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য, অনুমান, এই চারিটি প্রমাণ ॥ ইতি ॥ ১ ॥

ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, যে প্রথমতঃ কহিয়াছেন, প্রত্যক্ষাদি তিনটি মাত্রই প্রমাণ। কিন্তু তদ্বিষয়ে যে শ্রীমদ্ভাগবত বচন প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাহাতে ঐতিহ্য একটি অতিরিক্ত হওয়ায়, চারিটি প্রমাণ রূপে প্রতীতিহেতুক স্ববাক্যবিরোধ হইতেছে। অতএব লিখিতেছেন।

ঐতিহের প্রত্যক্ষে অন্তর্ভাব হেতুক, শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য,

প্রমাণং ত্রিবিধং প্রাখ্যৎ তত্র মুখ্যা শ্রুতি র্ভবেৎ॥ ২॥
প্রত্যক্ষ মনুমানঞ্চ যৎসাচিব্যেন শুদ্ধিমৎ।
মায়ামুণ্ডাবলোকাদৌ প্রত্যক্ষং ব্যভিচারি যৎ॥

মেব প্রমাণং। দেশিকো মধ্ব মুনিঃ॥ মনুশ্চৈব মাহ। "প্রত্যক্ষং চানুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমং। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা" ॥ ইতি॥ তত্র ত্রিষু প্রমাণেষু মধ্যে শ্রুতি স্বপৌরুষেয় বাক্য সংহতি মুখ্যা ভবেৎ, পরমার্থ প্রমাপকত্বাৎ॥ ২॥

মুখ্যত্বং দর্শয়িতু মাহ প্রত্যক্ষ মিতি। যৎ সাচিব্যেন যস্য সাহায্যেন শুদ্ধিমৎ প্রমাজনকং। যথা, দৃষ্টচরমায়ামুণ্ডস্য পুংসঃ ভ্রান্ত্যা সত্যোঽপ্যবিশ্বস্তে

ত্রিবিধই প্রমাণ কহিয়াছেন। (অর্থাৎ যাহার বক্তার নির্দ্দেশ নাই, অথচ পরম্পরা প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহাকেই ঐতিহ্য কহে। যেমন, "এই বট বৃক্ষে যক্ষ বাস করে" এইরূপ একটী বাক্য চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রথমতঃ যে পুরুষ দেখিয়াছে, তাহার অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যক্ষে অন্তর্ভাব হেতুক, ঐতিহ্য যে একটী অতিরিক্ত প্রমাণ, ইহা স্বীকার করিতে হয় না। অতএব পূর্ব্বোক্ত-বাক্যের আর কোন মতেই বিরোধ আশঙ্কা হইতে পারিল না। এবং উক্ত প্রমাণত্রয়ের মধ্যে অপৌরুষেয় বাক্য শ্রুতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ॥ ২॥

একমাত্র শ্রুতিই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ, ইহা পুনর্ব্বার যুক্তি সহকারে কহিতেছেন।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান ইহারা উভয়েই শব্দপ্রমাণ সাহায্যে প্রমাজনক হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ মায়ামুণ্ডাবলোকনাদি স্থলেতে (অর্থাৎ ইন্দ্রজালাদি দ্বারা

অনুমা চাতিধূমেহদ্রৌ বৃষ্টি নির্বাপিতাগ্নিকে।

তদেবেদমিত্যাকাশ বাণ্যা প্রত্যক্ষং পরিশুদ্ধং। যথা চ ভোঃশীতার্ত্তাঃ পথিকাঃ মাঽস্মিন্ বহ্নিং সম্ভাবয়ত, দৃষ্টং ময়া বৃষ্ট্যাঽত্রাঽধুনা স নির্ব্বাণঃ। কিন্তু অস্মিন্ ধূমোদগারিণি শৈলে সোঽস্তি। ইত্যনুমানং চ পরিশুদ্ধং॥ স্বতন্ত্রে তু তে সব্যভিচারে ভবত ইত্যাহ মায়েতি। যথা মায়াবী কিঞ্চনমুণ্ডং মায়য়া দর্শয়িত্বা আহ চৈত্রস্য মুণ্ডমিদমিতি। নচ তৎতস্য। ইতি প্রত্যক্ষস্য ব্যভিচারঃ। বৃষ্ট্যা তৎক্ষণনির্ব্বাপিতবহ্নৌ চিরমধিকোদিত্বর ধূমে শৈলে, বহ্নিমান্ ধূমবত্বাৎ। ইত্য-

---

মিথ্যা মুণ্ডাদি দর্শনে) প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ ব্যভিচার হইতেছে। এবং যে পর্ব্বতে তৎকাল বৃষ্টি দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া, অধিকতর ধূম উত্থিত হইয়া থাকে। তাহাতে অনুমানের ব্যভিচার হইতেছে। অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমান ইহারা উভয়েই স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে॥ অর্থাৎ পূর্ব্বে মায়ামুণ্ড দর্শনে একবার যাঁহার অবিশ্বাস হইয়াছে। তাঁহাকে সত্যমুণ্ড দর্শন করাইলেও তিনি মিথ্যা রূপে বোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই সময় যদি আকাশ বাণী হয়, যে "ইহা সত্য" তাহা হইলে পুনর্ব্বার তাঁহার বিশ্বাস উদ্ভূত হয়। এবং এইরূপ, পর্ব্বতে বৃষ্টি দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া অধিকতর ধূম উত্থিত হওয়াতে অনুমানের ব্যভিচার হেতুক, যিনি অবিশ্বস্ত হইয়াছেন। সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি কেহ উপদেশ প্রদান করেন, যে আমি দেখিয়াছি ঐ পর্ব্বতে বৃষ্টি দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ হেতুক ধূম উত্থিত হইতেছে, উহাতে অগ্নি নাই। কিন্তু এই পর্ব্বতে যে ধূম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ইহাতে যথার্থ অগ্নি আছে। এস্থলে ঐ শব্দ প্রমাণ সাহায্য হেতুক বিশ্বাস উৎপত্তি হওয়ায় অনুমানও পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব

অতঃ প্রমাণং তৎতচ্চ স্বতন্ত্রং নৈব সম্মতং ॥ ৩ ॥
অনুকূলো মতস্তর্কঃ শুষ্কস্তু পরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪ ॥
তথাহি বাজসনেয়িনঃ ॥
আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা-
সিতব্যঃ ॥ ইতি ॥

নুমানস্য ব্যভিচারঃ। নেত্র জ্বালাকরত্বাদি ধূম লক্ষণং চাত্রাস্ত্যেব। অত ইতি স্ফুটার্থং ॥ ৩ ॥

তর্হ্যনুমানং পরিত্যাজ্য মিতিচেৎ তত্রাহ অনুকূলইতি। শ্রুত্যর্থপোষকোঽনুকূলঃ। তদ্বিরোধী তু প্রতিকূল ইত্যর্থঃ। তর্কস্য ব্যাপ্তিগ্রহে শঙ্কানিবর্ত্তকত্বেনানুমানাঙ্গকত্বাৎ তদস্বীকারেণ তদঙ্গিনোঽনুমানস্যাপ্যস্বীকারো বোধ্যঃ ॥ ৪ ॥

অনুকূল তর্কাঙ্গীকারে শ্রুতিমাহ আত্মেতি। অরে মৈত্রেয়ি! আত্মা হরির্দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যঃ। তত্র সাধনমাহ শ্রোতব্যঃ বৈদিকগুরুমুখাৎ শ্রোত্রেণ গ্রাহ্যঃ। মন্তব্যঃ বেদানুযায়িনা তর্কেণ নিশ্চেতব্যঃ। নিদিধ্যাসিতব্যো ধ্যাতব্যঃ।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান ইহারা উভয়েই স্বতন্ত্ররূপে প্রমাজনক হইতে পারে না। শব্দসাহায্যে প্রমাজনক হইয়া থাকে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল ॥ ৩ ॥

কেবল শুষ্ক তর্কও যে পরিত্যাজ্য তাহাও কহিতেছেন।

শ্রুত্যর্থ পোষক যে তর্ক তাহাই স্বীকার্য্য, ও তদ্বিপরীত বিরোধি তর্ক পরিত্যাজ্য হইয়াছে ॥ ৪ ॥

অনুকূল তর্ক স্বীকার বিষয়ে শ্রুতি দেখাইতেছেন।

যথা, বাজসনেয় শ্রুতি। "অরে মৈত্রেয়ি! আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে। এবং ঐ সাক্ষাৎকারের সাধনভূত, প্রথমতঃ বৈদিকগুরুমুখ হইতে শ্রবণ, ও শ্রবণ হইলে বেদানু-

কাঠকাঃ ॥

নৈষা তর্কেণ মতি রাপণেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ॥ ইতি ॥ ৫ ॥

স্মৃতিশ্চ ॥

পূর্ব্বাপরাবিরোধেন কোঽত্রার্থোঽভিমতো ভবেৎ।
ইত্যাদ্য মূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কন্তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ইতি ॥ ৬ ॥

অত্র ধ্যানমেব বিধেয়মপ্রাপ্তত্বাৎ স্বাধ্যায়বিধিপ্রাপ্তত্বাৎ শ্রবণস্য তৎপ্রতিষ্ঠার্থ-ত্বান্মননস্য চানুবাদ এব ॥ প্রতিকূলতর্কত্যাগে শ্রুতিমাহ নৈষেতি। হে প্রেষ্ঠ! হে নাচিকেত! এষা ব্রহ্মজ্ঞানার্হা মতি স্বয়া শুষ্কেণ তর্কেণ নাপনেয়া ন ভ্রংশ-নীয়া। তর্হি জ্ঞানং কথং ভবেৎ তত্রাহ প্রোক্তেতি। অন্যেন বৈদিকেন গুরুণা প্রোক্তা উপ দষ্টা সতী সা সুজ্ঞানায় প্রমায়ৈ ভাবিনী ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

উক্তাং ব্যবস্থাং প্রমাণয়তি পূর্ব্বাপরেতি ॥ ৬ ॥

যায়ী তর্ক দ্বারা উহারই মনন (অর্থাৎ তদর্থ নিশ্চয়) এবং তদনন্তর নিদিধ্যাসন করিবে" ॥ ইতি ॥

অনন্তর প্রতিকূল তর্ক (বেদ বিরোধি তর্ক) পরিত্যাগ করিবার শ্রুতি দেখাইতেছেন। যথা, কঠোপনিষদে। "হে প্রেষ্ঠ! নচিকেত! ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্য এই মতি, কেবল শুষ্ক-তর্ক দ্বারা ভ্রংশ করা বিধেয় নহে। বেদজ্ঞ গুরু কর্ত্তৃক শিক্ষিতা হইলে সুজ্ঞানের নিমিত্ত হইবে" ॥ ইতি ॥ ৫ ॥

পুনশ্চ স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক উক্ত ব্যবস্থা প্রমাণিত করিতেছেন। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা, "পূর্ব্বাপর অবিরোধে কোন্ অর্থটি অভিমত হইতে পারে, ইত্যাদি উহনই তর্ক, এবং উহাই গ্রাহ্য। শুষ্ক তর্ক পরিবর্জ্জন করিবে" ॥ ৬ ॥

না বেদবিদুষাং যস্মাৎ ব্রহ্মধী রুপজায়তে।
যচ্চৌপনিষদং ব্রহ্ম তস্মান্মুখ্যা শ্রুতির্মতা ॥
তথাহি শ্রুতিঃ ॥
নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং ॥ ইতি ॥
ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি ॥ ইতি চ ॥ ৭ ॥

* ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং প্রমাণত্রিত্ব প্রকরণং নবমং প্রমেয়ং ॥ *

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং চ শ্রুতেঃ প্রাধান্যং দর্শয়ন্ উপসংহরতি নাবেদেতি। অবেদবিদুষাং বেদজ্ঞানরহিতানাং তার্কিকাদীনাং যস্মাৎ ব্রহ্মধী র্ন জায়তে। ইতি ব্যতিরেকঃ। যচ্চৌপনিষদং ব্রহ্ম ইত্যন্বয়শ্চ। নাবেদেত্যাদ্যুক্তার্থং ॥ ৭ ॥

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং প্রমাণত্রিত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ *

অনন্তর অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা শ্রুতিরই প্রাধান্য প্রদর্শন পূর্ব্বক উপসংহার করিতেছেন।

যেহেতু বেদজ্ঞানরহিত কেবল তার্কিকাদির ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পারে না, কারণ ব্রহ্ম উপনিষৎ প্রতিপাদ্য হয়েন। অতএব শ্রুতিই মুখ্য প্রমাণ, ইহা নির্ণীত হইল ॥

বেদজ্ঞান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে শ্রুতি কহিতেছেন। শ্রুতি যথা, "বেদজ্ঞান রহিত ব্যক্তি কখনই ব্রহ্ম জানিতে পারে না" ॥ ইতি ॥

এবং ব্রহ্ম যে উপনিষৎ প্রতিপাদ্য তদ্বিষয়েও শ্রুতি কহিতেছেন। যথা, "উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি" ॥ ইতি ॥ ৭ ॥

* ইতি প্রমেয়-রত্নাবলীতে প্রমাণত্রিত্ব প্রকরণ নামক নবম প্রমেয় ॥ *

॥ এবমুক্তং প্রাচা ॥

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো-
ভেদো জীবগণা হরে রনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তি নৈজসুখানুভূতি রমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণ মখিলাম্নায়ৈক বেদ্যো হরিঃ ॥
ইতি ॥

যানি অস্মৎপূর্ব্বাচার্য্যেণ প্রমেয়াম্যুপাত্তানি তান্যেবাত্র ময়াপীত্যাহ এবমুক্তং প্রাচেতি, শ্রীমদিতি। অনুচরাঃ দাসাঃ, নিত্যাশ্চ। নীচোচ্চ ভাবং সাধনভেদৈঃ ফল তারতম্যং। মুক্তি নৈজেতি। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" ॥ ইতি শ্রীভাগবতাৎ। বৈমুখ্যরচিতং দেবমানবাদিভাবং তৎসামুখ্যেন হিত্বা সাক্ষাৎকৃতেন চিৎসুখেন বিজ্ঞাতৃণা স্বরূপেণ স্থিতি মুক্তিঃ ইত্যর্থঃ ॥ অনুবিজ্ঞান সুখং বিজ্ঞাতৃ হরের্দাসভূতং জীবস্য নৈজং রূপং। দাস্যং চ তদঙ্ঘ্রি লাভাবিনাভূত মিতি "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি লাভং" ইত্যনেনাবিরুদ্ধং ॥ বিকশিতার্থ মন্যৎ ॥ গ্রন্থ মুপসংহরং স্তস্যোপাদেয়ত্ব মাহ আনন্দেতি স্ফুটার্থং ॥

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সমুদয়ে নয়টি প্রমেয় নির্ণয় করিয়া, ঐ নয়টি প্রমেয় যে কেবল স্বকপোল কল্পিত নহে। উহা পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমদানন্দ তীর্থ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত। ইহা প্রাচীন শ্লোক দ্বারা দৃঢ়তর করিবার মানসে কহিতেছেন। আমি যে নয়টি প্রমেয় প্রদর্শিত করিয়াছি। উহা পূর্ব্বাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রদর্শিত, ইহা প্রাচীনেরাও কহিয়াছেন। যথা, "শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মতে একমাত্র হরিই পরতম বস্তু, জগৎ ও তদ্‌গত ভেদও সত্য, এবং জীবগণ হরির অনুচর, ও পরস্পর উচ্চ নীচভাব প্রাপ্ত, (অর্থাৎ সাধনভেদে তাহাদিগের ফলগত তারতম্য হইয়া থাকে) জীবের নিজসুখানু-

আনন্দতীর্থৈ রচিতানি যস্যাং প্রমেয় রত্নানি নবৈব সন্তি।
প্রমেয়রত্নাবলি-রাদরেণ প্রধীভি রেষা হৃদয়ে নিধেয়া ॥

স্বন্তেঽপি হৃদিস্বাভীষ্টস্ফুরণং মঙ্গলমাচরতি নিত্যমিতি। অত্র শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ স্বপূর্ব্বচতুর্থো রসিক মুরারিশ্চ ইতিত্রয়ঃ। প্রথম পক্ষে চৈতন্যাত্মা চিদ্‌বিগ্রহঃ। গজপতি গ্রাহগ্রস্তো গজেন্দ্রঃ। দ্বিতীয়ে চৈতন্য-নামা আত্মা বিগ্রহঃ শচ্যাং জগন্নাথমিশ্রাৎ প্রকটঃ। গজপতিঃ প্রতাপ-রুদ্রো নৃপতিঃ। তৃতীয়ে চৈতন্যাত্মা শচীসুতনিবিষ্টচিত্তঃ। গজপতি গোপাল-দাসাখ্যঃ কবিঃ ॥

ভবই মোক্ষ, (ইহাতে করিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে বিষ্ণুর চরণলাভই মোক্ষ, ইহার সহিত বিরোধ হইতে পারিল না, কারণ, জীব স্বরূপতই ভগবান্ হরির দাস, ঐ দাসত্ব তচ্চরণ লাভ বিনা হইতে পারে না। অতএব পূর্ব্ববাক্যের সহিত আর বিরোধ হইল না) এবং তাঁহার অমলা ভক্তিই উক্ত মোক্ষের একমাত্র সাধন। এবং প্রত্যক্ষাদি তিনটি-মাত্র প্রমাণ, এবং ভগবান্ হরি অখিল বেদের বেদ্য" ॥ ইতি ॥ ১ ॥

এইরূপে গ্রন্থের উপসংহার পূর্ব্বক, এক্ষণে তাহার উপা-দেয়তা কহিতেছেন। আনন্দতীর্থ আচার্য্য যে সকল প্রমেয় প্রদর্শিত করিয়াছেন। সেই সকল প্রমেয় এই প্রমেয়-রত্নাবলীতে নিবেশিত হইয়াছে। অতএব মনীষিগণ এই প্রমেয়-রত্নাবলী আদরপূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করিবেন ॥ ২ ॥

অনন্তর গ্রন্থ সমাপনেও, চিত্তে স্বীয় অভীষ্টদেব স্ফূর্ত্তি প্রার্থনারূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্মা মুরারি নঃ ।
নিরবদ্যো নির্ব্বৃতিমান্ গজপতি রনুকম্পয়া যস্য ॥

* ইতি প্রমেয়-রত্নাবলী পূর্ত্তি মগাৎ ॥ *

বেদান্তবাগীশ কৃত প্রশাশা প্রমেয়রত্নাবলীকান্তিমালা ।
গোবিন্দ পাদাম্বুজ ভক্তিভাজাং ভূয়াৎ সতাং লোচন রোচনীয়ং ॥

* ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাঃ কান্তিমালা টিপ্পনী সম্পূর্ণা ॥ *

চৈতন্যাত্মা মুরারি আমাদিগের হৃদয়ে নিত্য বাস করুন। যাঁর অনুকম্পায় গজপতি নিরবদ্য ও নির্ব্বৃতিমান্ হইয়াছিলেন ॥ ওঁ ওঁ ওঁ ॥